NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৩ ভোটের আগে অভিযান, অস্ত্র-নগদে ভরছে শহর

চলন্ত ট্যাক্সিতে দুঃস্বপ্ন, তরুণীর সর্বস্ব লুঠের অভিযোগ, গ্রেপ্তার ২ ৩

কলকাতা ১৯ এপ্রিল ২০২৬ ৫ বৈশাখ ১৪৩৩ রবিবার উনবিংশ বর্ষ ৩০৭ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 19.04.2026, Vol.19, Issue No. 307, 8 Pages, Price 3.00

‘সৎ চেষ্টার ভ্রূণহত্যা’

মা-বোনেদের কাছে ক্ষমাপ্রার্থী মোদী

নয়াদিল্লি, ১৮ এপ্রিল: বাংলা ও তামিলনাড়ুর ভোটের মুখে ফের জাতির উদ্দেশে ভাষণ দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। নোট বাতিল এবং লকডাউনের ধাঁচে শনিবার রাত সাড়ে আটটায় দেশবাসীকে বার্তা দেন মোদী।

এদিকে, অতীতে এই ধরনের ভাষণ থেকে প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা করা একাধিক সিদ্ধান্তের জেরে আমজনতাকে ভুগতে হয়েছে। সেই স্মৃতি উস্কে এবার আগে থেকেই মোদীর বার্তা নিয়ে সতর্ক করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর বক্তব্য, ‘মোদীর ভাষণ মানেই জুমলা।’

শনি সন্ধ্যায় দেশবাসীর উদ্দেশে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘নারী শক্তি বন্দন অধিনিয়ম পাশ হল না। তার জন্য আমি মা-বোনেদের কাছে ক্ষমাপ্রার্থী।’ নারীদের উত্থান হলে পরিবারতান্ত্রিক দলগুলি বিপদে পড়বে। আর সেই কারণেই এই বিলের বিরোধিতা করা হয়েছে বলে অভিযোগ করেন প্রধানমন্ত্রী।

মহিলা সংরক্ষণ বিল লোকসভায় পাশ করাতে না পারার সঙ্গে ভ্রূণহত্যার তুলনা টানেন মোদী। তাঁর মতে, এই বিল পাশ করাতে না-দিয়ে কংগ্রেস, তৃণমূল, ডিএমকে, এসপি-র মতো দলগুলি ভ্রূণহত্যা করল। মোদী বলেন, ‘সৎ চেষ্টার ভ্রূণহত্যা করল কংগ্রেস, ডিএমকে, তৃণমূলের মতে দলগুলি।’

মোদী বলেন, ‘গণতন্ত্রের কাছে লজ্জা। নারীর সমর্থনে বিল পেশ করা হল। কংগ্রেস, ডিএমকে, তৃণমূলের মতো দলগুলি এর বিরোধিতা করল। এই বিল কেবল প্রস্তাব ছিল না, এই বিল ছিল নারীর আত্মসম্মানের প্রশ্ন। নারীরা সব ভুলতে পারেন, নিজেদের অপমান ভুলতে পারেন না।’

মোদী বলেন, ‘নারীশক্তি বিল আটকে বিরোধীরা যে ভুল করল, তার জন্য দেশের নারীরা তাদের কখনও ক্ষমা করবেন না। সকলকে একত্রিত করার প্রচেষ্টা ছিল এই বিল। নারীশক্তি বন্দন সংশোধন উত্তর-দক্ষিণ-পূর্ব-পশ্চিম সব রাজ্যেকে শক্তিবৃদ্ধির প্রয়াস ছিল। সমান অনুপাতে শক্তিবৃদ্ধির কৌশল ছিল এই বিল। এই প্রয়াসের বিরুদ্ধে দেশের সামনে গণহত্যা করে দিল কংগ্রেস, ডিএমকে, তৃণমূল।’

মোদী বলেন, ‘আমি ভেবেছিলাম কংগ্রেস নিজেদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবে। সেই সুযোগ হাতছাড়া করল কংগ্রেস। পরজীবীর মতো আঞ্চলিক দলের উপর ভরসায় নিজেদের বাঁচিয়ে রেখেছে। বিরোধী দলগুলি এতবছর ধরে একই বাহানা দিয়ে চলেছে। মহিলাদের অধিকারে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে বারবার। বিরোধীদের এই রাজনৈতিক কৌশল দেশের জনগণ বুঝতে পেরে গিয়েছেন।’

মোদী বলেন, ‘মহিলাদের অন্ধকারে ঠেলে দিতে রাজনৈতিক চক্রান্ত কংগ্রেসের। ভ্রূণ হত্যা করেছে কংগ্রেস, ডিএমকে, তৃণমূল। দেশের মানুষ এদের ক্ষমা করবেন না। লাগাতার মিথ্যে বলে চলেছেন বিরোধীরা। বিভাজনের রাজনীতিকে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইছে বিরোধীরা। যে রাজনীতি ইংরেজদের থেকে শিখেছে কংগ্রেস। দেশে আসন পুনর্বিন্যাস নিয়ে সরকার প্রথমদিন থেকে বলে এসেছে, কোনও রাজ্যই অধিক সুবিধা পাবে না এতে। সব রাজ্যের আসন সমানভাবে বৃদ্ধি পাবে। এই বিল প্রত্যেক রাজ্যের কাছেই একটি বিশেষ সুযোগ ছিল। বিরোধীরা নিজেদের সুবিধার্থে নিজের রাজ্যের মানুষকে বঞ্চিত করল। দেশের স্বার্থে যে সিদ্ধান্তই নেওয়া হয়, কংগ্রেস তার বিরোধিতা করে। এটাই কংগ্রেসের বিরোধী রাজনীতি। কংগ্রেস আধার, জিএসটির বিরোধিতা করেছে। তিন তালাক, আর্টিকল ৩৭০-এর বিরোধিতা করেছিল। ইউসিসি-র বিরোধিতাও করেছে কংগ্রেস। সংস্কারের কথা শুনলেই বিরোধিতার ঝুলি নিয়ে বেরিয়ে পড়ে। এক দেশ-এক ভোটের বিরোধিতা করে কংগ্রেস। সিএএ-রও বিরোধিতা করেছে। কংগ্রেস মাওবাদী হিংসা সমাপ্ত করার প্রয়াসেও বাধা দিয়েছে।’

মোদী বলেন, ‘সমস্ত বাধাকে আমরা অতিক্রম করব। সংসদে আমরা ৬৬ শতাংশ ভোট পেয়েছি। তবে জানি দেশের নারীর ১০০ শতাংশ সমর্থন আমাদের সঙ্গে রয়েছে। আমাদের প্রচেষ্টা থেমে থাকবে না। এক জন মহিলা অনেক কিছু ভুলে যেতে পারেন। কিন্তু এই অপমান তিনি কখনও ভুলবেন না। এই ধরনের আচরণের যন্ত্রণা দেশের মহিলাদের হৃদয়ে রয়ে যাবে।’

আজ রাজ্যে ফের মোদী

■ আজ রাজ্যে ফের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সভা। আজ প্রথমেই বড়জোড়ার ফুলবেড়িয়া ফুটবল মাঠে সকাল ৯ টায় সভা করবেন তিনি। এরপর পুরুলিয়ার সৈনিক স্কুল মাঠে বেলা ১১ টায় সভা করবেন। এরপর দুপুর ১ টায় ঝাড়গ্রামের ঝাড়গ্রাম মাঠে আসবেন মোদী। দুপুর ৩ টেয় বেলদা স্টেডিয়ামে সভা করার কথা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। আসন্ন নির্বাচনের আগে এই নিয়ে তৃতীয়বার রাজ্যে নির্বাচনী প্রচার করতে চলেছেন তিনি।

কেন্দ্রের ডিএ বৃদ্ধি ২ শতাংশ

নয়াদিল্লি, ১৮ এপ্রিল: কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের মহার্ঘ ভাতা (ডিএ) আরও বাড়ল। দুই শতাংশ ডিএ বৃদ্ধি অনুমোদন করল কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা। এত দিন কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারী এবং পেনশনভোগীরা ৫৮ শতাংশ হারে ডিএ পেতেন। দুই শতাংশ বেড়ে তা পৌঁছে গেল ৬০ শতাংশে। ২০২৬ সালের জানুয়ারি মাস থেকে এই বর্ধিত হার কার্যকর হওয়ার কথা।

পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য সরকারি কর্মচারীরা এখন ২২ শতাংশ হারে ডিএ পান। চলতি বছর অন্তর্বর্তী বাজেটে চার শতাংশ হারে ডিএ বৃদ্ধির কথা ঘোষণা করে রাজ্য সরকার। কেন্দ্রের সঙ্গে তখন ডিএ-র ফারাক ছিল ৩৬ শতাংশ। এ বার সেই ফারাক বেড়ে হল ৩৮ শতাংশ। কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীরা অষ্টম পে কমিশনের দাবি জানাচ্ছেন। তাতে বেতনের পরিকাঠামোয় পরিবর্তন হতে পারে। ন্যাশনাল কাউন্সিল-জয়েন্ট কনসালটেটিভ মেশিনারির তরফে কেন্দ্রকে একটি স্মারকলিপি দেওয়া হয়েছে। সেখানে বেতন পরিকাঠামোয় পরিবর্তন দাবি করা হয়েছে। তা যদি গৃহীত হয়, কর্মীদের প্রাথমিক বেতন ১৮ হাজার থেকে বেড়ে ৬৯ হাজার টাকা হতে পারে। এ বিষয়ে আলোচনার মাঝেই এ বার ডিএ দুই শতাংশ বাড়ল।

পশ্চিমবঙ্গের সরকারি কর্মচারীদের মধ্যে ডিএ নিয়ে ক্ষোভ রয়েছে। বহু দিন ধরে কেন্দ্রীয় হারে ডিএ দেওয়ার দাবি জানিয়ে আসছেন এ রাজ্যের কর্মীরা। মামলা গড়িয়েছে আদালত পর্যন্ত।

বিজেপির পতন শুরু হয়ে গিয়েছে: মমতা

নিজস্ব প্রতিবেদন: লোকসভায় প্রত্যাখিত মহিলা সংরক্ষণ বিল। সম্মিলিত বিরোধীশক্তির ভোটাভুটিতে দুই-তৃতীয়াংশ সমর্থন না পেয়ে মহিলা সংরক্ষণ বিল পাশ করাতে ব্যর্থ হয়েছে মোদী সরকার। শুক্রবার থেকেই এনডিএ জোটের তীব্র সমালোচনায় একজোট হয়েছে বিরোধীরা। এবার মহিলা সংরক্ষণ বিল নিয়ে বিজেপিকে কড়া আক্রমণ করলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। উলুবেড়িয়ার নির্বাচনী সভা থেকে মমতার কটাক্ষ, ‘কাল থেকে বিজেপির পতন শুরু হয়েছে।’

মহিলা সংরক্ষণ বিল নিয়ে বিজেপির তুলোধনা করে মমতা বলেন, ‘মহিলা বিলের নামে ৫৪৩ আসন বাড়িয়ে ৮৫০ আসন করতে চেয়েছিল। দেশটাকে ভাগ করতে চেয়েছিল। বঙ্গভঙ্গ করতে চেয়েছিল। আমার এখানে ইলেকশন থাকা সত্ত্বেও ২১ জন সাংসদকে পাঠিয়েছি। আমরা কাল বিজেপিকে পরাস্ত করেছি। আগামীদিনে বিজেপিকে হঠাব। মোদীর পতন শুরু হয়েছে। বাংলাকে টার্গেট করলে আমরা দিল্লিকে টার্গেট করি।’ বাংলায় বিজেপির মিথ্যাচারের অভিযোগ তুলে মমতা আরও বলেন, ‘বলেছিলাম পতন হবে, গতকাল থেকে পতন শুরু হয়ে গিয়েছে তো। কাল মুখে ঝামা ঘষে দিয়েছে। এবার বাংলার মানুষ ঝামা ঘষে দিন। সব যাবে যখন পতন শুরু হয় না, একেবারে হয়।’

এদিকে, এদিন ভাঙড় থেকে বিজেপিকে ফের তোপ দাগেন মমতা। তিনি বলেন, ‘শওকতকে খুন করতে চায় ওরা। ওর সিকিউরিটি তুলে নিতে চায় বিজেপি-কে বলে। ওর যদি কোনওরকম কোনও ক্ষতি হয়, তখন কাউকে ছেড়ে কথা বলব না। বিজেপির হিম্মত নেই। আমার সঙ্গে লড়তে পারে না। ওরা শওকতকে নিয়ে পড়েছে। আমি যদি বাঁ হাত হই, শওকত আমার ডান হাত।’

তিনি আরও বলেন, ‘বিজেপির নেতারা ২০-৩০টা করে গাড়িতে সেন্ট্রাল ফোর্স নিয়ে ঘুরে বেড়াবে। আর শওকতদের সিকিউরিটি কেড়ে নেওয়া হবে। কারণ বিজেপির ভ্যানিশ ওয়াশিং কমিশন অর্ডার দেবে। মনে রাখবেন, মানুষের জীবন নিয়ে খেলবেন না। মানুষের নিরাপত্তা নিয়ে খেলবেন না। আমার সিকিউরিটি তুলে নিন। যদি সেরকম হয় আমি আমার সিকিউরিটি তুলে নিয়ে শওকতকে দেব। দেখি আপনারা কী করতে পারেন। আমার সিকিউরিটির দরকার নেই। আমি ওসব গুন্ডা-টুন্ডাকে ভয় পাই না। আমাকে বোম, বন্দুক দিয়ে মেরেও কিছু করা যাবে না। জন্মেছি এক দিন, মৃত্যু এক দিন হবেই। তবে বিজেপি-কে আমি দেখে ছাড়ব। ওদের আমি ছাড়ব না।’

এদিন উলুবেড়িয়াতে ভোটের দিন মক পোলিং-এ হাজারটা ভোট গুনে নিতে দলীয় কর্মীদের নির্দেশ দিলেন রাজ্যের বিদায়ী মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শুধু তাই নয়, ইভিএম খারাপ হলে নতুন ইভিএমে ভোট করানোর জন্য দলীয় কর্মীদের নির্দেশও দেন তিনি।

বেলডাঙায় ১৫ জনের জামিন

নিজস্ব প্রতিবেদন: বেলডাঙাকাণ্ডের পরে ৯০ দিন কেটে গেলেও ধৃতদের বিরুদ্ধে চার্জশিট বা তদন্তের কোনও প্রামাণ্য রিপোর্ট পেশ করতে পারেনি জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা এনআইএ। শনিবার এনআইএর বিশেষ আদালত ওই ঘটনায় ধৃত ৩৫ জনের মধ্যে ১৫ জনের জামিন মঞ্জুর করল। ১০ হাজার টাকার বন্ডের বিনিময়ে তাঁদের জামিন দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি, অভিযুক্তদের গতিবিধির উপর কড়া নজর রাখার নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক। এনআইএ-র আইনজীবী শ্যামল ঘোষ জানিয়েছেন, এই রায়কে চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টে যাচ্ছেন তাঁরা। গত জানুয়ারি মাসে ঝাড়খণ্ডে এক পরিযায়ী শ্রমিকের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে রণক্ষেত্রের চেহারা নিয়েছিল মুর্শিদাবাদের বেলডাঙা।

বডিক্যাম-সিসিটিভি-লক্ষণরেখা, ভোটে কড়া নজরদারি কমিশনের

নিজস্ব প্রতিবেদন: প্রথম দফার ভোটের আগে নজরদারিতে প্রযুক্তির ব্যবহার আরও বাড়াল নির্বাচন কমিশন। ভোট প্রক্রিয়াকে স্বচ্ছ ও নিয়ন্ত্রিত রাখতে একাধিক নতুন ব্যবস্থা চালু করা হচ্ছে বলে কমিশন সূত্রে খবর।

এই নির্বাচনে মাইক্রো অবজার্ভারদের সঙ্গে থাকবে বডি ক্যামেরা। পাশাপাশি কেন্দ্রীয় বাহিনী এবং রাজ্য পুলিশের সদস্যদের সঙ্গেও এই ক্যামেরা রাখা হবে, যাতে প্রতিটি মুহূর্তের গতিবিধি রেকর্ড করা যায়। কোনও অভিযোগ বা বিতর্ক তৈরি হলে সেই ফুটেজ খতিয়ে দেখা যাবে বলে জানিয়েছে কমিশন।

শুধু তাই নয়, সংশ্লিষ্ট বিধানসভা এলাকার সমস্ত সরকারি সিসিটিভি ক্যামেরার নিয়ন্ত্রণও নিজেদের হাতে নিচ্ছে কমিশন। কোথাও কোনও সন্দেহজনক গতিবিধি নজরে এলেই দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ভোটের আগে সাধারণ মানুষকে সচেতন করতেও উদ্যোগী কমিশন। কোনও আচরণ আইনত অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে, তা জানাতে বিজ্ঞাপন প্রচারের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।

এবারের ভোটে সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে বুথের চারপাশে তৈরি করা হচ্ছে ‘লক্ষ্মণগণ্ডি’। সাদা চক দিয়ে বুথকে ঘিরে ১০০ মিটার এলাকা চিহ্নিত করা হবে। এই নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে শুধুমাত্র ভোটারদেরই প্রবেশের অনুমতি থাকবে। এই ব্যবস্থায় বহুস্তরীয় যাচাইয়েরও পরিকল্পনা রয়েছে। লক্ষ্মণগণ্ডির বাইরে থাকবেন বিএলও ও এক জন সরকারি আধিকারিক, যাঁরা প্রথমে নথি যাচাই করবেন। এরপর নির্দিষ্ট সীমানার ভিতরে আরও দু’টি ধাপে ভোটারদের পরিচয়পত্র পরীক্ষা করা হবে।

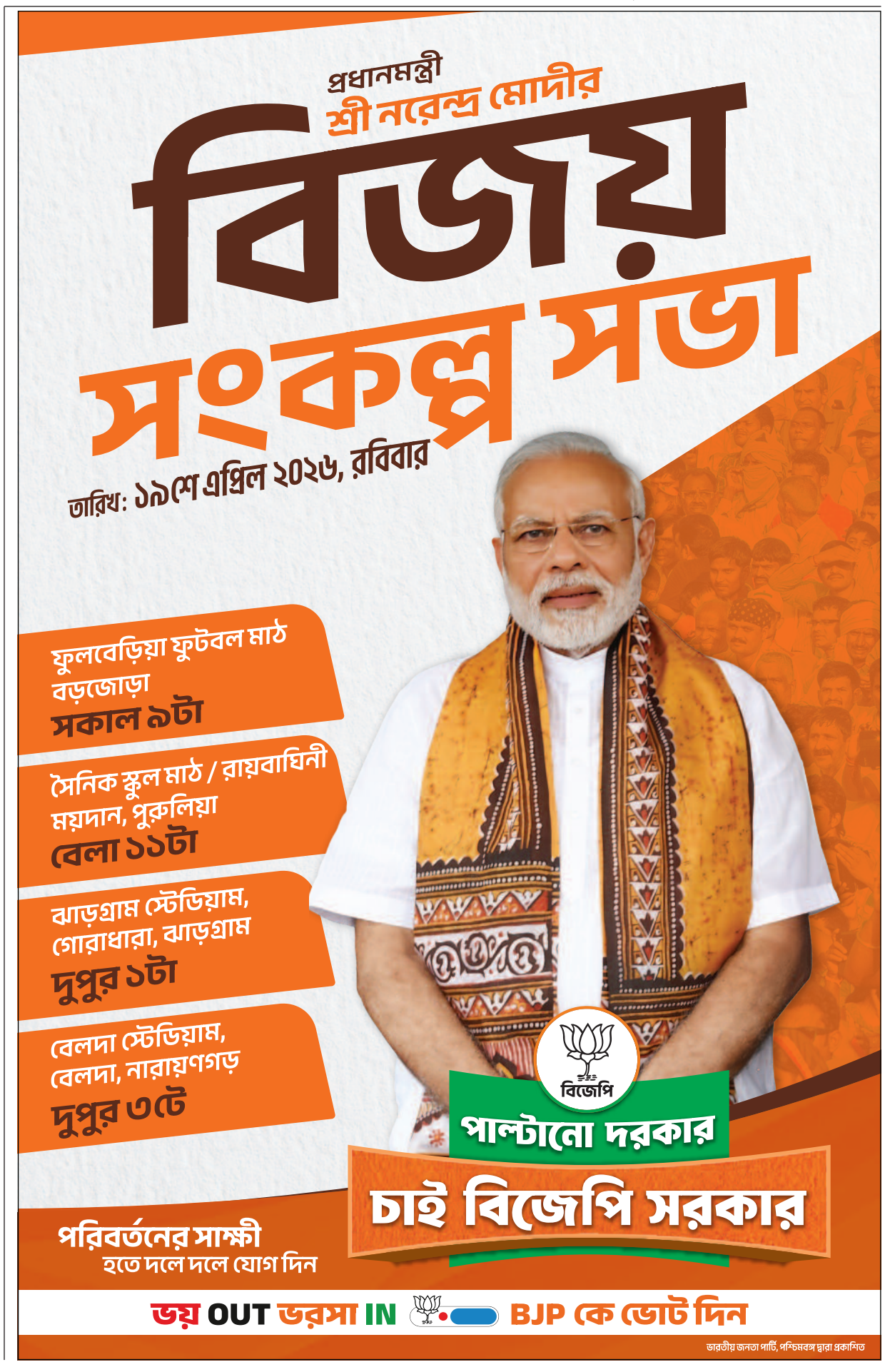

বৈঠকের আগে ইরানি হুঁশিয়ারি

তেহরান, ১৮ এপ্রিল: যুদ্ধ এখনও শেষ হয়ে যায়নি। যে কোনও সময় যা কিছু হতে পারে। তবে কূটনীতির আড়ালে আমেরিকা যেন ছলনা না করে। দ্বিতীয় দফার বৈঠকের আগে হুঁশিয়ারি দিল ইরান। আল জাজিরা-র প্রতিবেদন অনুযায়ী, ইরানের প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের মুখপাত্র রেজা তালায়ি বলেন, ‘আমেরিকার সঙ্গে এখনও যুদ্ধ শেষ হয়ে যায়নি। যদি কূটনীতির আড়ালে কোনও রকম ভনিতা করা হয় তা হলে তেহরান কড়া জবাব দেবে।’

হরমুজ নিয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্টের ঘোষণা নিয়েও কটাক্ষ করেন রেজা। প্রসঙ্গত, ট্রাম্প সমাজমাধ্যমে লেখেন, হরমুজ খুলতে রাজি হয়েছে ইরান। শুধু তা-ই নয়, আগামী দিনে কোনও সংঘাতের পরিস্থিতি সৃষ্টি হলে এই জলপথকে কোনও ভাবে ঢাল হিসাবে ব্যবহার করবে না। ট্রাম্পের এই ঘোষণার পরেই পাল্টা জবাব দিলেন রেজা। তিনি বলেন, ‘লেবাননের সঙ্গে যুদ্ধবিরতির শর্তেই অসামরিক জাহাজকে হরমুজ দিয়ে যাতায়াত করতে দেওয়া হবে।’

সংবাদসংস্থা রয়টার্সের প্রতিবেদন অনুযায়ী, ইরান প্রশাসনের এক আধিকারিক আশা প্রকাশ করেছেন, আগামী দিনে ইরানের সঙ্গে প্রাথমিক সমঝোতার পথে হাঁটবেন তাঁরা। প্রসঙ্গত, আগামী সোমবার দ্বিতীয় দফার বৈঠকে রয়েছে আমেরিকা এবং ইরানের। ইসলামাবাদেই সেই বৈঠক হবে। কিন্তু বৈঠক শুরুর আগেই দু’দেশের মধ্যে ‘মাইন্ড গেম’ শুরু হয়ে গিয়েছে।

ভারতীয় তেল ট্যাঙ্কারে গুলি

তেহরান, ১৮ এপ্রিল: আমেরিকার বিরুদ্ধে প্রতিশ্রুতিভঙ্গের অভিযোগ তুলে ফের হরমুজ প্রণালী অবরোধ করার কথা ঘোষণা করেছে ইরান। আর তার পরেই শনিবার হরমুজ পেরোনোর সময় ভারতের একটি তেলবাহী ট্যাঙ্কারকে নিশানা করে গুলি চালানো হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। ‘জগ অর্ণব’ নামের ওই ট্যাঙ্কারটি ২০ লক্ষ ব্যারেল তেল নিয়ে ইরাক থেকে আসছিল। ওই ট্যাঙ্কারটির পিছনেই ছিল আরও একটি ভারতীয় ট্যাঙ্কার ‘সানমার হেরাল্ড’। যদিও সেই জাহাজটির উপর আক্রমণ হয়নি বলেই জানা গিয়েছে।

অন্য দিকে, সংবাদমাধ্যম ব্লুমবার্গ জানিয়েছে, শনিবার সকালে হরমুজ পেরোতে না পেরে ফিরে যায় চার ভারতীয় এবং দু’টি গ্রিক জাহাজ। সব মিলিয়ে হরমুজ নিয়ে জটিলতা ফের বৃদ্ধি পেতে চলেছে বলেই মনে করা হচ্ছে। শনিবার ব্রিটিশ সেনার তরফে প্রথম জানানো হয়েছিল যে, ইরানের ‘রেভলিউশনারি গার্ড’ দু’টি পণ্যবাহী ট্যাঙ্কারে গুলি চালিয়েছে। ঘটনাটি ওমানের উত্তর-পূর্ব উপকূল থেকে ২০ নটিক্যাল মাইল দূরে হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। তবে এই ঘটনায় ট্যাঙ্কারে থাকা সকলেই সুস্থ আছেন বলে খবর পাওয়া যায়। পরে জানা যায়, ভারতের তেলবাহী একটি ট্যাঙ্কার হরমুজ পেরোনোর সময় হামলাটি হয়।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

আমি Gouri Debi Shaw W/O Mahesh Shaw, আমার পুত্র Rahul Shaw-এর বার্থ সার্টিফিকেটে আমার নাম Gouri Shaw ও আমার স্বামীর নাম Mohesh Shaw রেকর্ড আছে। গত ১০/০৪/২০২৬ তারিখে ব্যারাকপুর 1st Class জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টের এফিডেভিট দ্বারা Gouri Debi Shaw ও Gouri Shaw এবং Mahesh Shaw ও Mohesh Shaw উভয় নাম গুলি একই ব্যক্তি বলে পরিচিত হইলো।

NAME CHANGE

I, PARI KESHRI D/O PREM KESHRI, R/O NEW BASTI, DHANKHATI MOHALLA, hereby declare that my name is wrongly mentioned as "PARI KESHRI" and my father's name is wrongly mentioned as "PREM KESHRI" in some of my documents. My correct name is "PARI KESHARI" and my father's correct name is "PREMNATH KESHARI" for all future purposes.

নাম -পদবী পরিবর্তন

গত 18/04/2026, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে 11216 নং এফিডেভিট বলে আমি **Amritesh Kr Ray S/o. Madhuban Ray** ও **Amritesh Kumar Ray S/o. Shri Madhuban Ray** সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম পরিবর্তন

আমি, **SUDIP KUMAR DE** পিতা Late Dilip Kumar Dey, নিবাস-১৪৪, নরসিংহ দত্ত রোড, থানা-ব্যাঁটরা, জেলা-হাওড়া-৭১১১০১ মহামান্য ফার্স্ট ক্লাস এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট Howrah কোর্ট, Howrah-এর Affidavit দ্বারা **SUDIP DEY** নামে পরিচিত হলাম। Affidavit no. 13177, dt. 13.04.2026। **SUDIP KUMAR DE** ও **SUDIP DEY** একই ব্যক্তি।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, **মিনুফা খাতুন**, স্বামী সেখ নজরুল ইসলাম, সাকিম আলিপুর, দাদপুর, হুগলী-৭১২৩০৫, মহাশয়া বিগত ইং ১৬/০১/২০২৪ তারিখে ডি.এস.আর.-I,, হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-00470/2024 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে আমাকে (**সেখ সাহাবুদ্দিন মন্ডল**, পিতা সেখ কুতুবউদ্দিন মন্ডল, সাকিম চন্দনপুর, হরিপাল, হুগলী-৭১২২২৩) ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তারনামা বলে আমি নিম্নোক্ত তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছি। তপশীল - জেলা হুগলী, থানা ধনিয়াখালী, মৌজা নাকিড়াপাড়া, ২০৯ নং জে.এল. ভুক্ত, হাল এল.আর ৭৯১ নং খতিয়ান হইতে আর.এস. ৪৩২ তথা হাল এল.আর. ৫৮৬ নং দাগে শালি জমি ষোল আনায় ৩১ শতক মধ্যে ০.১২৫০ অংশে ০৪ শতক সম্পত্তি অত্র দলিলে আমমোক্তারকৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, উক্ত সম্পত্তি ক্রয় করিবার পর ক্রেতাগণ তাহাদের খরিদা সম্পত্তি নিজ নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও ধনিয়াখালী ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন/করিতেছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

ইতি-**সেখ সাহাবুদ্দিন মন্ডল (আমমোক্তার)**

নোটিশ

আমার মক্কেল শ্রী পরাস ওরফে পরাস নাথ সাউ (পিতা - মৃত রামপ্রিত সাহ), বর্তমানে বসবাসকারী ৫০, সুইনহো লেন, পোষ্ট অফিস ও থানা - কসবা, কলকাতা - ৭০০০৪২, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা, সহ ১) অমরনাথ ওরফে অমরনাথ সাহ, ২) রাম চন্দ্র শাহ, ৩) মিনু সাউ, ৪) রাজ কুমার সাউ, ৫) শিব কুমার সাউ, ৬) বিরবাহাদুর সাহ, ৭) জওহর ওরফে জওহর প্রসাদ, ৮) বৃজ নারায়ণ রাম এবং ৯) হীরা ওরফে হীরা রাম, সম্মিলিতভাবে যাহারা "ভূমির মালিকগণ" নামে পরিচিত, তাহারা তাহাদের পূর্বসূরি গঙ্গারাম সাউ', সারজু সাউ' এবং রাম কুমার সাউ' এর নিকট হইতে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত ও কলকাতা পৌর নিগমের নিকট নথিভুক্ত নিম্নবর্ণিত সম্পত্তির পূর্ণ যৌথ মালিক ও দখলদার। উক্ত সম্পত্তি হইল : সমস্ত সেই জমি ও তৎসহ নির্মিত স্থাপনা, মোট প্রায় ০৩ (তিন) কাঠা পরিমাণ, অবস্থিত মৌজা - গদসা (সাবেক), জে.এল. নং - ১৭, পরগনা - পাঁচান্নগ্রাম, রি-সা নং - জি ডি ৫ ও ৬, তৌজি নং - ১২৯৮/২৮৩৩, দাগ নং - ১৪২৫/১৬৩২, খতিয়ান নং - ২৬৩, গ্র্যান্ড ডি নং - ৫, সাব ডি নং - ৬, হোল্ডিং নং - ১৩৫, বর্তমানে প্রিমাইসেস নং - ৫০, সুইনহো লেন, Assessee No. - ২১০৬৭২১০০৯১৪, ওয়ার্ড নং - ০৬৭, কলকাতা পৌর নিগমের অন্তর্গত, থানা - পূর্বে সদর টালিগঞ্জ, বর্তমানে কসবা, কলকাতা - ৭০০০৪২, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা। উক্ত সম্পত্তি পূর্বসূরিগণ গঙ্গারাম সাউ, সারজু সাউ এবং রাম কুমার সাউ ২৯/০৭/১৯৬০ তারিখে একটি নিবন্ধিত বিক্রয় দলিল (বাংলা বিক্রয় কোবালা) মারফত ক্রয় করেন, যাহা আলিপুর সাব-রেজিস্ট্রার অফিসে নিবন্ধিত হয় (বই নং - ১, ভলিউম নং - ৯১, পৃষ্ঠা ২৬৬ হইতে ২৭০, দলিল নং - ৬২১৩/১৯৬০)। পরবর্তীতে ২৫/০৮/১৯৭৫ তারিখে একটি ঘোষণাপত্র দলিল নিবন্ধিত হয় (বই নং - ১, ভলিউম নং - ৮১, পৃষ্ঠা ৯ হইতে ১১, দলিল নং - ২২৬৭/১৯৭৫)।

আমার মক্কেল শ্রী পরাস ওরফে পরাস নাথ সাউ-এর হেফাজতে থাকাকালীন উপরিউক্ত বিক্রয় দলিল (নং - ৬২১৩/১৯৬০) এবং ঘোষণাপত্র দলিল (নং - ২২৬৭/১৯৭৫) হারাইয়া/ অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে, যাহা পরবর্তীতে তাহাদের জ্ঞাত হয়। এই মর্মে কসবা থানায় একটি জেনারেল ডায়েরি লিপিবদ্ধ করা হয়, জি.ডি.ই. নং - ৫৯০, তারিখ - ০৮/০৪/২০২৪। উক্ত জমির মালিকগণ ০৯/০৪/২০২৫ তারিখে মেসার্স শ্যাম বিল্ডার্স (ডেভেলপার), অফিস - ৮৬, ডঃ জি. এস. বোস রোড, পোষ্ট অফিস ও থানা - কসবা, কলকাতা - ৭০০০৩৯-এর সহিত একটি নিবন্ধিত ডেভেলপমেন্ট এগ্রিমেন্ট সম্পাদন করেন, যাহা ডি.এস.আর. - III, দক্ষিণ ২৪ পরগনা অফিসে নিবন্ধিত (বই নং - ১, ভলিউম নং - ১৬০৩-২০২৫, পৃষ্ঠা ১৯১১৬৭ হইতে ১৯১২০৭, দলিল নং - ১৬০৩০৬৬৩৬/২০২৫)।

আমার মক্কেল ও সহ-মালিকগণ উক্ত সম্পত্তি বা উহার যেকোনো ফ্ল্যাট/ইউনিটের উপর ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান হইতে ঋণ গ্রহণের নিমিত্তে বন্ধক/চার্জ সৃষ্টি করিতে এবং বিক্রয়, দান, লিজ, লিয়েন বা অন্যান্য প্রকার হস্তান্তর করিতে ইচ্ছুক। অতএব, যদি কোন ব্যক্তি/পক্ষের নিকট উক্ত হারানো দলিলাদি থাকে বা উক্ত সম্পত্তির উপর কোন দাবি থাকে, তাহা হইলে এই নোটিশ প্রকাশের ১৫ (পনেরো) দিনের মধ্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর সহিত যোগাযোগ করিবার জন্য অনুরোধ করা হইল। অন্যথায়, উক্ত সম্পত্তি ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নিকট ইক্যুইটেবল মর্টগেজ সৃষ্টির জন্য গ্রহণযোগ্য বলিয়া গণ্য হইবে এবং ভবিষ্যতে কোন দাবি গ্রহণযোগ্য হইবে না বলিয়া ধরা হইবে।

দেবদুলাল চক্রবর্তী, (অ্যাডভোকেট)
বারুইপুর সিভিল ও ক্রিমিনাল কোর্ট
পোষ্ট অফিস ও থানা - বারুইপুর
কলকাতা - ৭০০১৪৪
মোবাইল : ৯৬৮১০৯৭৯১৫

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ১৯শে এপ্রিল। ৫ই বৈশাখ। রবি বার। দ্বিতীয়া তিথি। জন্মে মেষ রাশি। অষ্টোত্তরী ও বিংশত্তরী শুক্রে র মহাদশা কাল। মৃতে দ্বিপাদ দোষ, দিবা ৯২৫ এর পর চতুষ্পাদ দোষ।

মেষ রাশি : বিশেষ সতর্কতার সঙ্গে দিনটি কাটাতে হবে। ধৈর্য ধরে, বুদ্ধির দ্বারা, দিনটি অতিবাহিত করতে হবে। বৈবাহিক জীবনে খুব ছোট ঘটনাকে কেন্দ্র করে, পরিবারে কলহ বিবাদ বৃদ্ধি। অনাত্মীয় এক বন্ধুর দ্বারা, বিশেষ ক্ষতির সম্ভাবনা। অন্যের যুক্তিকে মানার আগে একবার নিজেও যুক্তি প্রয়োগ করুন শুভ হবে। দেবী তারার ১০৮ নাম বলুন শুভ হবে।

বৃষ রাশি : ব্যবসায় নতুন পথের সম্ভাবনা কর্মে শান্তির বাতাবরণ। যে কাজের জন্য এতদিন বসেছিলেন, সেই কাজের নতুন পথের সম্ভাবনা। বান্ধবের দ্বারা উপকার। অনাত্মীয় বন্ধু দ্বারা উপকার। প্রতিবেশী স্বজনের দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি যোগ। পুরাতন এক বান্ধবীর ফোন কল ফ্যাক্স- ই-মেইল দ্বারা বিশেষভাবে উপকৃত হবেন।আজ ভগবান দেবদেব মহাদেবের চরণে ১০৮ বিল্বপত্র প্রদানে সুখবৃদ্ধী।

মিথুন রাশি : তৃতীয় ব্যক্তির গুপ্ত ষড়যন্ত্র থেকে সতর্ক থাকতে হবে। কর্মে অশুভ বাতাবরণ আছে। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ আপনাকে যে দায়িত্ব দিয়েছেন তা প্রতিপালন করা দরকার। একসঙ্গে একসাথে অনেক কাজের দায়িত্ব চেপে আসলে মানসিক অসুস্থতা বোধ করবেন। ধৈর্য ধারে চলতে হবে, নিশ্চয়ই সম্মান বৃদ্ধি হবে মা দুর্গাদেবী চরণে ১০৮ রঙিন পুষ্প প্রদানে সুখবৃদ্ধি হবে।

কর্কট রাশি : বন্ধু বান্ধবের দ্বারা উপকার পাওয়া যাবে। যে কাজটি শেষ হলো তার সম্মান বৃদ্ধি যোগ। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্মে সম্মানিত করবেন। যারা প্রশাসনিক কর্মে আছেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি যোগ। যারা শিক্ষকতা- অধ্যাপনা করেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি যোগ ব্যবসায়ীদের অর্থ বৃদ্ধি যোগের প্রবল সম্ভবনা। গৃহ-বাস্তু বিষয় যে দুশ্চিন্তা ছিল তার অবসান হবে। ১০৮ দূর্বা ভগবান গণেশ চরণে প্রদান করুন সুভত্ত বৃদ্ধি হবে। সিংহ রাশি সতর্কতা আজ পরিবারের মধ্যে অশান্তির বাতাবরণ থাকবে।

সিংহ রাশি : শ্বশুরবাড়ির দুজন সদস্য দ্বারা দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি হবে। যে কাজের দায়িত্ব নিয়েছিলেন সেই কাজ পালন না করার জন্য তর্ক বিবাদে পরিণত হবে। প্রতিবেশীর দ্বারা শুভত্ত বৃদ্ধি হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু বিলম্ব হবে। ধৈর্য ধরলে শুভ ফলপ্রাপ্তি হবে। ভগবান গনেশজীর চরণে ১০৮ দুর্গা প্রদানে সুখ বৃদ্ধি হবে। কন্যা রাশি খুব উৎসাহ ব্যঞ্জক দিন। কর্মে শান্তির বাতাবরণ। আপনার উৎসাহ

কন্যা রাশি: আজকে নতুন পথ দেখাবে। ব্যবসায় নতুন ব্যবসা বৃদ্ধির পরিকল্পনা। এক স্বজনের দ্বারা পূর্ণ সহযোগিতা, সন্তানের দ্বারা সম্মান। প্রবীণ নাগরিকের দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি যোগ। মন্দিরে প্রদীপ প্রদানে সর্বসুখ বৃদ্ধি। তুলা রাশি কোন পুরাতন বান্ধব দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি। যাকে এতদিন ভরসা করেছিলেন তিনি বিশ্বাসের মর্যাদা রাখবেন।

তুলা রাশি : এক প্রতিবেশীর দারা শুভত্ত বৃদ্ধি হবে।ব্যবসা বৃদ্ধির নতুন পথ। তওর্থ বৃদ্ধির সম্ভাবনা প্রবল। যারা অলংকার শিল্পে আছেন, যারা তরল পদার্থের ব্যবসা করেন। শ্বশুরবাড়ির একজন প্রবীন সদস্য দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি যোগ। আজ মন্দিরে প্রদীপ প্রজ্জালনে সুখ-বৃদ্ধি নিশ্চিত।

বৃশ্চিক রাশি : একটু ধৈর্য ধরে অন্যের কথা শুনে, নিজের মতামত প্রকাশ করলে, শান্তির বাতাবরণ। বিবাহিত দাম্পত্য জীবনে সুখ থাকলেও, অশান্তির কালো মেঘও থাকবে। পরিবারে সন্তানের কারণে সাময়িক দুশ্চিন্তা থাকবে। গৃহ শিক্ষকের কারণে সাময়িক চিন্তা থাকবে। এক অনাত্মীয় দ্বারা ভুল বোঝাবুঝি সৃষ্টি হবে। ব্যবসা বৃদ্ধির সম্ভাবনা ছিল একটু বাধাগ্রস্থ হবে। ধৈর্য রাখলে শুভ হবে। দেবী মা বগলা ১০৮ হলুদ পুষ্প নিবেদনে সুখবৃদ্ধি নিশ্চিত।

ধনু রাশি : তর্ক-বিতর্কের সম্ভাবনা। যারা চিকিৎসক, যারা অধ্যাপনা করেন, আজকের দিনটি তারা সতর্ক থাকলে শুভত্ত বৃদ্ধি হবে। পরিবারে অশান্তির বাতাবরণ থাকলেও সুখ প্রাপ্তি হবে। সন্তানের দ্বারা কিছু দুশ্চিন্তাবৃদ্ধি হবে, বিদ্যালয়ে এবং কোন ইনস্টিটিউশন এর প্রধানের সঙ্গে তর্কবিতর্ক সম্ভাবনা প্রবল। যানবাহন সাবধানে চালানো ভালো, ধৈর্য রেখে ঠান্ডা মাথায় রাস্তায় বের হওয়া ভালো। দেবী দুর্গার চরণে হলুদ পুষ্প প্রদানে বাধা কাটবে।

মকর রাশি : প্রবীণ নাগরিকের দ্বারা উপকার হবে পরিবারে। সন্তানের সাথে শুভ সমঝোতা। শান্তির বাতাবরণ পরিবারে। এক অনাত্মীয় দ্বারা উপকার সাধিত হবে। পরিবারে যে পুজো দীর্ঘদিন হয়ে এসেছে, তা বন্ধ থাকার কারণে কিছু অশুভ যোগ আছে, সেই পুজোটিকে আবার শুভারম্ভ করতে হবে। দেবী দুর্গা চরণে ১০৮ বিশ্বপত্র প্রদানে শুভ।

কুম্ভ রাশি : দূরে থাকা নিকট আত্মীয় দ্বারা সুখবৃদ্ধি। ফোন কল, ফ্যাক্স, ইমেইল দ্বারা শুভ সংবাদ প্রাপ্তি। আনন্দ বৃদ্ধি। পরিবারে যারা অসুস্থতায় হসপিটালে বা চিকিৎসকের শরণাপন্ন হয়েছিলেন, আজ সুস্থতার পূর্ণ লক্ষণ। যারা প্রশাসনিক কর্মে আছেন, তাদের শুভ। বাণিজ্যে নতুন পথের সুযোগ তৈরি হবে। কর্মে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দ্বারা সম্মান প্রাপ্তির দিন। ১০৮ বিল্বপত্র মা দুর্গার চরণে দিলে শুভ প্রাপ্তি হবে।

মীন রাশি : পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। ছাত্রছাত্রী যারা উচ্চবিদ্যা যোগে অধ্যায়ন করেন, তাদের সুযোগ বৃদ্ধি, ছাত্র-ছাত্রী যারা নিম্নবিদ্যা যোগে পড়াশোনা করেন, তাদের গৃহ শিক্ষকের সহায়তা দ্বারা আজ বড় সাফল্য অপেক্ষা করছে। ব্যবসায়ীদের আজ একটি বড় চুক্তি হওয়ার সম্ভাবনা। জমি বাড়ি কৃষি জমি বিষয় শুভ। প্রবীন নাগরিকের বুদ্ধির দ্বারা কোন জটিল সমস্যা মুক্তির পথ দেখা যাবে। আজ মন্দিরে গিয়ে সাতটি প্রদীপ জ্বালান, আপনার নাম গোত্র বলে শুভ হবে।

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

বিজ্ঞপ্তি

আমি শ্রী জয়দেব ঘোষ, পিতা- দীনেশ চন্দ্র ঘোষ। সাকিন- ৩৮, দক্ষিণ পল্লী, খড়দহ, থানা-রহড়া, কোল-১১৮, আমি ১০৯ খড়দহ বিধানসভার ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের মনোনীত প্রার্থী আপনাদের অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে আমার বিরুদ্ধে খড়দহ থানায় একটি ফৌজদারী কেস নং- ৮৬১/১৬, তারিখ- ২৭/১১/২০১৬ অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। যাহা জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট ২য় আদালতে ব্যারাকপুর -এ বিচারধীন যার নং জি.আর নং- ৭৬৮৩/১৬, শ্রী জয়দেব ঘোষ।

বিজ্ঞপ্তি

// জেলা-হুগলীর সিভিল জজ সিনিয়র ডিভিশন ২য় আদালত চুঁচুড়া //
২০২১ সালের ৩১৩ নং দেওয়ানী মোকর্দ্দমা।

মধুসূদন মুখার্জ্জী দীং ....বাদী (বনাম) ভরত ব্যানার্জ্জী দীং ....বিবাদী

এতদ্বারা জেলা-উত্তর ২৪ পরগণার, বীজপুর থানার অন্তর্গত হালিশহর রাম প্রসাদের মন্দিরের পিছনের বাসিন্দা **কমলা মুখার্জ্জী** ও জেলা পূর্ব বর্ধমানের জামালপুর সাকিমের বাসিন্দা (অধুনা মৃত লক্ষ্মীনারায়ন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যা) **অঞ্জলী চ্যাটার্জ্জী** কে ও জেলা-হুগলীর, পান্ডুয়া থানার অন্তর্গত বৈঁচীগ্রাম এর বাসিন্দা অধুনা মৃত লক্ষ্মীনারায়ন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যা **পূর্ণিমা ব্যানার্জ্জী** ও জেলা পূর্ব বর্ধমানের জামালপুর সাকিমের বাসিন্দা অধুনা মৃত লক্ষ্মীনারায়ন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যা **অনিমা চ্যাটার্জ্জী** কে ও কলিকাতা-৭০০০৬৪, সল্টলেক সাকিমের বাসিন্দা রাম চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র **সত্যজিৎ ব্যানার্জ্জী** ও জেলা নদীয়ার নবদ্বীপ সাকিমের বাসিন্দা রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যা **গীতা মুখার্জ্জী** ও জেলা-হুগলীর মগরা থানার অন্তর্গত কুন্তীঘাট নয়াসরাই সাকিমের বাসিন্দা রাম চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যা **শঙ্করী চক্রবর্ত্তী** কে, ও জেলা-হুগলীর, মগরা থানার অন্তর্গত চন্দ্রহাটি সাকিমের বাসিন্দা রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যা **খেদু চক্রবর্ত্তী** কে এবং জেলা-হুগলীর চুঁচুড়া থানার অন্তর্গত, ব্যান্ডেল লিচুবাগান এর বাসিন্দা জাহ্নবী বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র **নেপু চক্রবর্ত্তী** ও জেলা-হুগলীর, মগরা থানার অন্তর্গত বাঁশবেড়িয়া রেলগেটের নিকট সাকিমের বাসিন্দা জাহ্নবী বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যা **সাবিত্রী চক্রবর্ত্তী** ও কলিকাতা-৭০০০৩৪, বেহালা সাকিমের বাসিন্দা পঞ্চানন ব্যানার্জ্জীর স্ত্রী **ভগবতী ব্যানার্জ্জী** ও জেলা-হুগলীর চুঁচুড়া থানার অন্তর্গত দক্ষিন নলডাঙ্গা সাকিমের বাসিন্দা প্রদীপ ভট্টাচার্য্য এর স্ত্রী **জয়শ্রী ভট্টাচার্য্য** কে জানানো যাইতেছে যে- জেলা- হুগলীর পান্ডুয়া থানার অন্তর্গত পাকড়ী সাকিমের বাসিন্দা অধুনা মৃত অরুন কুমার মুখার্জ্জীর পুত্রগণ **মধুসূদন মুখার্জ্জী, হরিনারায়ন মুখার্জ্জী, বিষ্ণুচরণ মুখার্জ্জী** ও **কল্যান মুখার্জ্জী** তাহাদের বিরুদ্ধে উপরোক্ত আদালতে জেলা-হুগলী, থানা-পান্ডুয়া, মৌজা-পাকড়ী, জে, এল নং- ১৫৮, হাল খতিয়ান নং- ৬৩২, হাল দাগ নং- ১২৬৯, শুনা জমি- ০২ শতক, হাল দাগ নং- ১৪৯, শালি জমি- ১০ শতক, হাল দাগ নং- ৩৪৯ শালি জমি -০৭ শতক, হাল দাগ নং-৩৯১ শুনা জমি -০৭ শতক, হাল দাগ নং- ৫০৪ শুনা জমি- ১৬ শতক, হাল দাগ নং-৬৩১ শালি জমি- ২৮ শতক, হাল দাগ নং-৬৬৮ শালি জমি- ০৪ শতক, হাল দাগ নং-৬৭৩ শালি জমি, ০৫ শতক এবং জেলা-হুগলী, থানা-পান্ডুয়া, মৌজা-উত্তর দশদরুন, জে.এল. নং-১৫৪ হাল খতিয়ান নং- ১০৩, হাল দাগ নং- ১৯৬ শালি জমি, ১৬ শতক, হাল দাগ নং- ২২৪/৫৪৪ শালি জমি, ২৫ শতক, হাল দাগ নং- ২৩৬ শালি জমি, ২২ শতক, হাল দাগ নং-৩১৬ শালি জমি- ০৭ শতক, হাল দাগ নং-৩৪৮ শালি জমি ২৯ শতক, হাল দাগ নং-৩৭৯ শালি জমি, ৪৮ শতক এবং জেলা-হুগলী, থানা-পান্ডুয়া মৌজা- দক্ষিন দশদরুন, জে.এল. নং-১৫৭, হাল খতিয়ান নং- ১৬০, হাল দাগ নং- ১৫/৩৭৩, শালি জমি-১৭ শতক, হাল দাগ নং-২, শালি জমি- ২৫ শতক, হাল দাগ নং- ২০৫/৪০৫ ভিটি জমি, ১০ শতক, হাল দাগ নং- ৩২৭ শালি জমি- ১৪ শতক, হাল দাগ নং- ২০৫, খামার -১ (এক) একর ১৪ (চৌদ্দ) শতক, এবং জেলা-হুগলী, থানা- বলাগড়, এর অধীন মৌজা-মালঞ্চ, জে. এল. নং ৭৬, হাল খতিয়ান নং-২৭৬, হাল দাগ নং- ৩৪১, শালি জমি- ৯৮ শতক, এবং জেলা-হুগলী, থানা-বলাগড়, এর অধীন মৌজা-ইটাগড়, জে.এল. নং- ৭৮, হাল খতিয়ান নং- ৩৬৯, হাল দাগ নং-৯৩৩, শালি জমি- ২৮ শতক এবং জেলা-হুগলী, থানা-পান্ডুয়ার অধীন মৌজা পাকড়ী, জে.এল. নং- ১৫৮, হাল খতিয়ান নং - ৪৬৩, হাল দাগ নং- ১২৭১ পুকুর-৪৫ শতক, হাল দাগ নং- ১২৭৩ ডোবা -২০ শতক, সম্পত্তি লইয়া জেলা-হুগলীর সিভিল জজ সিনিয়র ডিভিশন ২য় আদালত চুঁচুড়ায় ২০২১ সালের ৩১৩ নং দেওয়ানী মোকর্দ্দমা রুজু করিয়াছেন তাহাতে আপনার / আপনাদের যদি কোন বক্তব্য থাকে তদক্ষেত্রে আপনি / আপনারা স্বয়ং অথবা আপনাদের নিযুক্তীয় উকিলবাবুর দ্বারা বক্তব্য পেশ করিবেন অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে অন্যথায় আপনাদের বিরুদ্ধে একতরফা আদেশ হইবে।

বাদীর পক্ষে নিযুক্তীয় -
তন্ময় মুখার্জী (উকিলবাবু)

আদালতের আদেশানুসারে
পার্থ সারথি পাল (সেরেস্তাদার)
সিভিল জজ সিনিয়র ডিভিশন ২য়
আদালত হুগলী সদর চুঁচুড়া। ০৭/০১/২৬

ভোটে উৎসাহে কর্পোরেটের হাত, সচেতনতা প্রচারে নতুন মাত্রা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ভোটের আগে এবার ভোটারদের বুথমুখী করতে ময়দানে নেমেছে কর্পোরেট সংস্থাও। নির্বাচন কমিশনের পাশাপাশি শহর কলকাতায় নাগরিকদের ভোট দিতে উৎসাহিত করতে সচেতনতা অভিযানে সামিল হয়েছে একাধিক বেসরকারি সংস্থা। সূত্রের খবর, শহরের একটি বড় রিয়েল এস্টেট সংস্থা তাদের আবাসন প্রকল্পগুলিতে বাসিন্দাদের উদ্দেশে পোস্টার, ডিজিটাল ডিসপ্লে ও বার্তা প্রচারের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার আহ্বান জানাচ্ছে। অন্য দিকে, একটি আতিথেয়তা সংস্থা তাদের হোটেল ও রেস্তোরাঁয় গ্রাহকদের মধ্যে 'ভোট দিন' বার্তা পৌঁছে দিতে বিশেষ ক্যাম্পেন চালু করেছে। কোথাও সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রচার, কোথাও আবার সরাসরি গ্রাহক সংযোগের মাধ্যমে ভোটদানের গুরুত্ব তুলে ধরা হচ্ছে।

এই সব প্রচারে মূলত নাগরিক দায়িত্ব ও গণতান্ত্রিক অধিকার ব্যবহারের উপর জোর দেওয়া হলেও কোনও রাজনৈতিক দল বা প্রার্থীর পক্ষে অবস্থান নেওয়া হয়নি। এদিকে নির্বাচন কমিশনও সচেতনতা বাড়াতে একাধিক উদ্যোগ

নিয়েছে। 'সিস্টেম্যাটিক ভোটার এডুকেশন অ্যান্ড ইলেক্টোরাল পার্টিসিপেশন' কর্মসূচির আওতায় বিভিন্ন জেলায় র‌্যালি, পথনাটিকা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং ডিজিটাল প্রচার চালানো হচ্ছে। তরুণ ভোটারদের আকৃষ্ট করতে সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে বিশেষ কনটেন্ট তৈরি করা হয়েছে। এমনকী জনপ্রিয় চরিত্র ব্যবহার করে প্রচারের কথাও ভাবা হয়েছে, যাতে বার্তা আরও দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। পাশাপাশি ভোটার ইনফরমেশন স্লিপ বাড়ি বাড়ি পৌঁছে দেওয়া, বিশেষভাবে সক্ষম ভোটারদের জন্য ব্রেইল সুবিধা, হেল্পলাইন নম্বর চালু; এই সব ব্যবস্থার মাধ্যমেও ভোটারদের অংশগ্রহণ বাড়াতে চেষ্টা করছে কমিশন। প্রথম দফাতেই কয়েক কোটি ভোটার অংশ নেবেন এই নির্বাচনে। সেই প্রেক্ষিতে ভোটার উপস্থিতি বাড়াতে সরকারি ও বেসরকারি; দুই ক্ষেত্রের এই সমন্বিত উদ্যোগকে তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছে প্রশাসনিক মহল।

তবে প্রশ্ন থাকছেই; কর্পোরেট সংস্থার এই ধরনের উদ্যোগ সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ থাকবে কি না এবং নির্বাচনী আচরণবিধি মানা হচ্ছে কি না। কমিশনের নজর এখন সেই দিকেই।

দুর্নীতি আর তৃণমূল একে অপরের পরিপূরক: শমীক ভট্টাচার্য

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: দুর্নীতি আর তৃণমূল একে অপরের পরিপূরক। শনিবার সন্ধেয় নোয়াপাড়া বিধানসভার বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিংয়ের সমর্থনে শ্যামনগর মাদার ডেয়ারি মোড়ে আয়োজিত জনসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে এমনটাই বললেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। তিনি বলেন, এখানে কোনও শিক্ষা নেই। গোটা সমাজকে খোলা বাজার বানিয়ে দিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। তাঁর জোরালো দাবি, তৃণমূল হারছে। তৃণমূল হারবে। তৃণমূল হারতে চলেছে। তৃণমূলের বিদায় দেওয়ালে লেখা হয়ে গেছে। পৃথিবীর কোনও শক্তি তৃণমূলকে বাঁচাতে পারবে না। তাঁর অভিযোগ, কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিষ্ঠান হাওড়ার শিবপুরের বোটানিক্যাল গার্ডেনের ভেতরে মসজিদ তৈরি হয়ে গেছে। সাহা ইনস্টিটিউট অফ নিউক্লিয়ার ফিজিক্সের পাঁচিলের দক্ষিণ দিকে রোহিঙ্গারা বসে আছে। পুলিশকে তিন-তিনবার অভিযোগ জানানো সত্ত্বেও, পুলিশ ওঁদেরকে উচ্ছেদ করতে পারেনি। মুর্শিদাবাদে বাবরি মসজিদ নির্মাণ নিয়ে হুমায়ুন কবীরকে নিশানা করে শমীক ভট্টাচার্য বলেন, হুমায়ুন তৃণমূলের বিধায়ক। হুমায়ুন তৃণমূলের প্ল্যান বি। হুমায়ুনকে বলা হয়েছে উপ-মুখ্যমন্ত্রী করা হবে। যদি সামনের রাস্তা দিয়ে উনি ঢুকতে না পারেন, তাহলে পিছনের রাস্তা দিয়ে উনি ঢুকবেন। অপরদিকে নোয়াপাড়া কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিং বলেন, উত্তর ব্যারাকপুর পুরসভার পুরপ্রধান মলয় ঘোষ, বিকাশ বসুর ভাই প্রদীপ বসু এবং গারুলিয়া পুরসভার সিআইসি গৌতম বসুকে প্রার্থী করার আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল তৃণমূলের প্রার্থী করার। কিন্তু শেষমেশ দেখা গেল নোয়াপাড়া কেন্দ্রের তৃণমূলের প্রার্থী পার্থ ভৌমিকের হবু জামাই। তাঁর বক্তব্য, যাদের টিকিট দেওয়ার কথা বলা হয়েছিল, তাঁদের বোঝা উচিত, তৃণমূলে পয়সা দিলেই সব কিছু পাওয়া যায়। বিজেপি প্রার্থীর অভিযোগ, রাজ্যে কোথাও এখন কলেজে নির্বাচন হয় না। এমনকি পরিচালন কমিটির মিটিংয়ে এবিভিপি, এসএফআই কিংবা ছাত্র পরিষদের প্রতিনিধিদের ডাকা হয় না। উক্ত জনসভায় এদিন হাজির ছিলেন জগদ্দল কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী রাজেশ কুমার, বিজেপির ব্যারাকপুর জেলার সভাপতি তাপস ঘোষ, সহ-সভাপতি মানস দে, জেলার সম্পাদক কুন্দন সিং, উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বিভাগীয় কনভেনার সন্দীপ ব্যানার্জি প্রমুখ।

বাংলা পিছিয়ে পড়েছে, উন্নয়নের জন্য বিজেপি দরকার: মোহন যাদব

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: কলকাতা ও হাওড়ায় প্রচারে এসে রাজ্যকে বিঁধলেন মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদব। শুক্রবার বিজেপি প্রার্থীদের হয়ে মাঠে নেমে তাঁর সাফ কথা, এখানকার রাজনৈতিক আবহাওয়া উন্নয়নের জন্য উন্মুখ। মানুষ চায় বাংলা দেশের সঙ্গে তাল মিলিয়ে এগোক। তাঁর দাবি, মোদীজির নেতৃত্বে দেশ এগোচ্ছে। মধ্যপ্রদেশ-সহ সব রাজ্য দ্রুত এগোচ্ছে। কিন্তু বাংলা পিছিয়ে পড়ছে। অথচ এই রাজ্যই একসময় দেশের মধ্যে সবচেয়ে অগ্রণী ছিল। জনতার মন বুঝে যাদব বলেন, মানুষ এখন বাংলার উন্নতি দেখতে চায়। বিজেপি সরকার সেই উন্নতি করবে। আমরা সবাই মিলে আশা রাখি, কেন্দ্রের সঙ্গে রাজ্যেও বিজেপি সরকার গড়ে উঠবে। মানুষের উন্নয়নে নতুন অধ্যায় লেখা হবে। রাজ্যের পরিস্থিতি তুলে ধরে তাঁর মন্তব্য, যে যা-ই বলুক, সত্যি হল এখানকার মানুষ খুব কষ্টে আছেন। উন্নয়ন অতীতের গল্প হয়ে গেছে। এই অবস্থায় উন্নয়নের জন্য বিজেপিকেই বেছে নিতে হবে। ভোটার তালিকা সংশোধন প্রসঙ্গে বলেন, আমাদেরও এসআইআর হয়েছে। ভোট কমেছে। এসআইআর ঠিক মানুষের দিকেই নজর দিয়েছে। তাই এসআইআরকে ভুল বলা চলে না। অনুপ্রবেশ নিয়ে তাঁর হুঁশিয়ারি, বাংলাদেশি অনুপ্রবেশ রুখতে জাতীয়তাবাদীদের শক্তি ধরে রাখা জরুরি। সেই কারণেই বাংলার উন্নয়নে বিজেপি প্রয়োজন।

বোতামে আঙুল পড়ার আগে যন্ত্রের পরীক্ষা শুরু, নিরাপত্তায় নজর কমিশনের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ২৩ এপ্রিল ভোট। তার আগে ভোটযন্ত্র ও কাগজের রসিদ যন্ত্র তৈরির কাজ শুরু হয়ে গেল রাজ্যে। বৃহস্পতিবার ১৬ এপ্রিল থেকে বিভিন্ন কেন্দ্রে প্রার্থী বা তাঁদের প্রতিনিধি এবং সাধারণ পর্যবেক্ষকদের সামনেই চলছে এই প্রক্রিয়া। নিয়ম হল, যন্ত্র চালু করার পর পাঁচ শতাংশ যন্ত্রে হাজারটি করে নমুনা ভোট নেওয়া হবে। প্রার্থীদের লোকজন নিজেরাই সেই নকল ভোট দিতে পারবেন। লটারির মাধ্যমে বেছে নেওয়া হবে কোন যন্ত্রে এই পরীক্ষা হবে। তার আগে দু'দফা লটারি করে ঠিক হয়েছে কোন বুথে কোন যন্ত্র যাবে। প্রথম দফায় জেলার গুদাম থেকে বিধানসভা কেন্দ্রে পাঠানো হয়েছে। দ্বিতীয় দফায় কেন্দ্র থেকে বুথে বরাদ্দ হয়েছে। প্রথম দফায় রাজ্যে বুথের সংখ্যা ৪৪ হাজার ৩৭৮। ১৭ এপ্রিল ছিল আরও দুটি কাজ। জরুরি পরিষেবার অনুপস্থিত ভোটারদের ডাকযোগে ভোট এবং যন্ত্র তৈরির কাজ। দ্বিতীয় দফার জন্য ডাকযোগে ভোটের কাগজ বদলও হয়েছে। এদিকে ভোটের নিরাপত্তা খতিয়ে দেখতে ভিডিও বৈঠকে বসেছে নির্বাচন কমিশন।

দেবাশিস কুমারের বাড়িতে আয়কর দপ্তরের তল্লাশি, কমিশনের দ্বারস্থ তৃণমূল

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ভোটের মুখে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী দেবাশিস কুমারের বাড়িতে আয়কর দপ্তরের তল্লাশি ঘিরে নির্বাচন কমিশনের দ্বারস্থ হল তৃণমূল কংগ্রেস। এই পদক্ষেপ আইনি প্রক্রিয়া ও নির্বাচনী আচরণবিধি; দু'য়েরই পরিপন্থী বলে দলের তরফে কমিশনের কাছে চিঠি দিয়ে অভিযোগ জানানো হয়েছে। ১৭ এপ্রিল দেবাশিস কুমারের বাড়ি ও অফিসে তল্লাশি চালায় আয়কর দপ্তর। তৃণমূল কংগ্রেসের দাবি, এই তল্লাশির আগে কোনও নোটিস, সমন বা নথি চাওয়ার প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হয়নি, যা আয়কর আইনের নির্ধারিত বিধির পরিপন্থী। অভিযোগে আরও বলা হয়েছে, আয়কর আইনের ১৩২ ধারায় তল্লাশি ও বাজেয়াপ্ত করার ক্ষমতা থাকলেও তা একটি 'চূড়ান্ত ব্যবস্থা',

যা নির্দিষ্ট প্রক্রিয়া মেনে নেওয়ার কথা। কিন্তু এই ক্ষেত্রে সেই প্রক্রিয়া মানা হয়নি। নির্বাচনের সময় কেন্দ্রীয় সংস্থার এই ধরনের পদক্ষেপ ভোট প্রক্রিয়ার উপর প্রভাব ফেলতে পারে। ফলে অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন ব্যাহত হতে পারে।

এই ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত শুরু করতে এবং তদন্ত চলাকালীন সংশ্লিষ্ট সংস্থাকে আর কোনও পদক্ষেপ না নেওয়ার নির্দেশ দিতে কমিশনের কাছে আবেদন জানানো হয়েছে। পাশাপাশি কেন্দ্রীয় সরকার ও বিজেপিকে শো-কজ করার দাবিও জানানো হয়েছে।

যাদবপুরের বামপ্রার্থী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্যের সমর্থনে রিকশা র‌্যালি।
ছবি- অদিতি সাহা

জনসংযোগে ব্যস্ত বালিগঞ্জ বিধানসভার তৃণমূল প্রার্থী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়।

ধূপগুড়ির সভা থেকে তৃণমূলকে তোপ যোগী আদিত্যনাথের

নিজস্ব প্রতিবেদন, ধূপগুড়ি: নির্বাচনী প্রচারের অংশ হিসেবে উত্তরবঙ্গ সফরে এসে ধূপগুড়িতে দাঁড়িয়ে উত্তরপ্রদেশের আদলেই পশ্চিমবঙ্গ গড়ার হুঁশিয়ারি দিলেন যোগী আদিত্যনাথ। শনিবার ধূপগুড়ির ফণীর মাঠে বিজেপি প্রার্থী নরেশ চন্দ্র রায়ের সমর্থনে আয়োজিত জনসভায় উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট জানান, বাংলায় বিজেপি ক্ষমতায় এলে রাস্তায় নামাজ পড়া বন্ধ করা হবে এবং মাফিয়া দমনে চালানো হবে 'বুলডোজার'। বক্তব্যের শুরুতেই জল্পেশ মন্দিরের মহাদেব এবং বীর চিলা রায়কে শ্রদ্ধা জানান যোগী। এরপরই আক্রমণাত্মক মেজাজে তিনি বলেন, ২০১৭ সালের আগে উত্তরপ্রদেশেও দাঙ্গা হত, দুর্গা পুজো করা যেত না। আজ সেখানে সব চাঙ্গা। লাভ জিহাদ নেই, রাস্তায় নামাজ নেই, মসজিদের আওয়াজ বাইরে যায় না। বিজেপি ক্ষমতায় এলে বাংলাকেও মৌলানাদের ফতোয়ার ক্ষেত্র হতে দেব না। বুলডোজার শুধু রাস্তা বানায় না, মাফিয়াদের পিষে ফেলতেও জানে। একবার সময় করে উত্তরপ্রদেশে ঘুরে আসুন।

তৃণমূলকে 'লুঠেরা' আখ্যা দিয়ে যোগী বলেন, কংগ্রেস, সিপিএম এবং গত ১৫ বছরে তৃণমূল বাংলাকে শেষ করে দিয়েছে। তাঁর দাবি, মোদীজি মহিলাদের অধিকার দিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু সংসদে তৃণমূল তা হতে দেয়নি। তিনি অভিযোগ করেন, উত্তরপ্রদেশের কৃষকরা ফসলের সঠিক দাম পেলেও বাংলার ৩০ লক্ষ যুবক আজ বেকার এবং প্রধানমন্ত্রী পাঠানো টাকা তৃণমূল 'হজম' করে ফেলছে।

রাজবংশী সমাজ ও ঠাকুর পঞ্চানন বর্মার প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর পাশাপাশি রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, নেতাজি ও রবীন্দ্রনাথের নাম উল্লেখ করে তিনি বলেন, তবাংলার মাটি বন্দে মাতরম্ ও আধ্যাত্মিকতার মাটি। এখানে 'গো-মাতা কাটনে নেহি দেঙ্গে, হিন্দু কো বাটনে নেহি দেঙ্গে'; এই নীতিতেই চলবে সরকার। ভয় না পেয়ে বিজেপিকে ভোট দেওয়ার আহ্বান জানিয়ে নিজের বক্তব্য শেষ করেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী।

একদিন আমার শহর

কলকাতা, ১৯ এপ্রিল ২০২৬, ৫ বৈশাখ ১৪৩৩, রবিবার

ভোটের আগে অভিযান, অস্ত্র-নগদে ভরছে শহর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: নির্বাচনের প্রাক্কালে শহরের নিরাপত্তা ঘিরে বাড়ছে উদ্বেগ। টানা অভিযানে একাধিক আগ্নেয়াস্ত্র ও বিপুল নগদ উদ্ধারের ঘটনায় সতর্কতা জোরদার করেছে কলকাতা পুলিশ। এক আধিকারিকের কথায়, বাইরের রাজ্য থেকে আনা অস্ত্র কার কাছে পৌঁছনোর কথা ছিল, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। গোপন সূত্রের ভিত্তিতে শহরের এক এলাকায় তল্লাশি চালিয়ে ছ'টি দেশি বন্দুক ও কার্তুজ উদ্ধার হয়েছে। ঘটনায় এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে জিজ্ঞাসাবাদ চলছে। তদন্তকারীদের অনুমান, ভোটের আগে অশান্তি তৈরির উদ্দেশ্যেই এই মজুত।

পুলিশ সূত্রে খবর, শুক্রবার রাতে গুরুসদয় দত্ত লেন এবং আশুতোষ চৌধুরী অ্যাভিনিউয়ের ক্রসিংয়ে নাকা চেকিংয়ের সময় সন্দেহজনক একটি গাড়ি দাঁড় করিয়ে তল্লাশির সময় ২৫ লক্ষ টাকা উদ্ধার হয়েছে। শনিবার সকালে তপসিয়া মোড়ে তল্লাশির সময় একটি গাড়ি থেকে দু'লক্ষ টাকা উদ্ধার করেছে পুলিশ। ওই টাকা কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, কোথা থেকে পাঠানো হয়েছিল, সেই সংক্রান্ত কোনও প্রশ্নের সদুত্তর দিতে পারেনি ওই গাড়ির চালক। এছাড়াও, রাজাবাজার সায়েন্স কলেজের বাসস্টপ থেকে অস্ত্রও উদ্ধার করেছে পুলিশ। সূত্রের খবর, শনিবার গোপনে খবর পেয়ে ওই এলাকায় তল্লাশি চালানো হয়। সোহেল আখতার নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। জানা গিয়েছে, ছ'টি দেশি বন্দুক, ১৪টি ৮এমএম কার্তুজ পাওয়া যায় সোহেলের থেকে। গত কয়েক দিনে একাধিক এমন ঘটনার পর প্রশ্ন উঠছে, রাজ্যজুড়ে কি বড় কোনও পাচারচক্র সক্রিয়? প্রশাসনের দাবি, শান্তিপূর্ণ ভোট নিশ্চিত করতে নজরদারি আরও বাড়ানো হয়েছে। শহরের প্রবেশপথ ও সংবেদনশীল এলাকায় কড়া পাহারা চলছে।

গ্রেপ্তার ১

একদিনে সাসপেন্ড পাঁচ বুথ অফিসার

■ ভোটের দায়িত্বে থেকে রাজনীতি করলেই শাস্তি। আদর্শ আচরণবিধি ভাঙার দায়ে একসঙ্গে পাঁচজন বুথ অফিসারকে সাসপেন্ড করল নির্বাচন কমিশন। অশোকনগরে তিনজনের বিরুদ্ধে অভিযোগ, তাঁরা শাসকদলের হয়ে দেওয়াল লিখেছেন, সভায় হাজির থেকেছেন। বিজেপি প্রার্থী ছবি-সহ নালিশ জানান। শোকজের জবাব মনমতো না হওয়ায় ১৭ এপ্রিল তিনজনকেই সরানো হল। থানায় মামলা করার নির্দেশও দেওয়া হয়েছে। দুবরাজপুরে এক বুথ অফিসার দলীয় কার্যালয়ে বসে ভোটার তথ্য স্লিপ বিলি করছিলেন। প্রাথমিক তদন্তে প্রমাণ মেলায় ১৬ এপ্রিল তাঁকে সরানো হয়। ময়ূরেশ্বরে আরেকজনের সাইকেলে ছিল দলীয় পতাকা। স্লিপ বিলি করছিলেন সেই সাইকেল নিয়েই। তাঁকেও সাসপেন্ড করা হয়েছে। এঁদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় তদন্তের পাশাপাশি এফ আইআর দায়েরের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কমিশনের বক্তব্য, ভোটের কাজে নিরপেক্ষতা ভাঙা চলবে না। সরকারি কর্মীর রাজনৈতিক সক্রিয়তা শাস্তিযোগ্য। বার্তা স্পষ্ট, নিয়ম ভাঙলে রেয়াত নেই। উল্লেখ্য, যে ৫ জন বিএলওকে সাসপেন্ড করা হয়েছে তাঁদের বিরুদ্ধে সরাসরি তৃণমূলের হয়ে প্রচারের অভিযোগ ছিল। এরা উত্তর ২৪ পরগনার বারাসাতের তিনজন বিএলও তপন কুমার সাহা, অভিজিৎ দে, কুমারজিৎ দত্ত এবং বীরভূমের দুবরাজপুর, ময়ূরেশ্বরের দু'জন বিএলও।

স্বস্তির মুখে নগর কোষাগার

■ নির্বাচন ঘনিয়ে এলেও আর্থিক খাতে আশার সুর শোনা গেল কলকাতা পুরসভার অন্দরে। সদ্য সমাপ্ত অর্থপর্বে সম্পত্তি কর বাবদ আয় বেড়ে কোষাগারে ঢুকেছে উল্লেখযোগ্য অঙ্ক। এক কর্তা জানান, চলতি সময়ে নানা সীমাবদ্ধতা থাকলেও আদায়ের ধারাবাহিকতা বজায় রয়েছে। পুরসূত্রে জানা গিয়েছে, গতবারের তুলনায় প্রায় বিয়াল্লিশ কোটি টাকা বেশি জমা পড়েছে। শহরের দক্ষিণ প্রান্তের একটি ইউনিট সর্বাধিক অবদান রেখেছে, যেখানে আয় বৃদ্ধির হারও উল্লেখযোগ্য। পাশাপাশি কয়েকটি বরো ও অঞ্চল থেকেও আগের চেয়ে বেশি রাজস্ব এসেছে। তবে সব ছবি সমান উজ্জ্বল নয়। গার্ডেনরিচ অঞ্চলে আয় কমেছে চোখে পড়ার মতো। উত্তর দিকের একাংশেও সামান্য পতন ধরা পড়েছে। এক আধিকারিকের কথায়, নির্বাচনী বিধির কারণে কাজ কিছুটা শ্লথ হয়েছে, ভোট মিটলেই জোরকদমে নামা হবে। আগামী মাসগুলিতে বকেয়া আদায়ে বিশেষ জোর দেওয়ার পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে বলেও ইঙ্গিত মিলেছে।

তৃণমূল-বিজেপিকে কটাক্ষ

■ ভোটের আবহে রাজনৈতিক তির্যক মন্তব্যে উত্তপ্ত শহর। প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার সরাসরি দাবি করলেন, তৃণমূলকে ভোট দেওয়া মানে ঘুরিয়ে আরএসএস মতাদর্শকে সমর্থন করা। তাঁর বক্তব্য, রাজ্যের আসন্ন নির্বাচনে প্রকৃত লড়াই কংগ্রেস ও বিজেপির মধ্যে সীমাবদ্ধ। সাংবাদিক বৈঠকে তিনি বলেন, ভোটের ফল বেরোলেই বোঝা যাবে সমীকরণ কতটা বদলেছে। তাঁর আরও সংযোজন, আমরাই একমাত্র সব আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছি, তাই সরকার গঠনের লড়াইয়ে এগিয়ে। তৃণমূল ও বিজেপিকে এক সূত্রে বেঁধে তিনি কটাক্ষ করেন, একটি সরাসরি, অন্যটি পরোক্ষে; কিন্তু উৎস একই। পাশাপাশি রাজ্যের উন্নয়ন প্রসঙ্গে তাঁর মন্তব্য, আগের সময়ের কাজের সঙ্গে বর্তমানের তুলনা হওয়া দরকার, তাহলেই প্রকৃত চিত্র স্পষ্ট হবে। জোট প্রসঙ্গে তিনি স্পষ্ট করেন, সময়ের প্রয়োজনেই এবার একক পথে হাঁটার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তাঁর দাবি, মানুষের প্রত্যাশা পূরণে নতুন দিশা দিতে প্রস্তুত কংগ্রেস।

চলন্ত ট্যাক্সিতে দুঃস্বপ্ন, তরুণীর সর্বস্ব লুঠের অভিযোগ, গ্রেপ্তার ২

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ভোটের আবহে নিরাপত্তা নিয়ে ফের প্রশ্ন উঠল কলকাতা শহরে। গভীর রাতে চলন্ত ট্যাক্সির ভিতরেই এক তরুণীর সর্বস্ব ছিনতাইয়ের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বাড়ি ফেরার পথে হো-চি-মিন সরণি থেকে ট্যাক্সিতে ওঠেন ওই তরুণী। কিছু দূর যাওয়ার পর চালক আচমকাই গাড়ি থামিয়ে এক ব্যক্তিকে তোলেন। আপত্তি জানিয়েও লাভ হয়নি। এরপরই শুরু হয় আতঙ্ক। তরুণীর কথায়, সবকিছু এত হঠাৎ ঘটল, বুঝে ওঠার আগেই ব্যাগ কেড়ে নিল ওরা। ব্যাগে নগদ টাকা, মোবাইল ও গুরুত্বপূর্ণ নথি ছিল বলে অভিযোগ। কোনওমতে নেমে তিনি শেক্সপিয়র সরণি থানায় অভিযোগ জানান। তদন্তে নেমে কলকাতা পুলিশ দ্রুত অভিযুক্ত পাপ্পু যাদব এবং বিহারী যাদব নামে দু'জনকে গ্রেপ্তার করেছে। পাপ্পু যাদব ও বিহারী যাদব ট্যাংরার বাসিন্দা। বাবুঘাট থেকে গ্রেপ্তার করা হয় দু'জনকে।

জানা গিয়েছে, গত ১৬ এপ্রিল রাতে একটি পানশালায় গিয়েছিলেন ওই তরুণী। কলেজ স্ট্রিটের বাসিন্দা তিনি। বাড়ি ফেরার জন্য অ্যাপের মাধ্যমে ক্যাব বুক করেন। ক্যাব নিয়ে আসেন বিহারী যাদব নামে এক চালক। পরে বেশ কিছুটা রাস্তা যাওয়ার পরই লুঠ শুরু করেন অভিযুক্তরা। সিসিটিভি ফুটেজের সূত্র ধরে শুরু হয় তদন্ত। পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনার সঙ্গে আরও কেউ জড়িত কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ঘটনায় রাতের শহরে মহিলাদের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ আরও ঘনীভূত হয়েছে।

ভিডিও বিতর্কে আদালতের দ্বারস্থ হুমায়ুন, তুঙ্গে রাজনৈতিক তরজা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ভোটের আগে নতুন বিতর্কে উত্তাল পশ্চিমবঙ্গ রাজনীতি। একটি বহুল প্রচারিত ভিডিওকে ঘিরে আদালতের দ্বারস্থ হলেন হুমায়ুন কবীর। তাঁর দাবি, এই ভিডিও কারা তৈরি করে ছড়িয়েছে, তার নিরপেক্ষ অনুসন্ধান হওয়া প্রয়োজন। সূত্রের খবর, কলকাতা হাইকোর্টে মামলার শুনানি হতে পারে বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের এজলাসে। সম্প্রতি শাসকদল ওই ভিডিও প্রকাশ্যে এনে অভিযোগ তোলে, নির্বাচনে সুবিধা পেতে বিরোধী শিবিরের সঙ্গে আর্থিক সমঝোতায় গিয়েছেন হুমায়ুন। যদিও এই অভিযোগ সম্পূর্ণ অস্বীকার করে তাঁর বক্তব্য, কৃত্রিম প্রযুক্তি ব্যবহার করে বিকৃত ছবি তৈরি করা হয়েছে। বিতর্ক আরও ঘনীভূত হয়েছে বিভিন্ন মন্তব্যকে কেন্দ্র করে। ভিডিওর কিছু অংশে তাঁর নামে আপত্তিকর বক্তব্য শোনা গিয়েছে বলে দাবি। তবে এর সত্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেই আদালতের শরণাপন্ন হয়েছেন তিনি।

অন্যদিকে এই ইস্যুতে রাজনৈতিক চাপানউতোর তীব্র। একদিকে শাসকদলের আক্রমণ, অন্যদিকে বিরোধীদের পালটা অভিযোগ; সব মিলিয়ে পরিস্থিতি জটিল। এমনকী জোট রাজনীতিতেও ভাঙনের ইঙ্গিত মিলেছে। এই আবহে নির্বাচনের আগে এই মামলার ফল কোন দিকে মোড় নেয়, সেদিকেই তাকিয়ে রাজনৈতিক মহল।

বিজেপি ক্ষমতায় এলে সাংবাদিকদের ৫ হাজার টাকার ভাতার ঘোষণা শমীকের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ভাতা দিয়ে ভোটার আকর্ষণ, এই নীতিতেই মজেছে প্রত্যেক দল। এবার নির্বাচনের আগে সাংবাদিকদের উদ্দেশ্যে ঘোষণা করলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। তিনি বলেন, বিজেপি ক্ষমতায় এলে যোগ্য সাংবাদিকদের মাসিক ৫ হাজার টাকার ভাতার ব্যবস্থা করা হবে। তৃণমূলের সময় সুযোগ সুবিধা সবাই পেতেন না, বিজেপি ক্ষমতায় এলে সেই বৈষম্য আর থাকবে না। তিনি বলেন, অনেক সাংবাদিক কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে কাজ করছেন। তাঁদের সামাজিক সুরক্ষা দেওয়া আমাদের দায়িত্ব। বিজেপি ক্ষমতায় প্রত্যেক যোগ্য সাংবাদিক এই ভাতা পাবেন।

ভারতের অন্যান্য রাজ্যে সাংবাদিকদের জন্য পেনশন ও ভাতার ব্যবস্থা রয়েছে। কিছু রাজ্যে ভাতা ও কিছু রাজ্যে বেশ কিছু প্রকল্প চালু করা হয়েছে। বিশিষ্টমহলের মতে, 'লদীর ভাণ্ডার'-এর পালটা হিসেবে যেমন বিজেপি 'মাতৃশক্তি ভরসা' কার্ড এনেছে, যুবসাথীর পরিবর্তে যেমন 'যুশক্তি ভরসা কার্ড' তেমনই সাংবাদিকদের জন্য এই ভাতার ঘোষণা করে একটি গুরুত্বপূর্ণ সচেতন ও বুদ্ধিজীবী শ্রেণির সমর্থন পাওয়ার চেষ্টা করছে। শমীক ভট্টাচার্যের বক্তব্য, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তৃণমূলের সরকার চালিয়েছেন, কিন্তু প্রকৃত অর্থে পশ্চিমবঙ্গের সরকার গড়তে পারেননি। সেই পরিস্থিতি বদলানোর প্রতিশ্রুতি দিয়েই এবার সাংবাদিক মহলেও প্রভাব বাড়ানোর চেষ্টা করছে বিজেপি।

রাজনৈতিক ফল প্রকাশের পরই ৮ মে মাধ্যমিকের রেজাল্ট

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ভোটের আবহ কাটতেই বড় ঘোষণা। অবশেষে মাধ্যমিক পরীক্ষার ফল প্রকাশের দিন স্থির করল পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ। জানা গিয়েছে, আট মে পরীক্ষার্থীরা হাতে পাবেন ফলাফল। পর্ষদ সূত্রে ইঙ্গিত, ভোটগণনা শেষ হওয়ার পরই ফলপ্রকাশের প্রস্তুতি চূড়ান্ত করা হয়েছে। এক আধিকারিকের কথায়, সব প্রক্রিয়া শেষ পর্যায়ে, নির্ধারিত সময়েই ফল প্রকাশ করা হবে। উল্লেখযোগ্য, চলতি বছর নির্বাচনকে সামনে রেখে পরীক্ষা এগিয়ে আনা হয়েছিল ফেব্রুয়ারির শুরুতেই। প্রায় সাড়ে ন' লক্ষ পরীক্ষার্থীর খাতা মূল্যায়ন ইতিমধ্যেই সম্পন্ন। বর্তমানে নম্বর যাচাইয়ের সূদ কাজ চলছে। পর্ষদের এক কর্তার ভাষায়, কোনও ভুল যেন না থাকে, তাই প্রতিটি নম্বর বারবার মিলিয়ে দেখা হচ্ছে।

বিধাননগর থেকে মেদিনীপুর, বর্ধমান থেকে শিলিগুড়ি; একাধিক কেন্দ্রে নজরদারিতে চলছে এই প্রক্রিয়া। প্রয়োজনে খাতা পুনর্মূল্যায়নও করা হচ্ছে দ্রুততার সঙ্গে। শিক্ষক মহলের একাংশের মতে, নির্বাচনের চাপের মধ্যেও সময়মতো ফল প্রকাশ করা বড় সাফল্য। এখন মেধাতালিকায় কারা জায়গা করে নেয়, সেই প্রতীক্ষাতেই ছাত্র-অভিভাবকরা।

দক্ষিণে তীব্র দাবদাহ, ভোটের দিনে বৃষ্টির ইঙ্গিত

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ভোটের প্রচারে ঘাম ঝরছে, তারই মধ্যে আবহাওয়া নিয়ে নতুন সমীকরণ সামনে এল পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে। আগামী কয়েক দিনে দক্ষিণের জেলাগুলিতে তাপমাত্রা চল্লিশের দোরগোড়ায় পৌঁছতে পারে বলে জানাচ্ছে আবহাওয়া দপ্তর। কলকাতা-সহ একাধিক জেলায় আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি বাড়বে। দপ্তরের এক আধিকারিকের কথায়, গরম বাড়বে ঠিকই, তবে মাঝেমধ্যে ঝড়-বৃষ্টি হলেও স্বস্তি মিলবে না। পশ্চিমাঞ্চলের জেলাগুলিতে পরিস্থিতি আরও কড়া হতে পারে। কলকাতায় শনিবার সর্বোচ্চ তামপাত্রা ছিল ৩৬ ডিগ্রি, সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৭.৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস, স্বাভাবিকের চেয়ে ১.১ ডিগ্রি বেশি। শুক্রবার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস, স্বাভাবিকের চেয়ে ১.৬ ডিগ্রি কম। আগামী পাঁচ দিনে দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে দিনের তাপমাত্রা তিন থেকে পাঁচ ডিগ্রি পর্যন্ত বাড়তে পারে। অন্যদিকে উত্তরবঙ্গের পাহাড় ও সংলগ্ন জেলাগুলিতে ঝড়-বৃষ্টির প্রকোপ বেশি থাকার সম্ভাবনা। কোথাও কোথাও ভারী বর্ষণও হতে পারে। প্রথম দফার ভোটের দিনেও আকাশের মুখ ভার থাকার ইঙ্গিত মিলেছে। এক কর্তার কথায়, ভোটের দিন কিছু জেলায় বৃষ্টির সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। এই আবহে ভোটের ময়দানে লড়াইয়ের পাশাপাশি প্রকৃতির সঙ্গেও লড়াই করতে হবে রাজ্যবাসীকে।

শেষ লগ্নে ভবানীপুরে নামছেন মমতা, চূড়ান্ত লড়াইয়ের ইঙ্গিত

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ভোটের ময়দান যত গরম হচ্ছে, ততই নজর কাড়ছে ভবানীপুর কেন্দ্র। এতদিন রাজ্যজুড়ে প্রচারে ব্যস্ত থাকার পর অবশেষে নিজের কেন্দ্রে ঝাঁপাতে চলেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, আগামী চব্বিশ থেকে সাতাশ তারিখ পর্যন্ত টানা কর্মসূচিতে অংশ নেবেন তিনি। সভা, পথচলা, জনসংযোগ; সব মিলিয়ে শেষ চার দিনে জমিয়ে প্রচারের রূপরেখা তৈরি। এক নেতার কথায়, শেষ মুহূর্তে দিদি নিজে নামলে কর্মীদের উৎসাহ দ্বিগুণ হয়ে যায়।

এতদিন তাঁর হয়ে এলাকায় প্রচার চালিয়েছেন ফিরহাদ হাকিম, শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় ও জাভেদ খান-এর মতো নেতারা। বাড়ি বাড়ি যোগাযোগ থেকে ছোট সভা; সবই হয়েছে পরিকল্পিতভাবে।

অন্যদিকে, পালটা আক্রমণে পিছিয়ে নেই শুভেন্দু অধিকারী। নিয়মিত কর্মসূচি করে তিনি ভোটারদের মন জয়ের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। তাঁর বক্তব্য, পরিবর্তনের প্রয়োজন আছে, মানুষই তার জবাব দেবে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, বহুমাত্রিক জনসংখ্যার এই কেন্দ্রে শেষ কয়েকদিনের প্রচারই ফল নির্ধারণে বড় ভূমিকা নেবে। তাই শেষ ল্যাপে উভয় পক্ষই সর্বশক্তি দিয়ে লড়াইয়ে নামছে।

দেড় হাজারে মাছে-ভাতে সংসার চলে না, মমতাকে বিঁধলেন তাপস

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: মাছ-মাংসের দামে হাত পুড়ছে, দেড় হাজার টাকায় হাঁড়ি চড়ে না। শুক্রবার মানিকতলা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী তাপস রায় এভাবেই শাসকদলকে নিশানা করলেন। ভোটের লড়াইয়ে নামা এই প্রবীণ রাজনীতিক বললেন, খুব ভালো আছি। তেরোটা ভোট লড়েছি, এবার চোদ্দ নম্বর। তাই ব্যস্ততায় অভ্যস্ত। তবে অভিযোগ, তৃণমূলের গুন্ডামি বাংলায় নতুন উৎপাত। ওরা ভাবে গণতন্ত্রে ওরা একাই থাকবে। তাঁর দাবি, রোজ রাতে পতাকা, ফেস্টুন ছিঁড়ে দেওয়া হচ্ছে। মন্দিরে যেতেও বাধা। প্রতিপক্ষের মাছ নিয়ে প্রচার প্রসঙ্গে তাপসের কটাক্ষ, অভিনয়ে বিশ্বাসী নই। মমতা অভিনয় করলে অস্কার পেতেন। তাই নায়ক-নায়িকা দিয়ে সভা ভরান। তাঁর প্রশ্ন, বিজেপি শাসিত কুড়িটা রাজ্যে লোকে মাছ খায় না? পনেরো বছরে বাংলা ডিমে, মাছে স্বনির্ভর হল না কেন? রোজগার নেই, পকেটে টাকা নেই।

রাজ্যের আট লক্ষ কোটি ঋণ নিয়ে বলেন, সরকার গড়লে বিশেষ প্যাকেজ চাইব। জনমুখী প্রকল্প বন্ধ হয় না। আমরা বেকারদের তিন হাজার দেব, চাকরি না পাওয়া পর্যন্ত। মহিলাদেরও তিন হাজার। বিজেপিকে বহিরাগত বলার জবাবে তাঁর যুক্তি, এই দলই শ্যামাপ্রসাদ, বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথকে বুকে রাখে। সভা শুরু হয় বন্দেমাতরম দিয়ে, শেষ হয় জনগণমন গেয়ে।

চব্বিশের লোকসভা প্রসঙ্গে দাবি, ভুয়ো ভোটার দিয়ে জিতেছে। উত্তর কলকাতায় চার লক্ষ সাতচল্লিশ হাজার নাম বাদ গেছে। মমতা নিজেই মানেন, তিনি না নামলে আসনটা হাতছাড়া হত। পুলিশ আর গুন্ডা মিলে ভোট লুঠেছিল। এবার তা হবে না।

আগ্নেয়াস্ত্র-সহ ধৃত জগদ্দলের ত্রাস কালুয়ার অন্যতম শাগরেদ বিবেক চৌধুরী

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: গত ১২ এপ্রিল ভোরে নারায়ণপুর বাদামতলা থেকে জগদ্দলের ত্রাস সুজিত চৌধুরী ওরফে কালুয়াকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। ধৃতের কাছ থেকে পাঁচটি আগ্নেয়াস্ত্র-সহ পাঁচ রাউন্ড কার্তুজ পুলিশ বাজেয়াপ্ত করেছে। যদিও পুলিশের চোখে ধূলো দিয়ে অন্যত্র গা ঢাকা দিয়েছিল কালুয়ার অন্যতম শাগরেদ বিবেক চৌধুরী। ১৬ এপ্রিল রাতে ভাটপাড়া থানার পুলিশ স্থিরপাড়ার বুড়ি বটতলা থেকে বিবেককে গ্রেপ্তার করেছে। নিজেদের হেফাজতে নিয়ে বিবেককে জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিশ একটি আগ্নেয়াস্ত্র-সহ এক রাউন্ড কার্তুজ উদ্ধার করেছে। প্রসঙ্গত, জগদ্দল বিধানসভার অন্তর্গত ভাটপাড়া পুরসভার ৩৫ নম্বর ওয়ার্ডের বড় শ্রীরামপুরে বিজেপি কর্মী রাজু কুমার সাউ ওরফে মনুর বাড়িতে গত ৯ মার্চ দুপুরে হামলা চালানোর অভিযোগ উঠেছে তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। অভিযোগ, দলের পরিবর্তন যাত্রায় যোগ দিয়েছিল বিজেপি কর্মী রাজু। সেই আক্রোশেই রাজুর বাড়িতে হামলা চালিয়েছিল তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতী সুজিত চৌধুরী ওরফে কালুয়া এবং তাঁর দলবল। পরদিনই রাজুর দাদা অমিত সাউ ভাটপাড়া থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। বিজেপি কর্মীর বাড়িতে হামলার ঘটনায় মূল অভিযুক্ত সুজিত চৌধুরীর অন্যতম শাগরেদ বিবেকও পুলিশের জালে। পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনায় অভিযুক্ত বাকিদের খোঁজ চলছে।

ভাটপাড়ার মশারি কারখানায় অগ্নিসংযোগের ঘটনায় অভিযুক্তকে পিটিয়ে মারার অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: শনিবার ভোর রাতে ভাটপাড়া পুরসভার ৩৫ নম্বর ওয়ার্ডের অবন্তীপুর মণ্ডলপাড়ায় একটি মশারি কারখানায় অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটে। মশারি বোঝাই একটি মিনি ট্রাকেও আগুন লাগে। তাছাড়া দ্বিতল বাড়ির নিচে বন্ধ জানলার পাশে মজুত রাখা মশারিতেও আগুন লাগিয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। ওই কারখানার একজন প্রাক্তন কর্মচারী ২৬ বছরের কার্তিক কুরীকে সিসিটিভি ফুটেজে স্পষ্ট দেখা গেছে আগুন লাগাতে। নেশায় মত্ত থাকা অভিযুক্ত যুবক আগুন লাগিয়ে দৌড়ে পালাতে গেলে এলাকার লোকজন ওকে পাকড়াও করে পোস্টে বেঁধে রাখে বলে অভিযোগ। যদিও সকালের দিকে কার্তিকের বাঁধন খুলে দেওয়া হয়। অটোতে চাপিয়ে ওই যুবককে ভাটপাড়া স্টেট জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করে। জানা গেছে, কার্তিকের বাড়ি হুগলির পাণ্ডুয়াতে। অল্প বয়স থেকেই এই কারখানায় থেকে কাজ করত এই কার্তিক। তবে এই ঘটনায় মশারি কারখানার মালিক দুই ভাই রতন বালি ও কিশোর বালি-সহ তাঁদের স্ত্রী-সহ আরও তিনজনকে আটক করে পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদ করছে। এই ঘটনা নিয়ে ওয়ার্ড কমিটির সম্পাদক রঞ্জন সরকার বলেন, আগুন লাগার খবর পেয়ে এদিন সকালে তিনি ওই কারখানায় আসেন। সিসিটিভি ফুটেজে দেখা গেছে কারখানার প্রাক্তন কর্মচারী কার্তিক কুরী প্রথমে জানলার পাশে মজুত রাখা মশারিতে আগুন লাগায়। তারপর ট্রাকে মজুত থাকা মশারিতে আগুন লাগিয়ে দেয়। তাঁর দাবি, বছর দু'য়েক আগে এই মালিকের আরেকটি মশারি কারখানায় অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটেছিল। আগুন লাগার কারনে কার্তিককে কাজ থেকে বসিয়ে দেওয়া হয়েছিল। স্থানীয়দের দাবি, কারও ইন্ধনে প্রাক্তন কর্মচারী মদ্যপান করে এই কাণ্ড ঘটিয়েছে। ওয়ার্ড কমিটির সম্পাদক আরও জানান, আগুন লাগিয়ে পালানোর সময় এলাকার লোকজন কার্তিককে পাকড়াও করে পোস্টের সঙ্গে বেঁধে রাখে। যদিও সকালের দিকে ওর বাঁধন খুলেও দেওয়া হয়। কারখানা মালিকের বড়দি রিতা ঘোষ জানান, ভাইয়ের মশারি কারখানায় আগুন লাগার খবর পেয়ে তিনি এদিন সকালে এসেছেন। ভাইরা আগুন নেভাতে ব্যস্ত ছিল। কিন্তু যার বিরুদ্ধে আগুন লাগিয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছিল, সেই যুবককে কারা মারধর করল, সেটা তিনি জানেন না। পুলিশ জানিয়েছে, ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এলে ওই যুবকের মৃত্যুর কারণ জানা যাবে।

বিমান বসুর সঙ্গে নির্বাচনী প্রচার করছেন বালিগঞ্জের বাম প্রার্থী আফরিন বেগম। ছবি: অদিতি সাহা

প্রচারাভিযানে বরানগরের তৃণমূল প্রার্থী সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায়।

সম্পাদকীয়

নাসিকের টিসিএস শাখার ঘটনা কাঁপুনি ধরিয়েছে গোটা দেশে, অবিলম্বে চাই কড়া পদক্ষেপ

গুরুতর বললেও কম বলা হয়। টিসিএস বা টাটা কনসালট্যান্সি সার্ভিসে। দেশের একেবারে এলিট সংস্থাগুলির একটি। অথচ এই টেক জায়ান্টের নাসিক শাখার অফিসেই নাকি গোপনে চলছিল মহিলা কর্মীদের যৌন হেনস্থা, প্রতারণা, ভয় দেখানো, এমনকী জোর করে ধর্মান্তরকরণের চাপ দেওয়ার মতো গুরুতর অভিযোগও মিলেছে। দীর্ঘদিন ধরেই নাকি এই কীর্তি চলছিল ওখানে। এখন বেরিয়ে এসেছে একের পর এক ভয়াবহ তথ্য।গোপন সূত্রের খবর পেয়েই শুরু হয়েছে পুলিশি তদন্ত।গোটা ঘটনায় এর মধ্যেই গ্রেফতার হয়েছে মোট সাতজন কর্মী, দায়ের হয়েছে ন'টি এফআইআর। এখনও পর্যন্ত যা জানা গিয়েছে, এক তরুণী কর্মীর শ্লীলতাহানি থেকে শুরু করে, তাঁকে অন্য ধর্মে বিয়ের জন্য চাপ দেওয়া হচ্ছিল। এমনকী তাঁকে ধর্মান্তরিত করার জন্যও চাপ দেওয়া হয়। অভিঢ়োগ আরও গুরুতর, কারণ, গোটা ঘটনা সংস্থার উচ্চপদস্থ এক মহিলা কর্তাকে জানানোর পরও কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি।ঘটনার পর্দাফাঁস হতেই অবশ্য ওই মহিলা কর্মী এখনও নিখোঁজ। ঘটনার পর কর্তৃপক্ষ অবশ্য সাফাই দিয়ে গোটা বিষয়টিকে লঘু করার চেষ্টা করেছেন। তবে এতবড় একটা ঘটনার পর তা ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে। এই সব মিলিয়ে টাটা গোষ্ঠীর মতো প্রতিষ্ঠানের সুনাম এবং কর্পোরেট এথিক্স বা নৈতিকতা এখন প্রশ্নের মুখে পড়েছে। শুধু তাই নয়, এই ঘটনার পরপরই প্রতারণা বা জোর করে ধর্মান্তরকরণ বন্ধে কড়া আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার দাবিতে শীর্ষ আদালতে দায়ের হয়েছে নতুন একটি আবেদন। নাসিকের ওই অভিযোগকারিণীর দাবি শিউরে ওঠার মতো। সোশ্যাল মিডিয়ায় তিনি জানান, দীর্ঘদিন ধরে তাঁকে অশালীন প্রস্তাব দেওয়া হচ্ছিল। এমনকী তাঁকে বলা হয়, সন্তান চাইলে স্বামীর বদলে আমাদের কাউকে বেছে নাও। এখানেই শেষ নয়, সেই সঙ্গে মুখ খুললে কেরিয়ার শেষ করে দেওয়ারও হুমকি দেওয়া হয়। গোটা ঘটনায় এক মহিলা এইচআরের ভূমিকা নিয়েও উঠছে প্রশ্ন। এখন প্রশ্ন, প্রতিষ্ঠানের সুনাম রক্ষা করতে গিয়েই কি অপরাধীকে আড়াল করা হচ্ছিল? তবে অভিযোগ যখন গুরুতর, তখন তদন্ত প্রয়োজন। এই সব 'ভাইরাস' শুরুতেই দমন না করলে মহামারী কিন্তু ঠেকানো মুশকিল।

শব্দছক ১৩৫

রবি দাস

পাশাপাশি: ১. মাহাত্ম্য ৩. হঠাৎ ৫. যা ভেদ করা যায় না ৬. স্তব ৮. মস্করা ১০. প্রত্যেক ১২. মাইকেল মধুসূদন কবিতার যে ছন্দ আধুনিকীকরণ করেন ১৪. অবশ্যই যা ঘটবে ১৬. বাঁশে-বাঁধা উঁচু বেদী ১৭. শান্ত নদীতে যে বান হঠাৎই আসে ১৯. ঝাঁকে ওড়ে সাদা পক্ষী ২১. রামানুজ ২২. সুন্দরী রমনী ২৩. পুত্র

ওপর-নিচ: ১. ধীর গতি ২. বিশেষ গাছের কাঠিতে বোনা এক পাতন ৩. অল্পকিছু আগে মৃত ৪. সজ্জা ৭. মনোমতো ৯. গর্বের কাব্যরূপ ১১. শর ১২. পরিচালকের কাজ ১৩. নড়বড়ে ঘোড়ার গাড়ি ১৪. সমুদ্র ১৫. বেতের বোনা ঝুরি ১৭. বধ ১৮. পশুর ২০ ফাঁদ

সমাধান ১৩৪ — পাশাপাশি: ১. পথ ২. অবেলা ৫. কবিতা ৬. বার ৭. দম ৯. চরমসীমা ১১. শতদল ১৩. শাকাহারি ১৬. অতলজল ১৮. বাপু ১৯. রলা ২০. পালি ২১. সখ্যতা ২২. কর

ওপর-নিচ: ১. পঞ্চদশ ২. অবিচল ৩. বেতার ৪. সুরমা ৬. বাসী ৮. মত ১০. মক্ষিকা ১২. দঙ্গল ১৩. শালপাতা ১৪. হাবা ১৫. রিপুকার ১৬. অরক্ষ্য ১৭. তলা

আজকের দিন

- **১৯৯৩ —** টেক্সাসে ৫১ দিনব্যাপী অবরোধ একটি অগ্নিকাণ্ডের মাধ্যমে শেষ হয়, যার ফলে বহু মানুষের মৃত্যু ঘটে।
- **১৯৯৫ —** আলফ্রেড পি. মুরাহ ফেডারেল ভবনে বিস্ফোরণে ১৬৮ জন নিহত হন।
- **২০০৫ —** পোপ বেনেডিক্ট XVI কার্ডিনাল জোসেফ রেটজিঙ্গার পোপ জন পল II-এর উত্তরসূরি হিসেবে নির্বাচিত হন।

জন্মদিন

মুকেশ আম্বানি

১৯৫৭ *বিশিষ্ট শিল্পপতি মুকেশ আম্বানির জন্মদিন।*

১৯৭৭ *বিশিষ্ট লং জাম্পার অঞ্জু ববি জর্জের জন্মদিন।*

১৯৮৮ *বিশিষ্ট শট পাট খেলোয়াড় ইন্দ্রজিৎ সিংয়ের জন্মদিন।*

বিশ্রী দেখিয়ে অপচয় হচ্ছে পৌষ্টিকমূল্য ও কৃষকদের শ্রম

শুভজিৎ বসাক

শিয়ালদহ সহ দেশের যেকোনো প্রান্তের সংলগ্ন জংশন চত্বরগুলোতে কান পাতলে প্রতিদিন শোনা যায় হকারদের চিরচেনা হাঁকডাক আর ট্রেনের চাকার সেই একঘেয়ে ঘর্ঘর শব্দ, কিন্তু এই চেনা ব্যস্ততার আড়ালে প্রতিদিন নিঃশব্দে ঘটে যায় এক বিশাল ও মর্মান্তিক অপচয় যা খুব সাধারণ ভাবেই ধরা দেয় এবং অব্যক্ত পরিসরে মজুত হয়ে থাকে। ট্রেনের কামরা বা বড় লরি থেকে যখন থরে থরে তরমুজ, পাকা পেঁপে বা অন্যান্য মৌসুমি ফল নামানো হয়, তখন ধস্তাধস্তিতে বা শ্রমিকের অসাবধানতায় কিছু ফল ফেটে যায় বা থেঁতলে যায়। বাজারের চিরাচরিত নিয়ম অনুযায়ী, সামান্য খুঁত থাকা এই ফলগুলো বাণিজ্যিক মূল্যে ব্রাত্য হয়ে পড়ে। অথচ বর্তমান বাজারে যেখানে একটি সাধারণ তরমুজ বা পেঁপের দাম মধ্যবিত্তের নাগালে বাইরে চলে যাচ্ছে, সেখানে এই 'ফেটে যাওয়া' ফলগুলো অনায়াসেই কোনো অনাথ শিশু বা রাস্তার ধারের অভুক্ত মানুষের বেঁচে থাকার রসদ ও প্রয়োজনীয় পুষ্টির জোগান দিতে পারত। ব্যবসায়ীরা একে কেবলই বাণিজ্যিক লোকসান বলে দূরে সরিয়ে রাখেন বা আবর্জনার স্তূপে ফেলে দেন, আর সাধারণ মানুষ শোনেন; ফলন কম বা অসহ্য গরমের কারণে দাম চড়া; অথচ আমার তোলা এই ছবিগুলোর সামনে পড়ে থাকা টন টন ফলের স্তূপ প্রমাণ করে যে, প্রকৃত অভাবের চেয়েও বড় সংকট হলো সঠিক বণ্টন ও মানবিক সদিচ্ছার অভাব।

সম্প্রতি আমার ক্যামেরাবন্দি ছবিগুলোর দিকে তাকালে এক রূঢ় ও বীভৎস বাস্তব ফুটে ওঠে যেখানে রাস্তার ওপরে ও নর্দমার পাশে বা ধুলোবালির ওপর পড়ে থাকা সেই থেঁতলে যাওয়া ফলগুলোর মাঝ থেকেই ক্ষুধার জ্বালায় কেউ কেউ ভালো অংশটুকু খুঁটে বের করার আপ্রাণ চেষ্টা করছেন। এটি কেবল একটি স্থিরচিত্র নয়, বরং ভারতের খাদ্য অপচয়ের এক অন্ধকার ও লজ্জাজনক অধ্যায়

যারা এই নোংরা আবর্জনার স্তূপ থেকে খাবার সংগ্রহ করছেন, তাদের কাছে ওই সামান্য অংশটুকুই হয়তো দিনের একমাত্র পৌষ্টিক আহার, অথচ আমরা একটু সচেতন হলেই এই দৃশ্য অনায়াসেই এড়ানো সম্ভব ছিল। সরকারি উদ্যোগে বা কোনো স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার মাধ্যমে এই সামান্য ক্ষতিগ্রস্ত ফলগুলো সংগ্রহ করে যদি 'পথের ক্যান্টিন' বা অনাথ আশ্রমগুলোতে সময়মতো পৌঁছে দেওয়া যায়, তবে একদিকে যেমন জাতীয় সম্পদের অপচয় রোধ হবে।

অন্যদিকে প্রান্তিক শিশুদের শরীরে পৌঁছাত অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ভিটামিন ও খনিজ। এই ফলগুলো কিন্তু মোটেই বিষাক্ত বা পুরোপুরি নষ্ট নয়, এগুলো কেবল বাহ্যিকভাবে সুশ্রী নয় বলে ফেলে দেওয়া হচ্ছে, যা আধুনিক এই ভোগবাদী সভ্যতার এক চরম নিষ্ঠুরতা ও পক্ষাঘাতগ্রস্ত মানসিকতার পরিচয় দেয়।

জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার (চঞ্জ) সাম্প্রতিক রিপোর্ট অনুযায়ী, ভারতে উৎপাদিত মোট ফসলের প্রায় ৪০ শতাংশ গ্রাহকের হাতে পৌঁছানোর আগেই নষ্ট হয়ে যায়, যার বাৎসরিক বাজারমূল্য প্রায় ৯২,০০০ কোটি টাকারও বেশি!

অন্যদিকে গ্লোবাল হাঙ্গার ইনডেক্সে ভারতের অবস্থান এখনো চরম উদ্বেগজনক। প্রতিদিন যখন এদেশের লক্ষ লক্ষ মানুষ রাতে খালি পেটে ঘুমাতে যান, তখন স্টেশনের ধারে পচে যাওয়া তরমুজ, পেঁপে বা যেকোনও খাদ্যসামগ্রী আমাদের জাতীয় মেরুদণ্ডের ক্ষয়ের প্রতীক হয়ে দাঁড়ায়। এই বিপুল পরিমাণ ফলমূল যা কেবল পরিবহনের সময় সামান্য অসাবধানতায় নষ্ট হচ্ছে, তা যদি একটি সুসংগঠিত চেইন বা বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্রান্তিক মানুষের কাছে সুলভ মূল্যে বা বিনামূল্যে পৌঁছে দেওয়া যেত, তবে ক্ষুধার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ভারত অনেকটা এগিয়ে যেতে পারত। মনে রাখা প্রয়োজন, অপচয় হওয়া প্রতিটি ফল মানে কেবল একটি নির্দিষ্ট খাবারের নষ্ট হওয়া নয়, বরং একটি ক্ষুধার্ত মুখের গ্রাসকে ছিনিয়ে নেওয়া এবং একটি সম্ভাবনাময় জীবনের পুষ্টিকে নর্দমায় নিক্ষেপ করা।

এই অপচয়ের প্রতিটি বিন্দুর পেছনে মিশে আছে ভারতের ভূমিপুত্র কৃষকদের হাড়ভাঙা খাটুনি আর নীরব চোখের জল। একটি তরমুজ বা পেঁপে সফলভাবে ফলাতে একজন কৃষককে মাসের পর মাস প্রখর রোদে পুড়ে এবং অতিবৃষ্টিতে ভিজে পরিচর্যা করতে হয়। গাণিতিক সমীক্ষা বলছে, মাত্র ১ কেজি তরমুজ উৎপাদনে গড়ে প্রায় ২০০ থেকে ৩০০ লিটার পরিশ্রুত জলের প্রয়োজন হয়, যা আমাদের দেশের সীমিত জলসম্পদের ওপর এক বিশাল চাপ। এর সাথে যুক্ত হয় প্রচুর পরিমাণে রাসায়নিক সার, শ্রম এবং জীবাশ্ম জ্বালানির খরচ। যখন সেই ফলটি অবহেলায় স্টেশনের ধুলোয় লুটোপুটি খায়, তখন প্রকারান্তরে কৃষকের সেই ঘাম, মূল্যবান জল এবং সারের অপচয় ঘটে যা দেশের অর্থনীতির জন্য এক অপূরণীয় ক্ষতি। সরকারি স্তরে যদি এই 'সেকেন্ড হ্যান্ড' বা সামান্য ক্ষতিগ্রস্ত ফলের জন্য একটি পৃথক ও দ্রুত বিপণন ব্যবস্থা বা বিশেষ সংগ্রহ কেন্দ্র থাকত, তবেই কৃষকদের এই অমানুষিক পরিশ্রমকে প্রকৃত সম্মান জানানো সম্ভব হতো।

ফেটে যাওয়া ফল মানেই তা আবর্জনা নয়; বরং তার ভেতরে থাকা পৌষ্টিক গুণাগুণ বা সুমিষ্ট স্বাদ একই থাকে। এই সহজ ও মানবিক সত্যটিকে প্রশাসনিক স্তরে কাজে লাগিয়ে যদি ক্ষুধার্তদের মুখে তুলে দেওয়া যায়, তবেই সমাজ হিসেবে আমাদের সার্থকতা ও শ্রেষ্ঠত্ব খুঁজে পাওয়া সম্ভব হবে; অন্যথায়, আমার ক্যামেরায় ধরা পড়া ধুলোয় পড়া এই ফলগুলো আমাদের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার সামগ্রিক ব্যর্থতাকেই বারবার আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেবে এবং আমাদের বিবেককে দংশন করবে।

SBI — স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, সম্বলপুর
মহানদী ভবন, ১ম ফ্লোর, কাছারি রোড, এসবিআই মেইন ব্রাঞ্চের কাছে, জেলা- সম্বলপুর, ওড়িশা-৭৬৮০০১। ইমেল: sbi.18398@sbi.co.in

দখল বিজ্ঞপ্তি পরিশিষ্ট-৪ [রুল৮(১)]

এইচটিএল-১ অ্যাকা. নং-৩৯১৭৬৩৯১৫৭৩, এইচটিএল-২ অ্যাকা. নং-৩৯১৭৯২৫০০৪০, সুরক্ষা অ্যাকা. নং-৩৯১৮৪৮৫০০২৮, সুরক্ষা অ্যাকা. ৩৯১৮৪৯৩৫০৫৯

যেহেতু,

নিম্নস্বাক্ষরকারী স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, সম্বলপুর এর অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৩-এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩(১২) অধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে, **০৬.০১.২০২৬** তারিখে একটি দাবি বিজ্ঞপ্তি জারিপূর্বক ঋণগ্রহীতাগণ- **১. শ্রীমতী স্নিগ্ধা মহান্তি, স্বামী-শ্রী আশিস মহান্তি, এইচআইজি-৩০, গোপবন্ধু নগর, ছেন্দ কলোনি, ফেজ-২, রাউরকেল্লা, জেলা- সুন্দরগড়, ওড়িশা - ৭৬৯০১৫; ২. শ্রীমতী স্নিগ্ধা মহান্তি, ফ্ল্যাট নং- ১/৩জে, ৩য় ফ্লোর, ব্লক-১, কমপ্লেক্স, মাউন্টহিল এসেন্স, কলাবেড়িয়া, তহশিল- রাজারহাট, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০১৩৫; ৩. শ্রীমতী স্নিগ্ধা মহান্তি, ফ্ল্যাট নং- ১/৩জি, ৩য় ফ্লোর, ব্লক-১, কমপ্লেক্স, মাউন্টহিল এসেন্স, কলাবেড়িয়া, তহশিল- রাজারহাট, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০১৩৫** -কে বকেয়া ১,৩৩,৬৬,৯৩২.০০ টাকা (এক কোটি তেত্রিশ লক্ষ ছেষট্টি হাজার নয়শত বত্রিশটাকা মাত্র) ০২.০১.২০২৬ অনুযায়ী এবং তদুপরি সুদ ও ব্যয় সহ উক্ত নোটিশ প্রাপ্তির ৬০ দিনের মধ্যে পরিশোধ করতে বলেন।

ঋণগ্রহীতা(গণ) টাকার অঙ্ক ফেরত দিতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্দ্বারা ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদারগণ এবং সাধারণভাবে জনগণকে বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী এখানে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল উক্ত অ্যাক্ট এর রুল ৮ এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩(৪) অধীনে তাঁর (পুং/স্ত্রী) উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে **১৮ এপ্রিল, ২০২৬** তারিখে।

বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদারগণ এবং সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্দ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন এই সম্পত্তি নিয়ে কোনওরকম লেনদেন না করেন এবং এই সম্পত্তি নিয়ে কোনওপ্রকার লেনদেনে **১,৩৩,৬৬,৯৩২.০০ টাকা (এক কোটি তেত্রিশ লক্ষ ছেষট্টি হাজার নয়শত বত্রিশটাকা মাত্র) অনুযায়ী তদুপরি ০২.০১.২০২৬ থেকে পরবর্তী সুদ,** ব্যয়, ইত্যাদি সহ স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার ধার্য সাপেক্ষ হবে।

ঋণগ্রহীতা(গণ) এর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে অ্যাক্টের সেকশন (১৩)-র সাব-সেকশন (৮) -এর বন্দোবস্তে, সুরক্ষিত পরিসম্পতের দায়মুক্ত হওয়ার প্রাপ্তব্য সময়ের ব্যাপারে।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

১) পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের উত্তর ২৪ পরগনা জেলার রাজারহাট তহশিলের অন্তর্গত কালাবেড়িয়া মৌজায় অবস্থিত ১৫০০ বর্গফুট পরিমাপের কিসাম ঘরবাড়ি) জমি ও ভবনের সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, যা **শ্রীমতী স্নিগ্ধা মহান্তি**, স্বামী- শ্রী আশিস মহান্তির নামে রয়েছে; উক্ত সম্পত্তিটি খাতা নং- ৫৭৭, ৫৭৮ এবং ১০৩৪, প্লট নং- ৩১৭, ৩৮৬, ৩৮৭, ৩৮৮, ৩৮৯, ৩৯০, ৩৯১-এর ওপর নির্মিত, যার কমপ্লেক্সের নাম- মাউন্টহিল এসেন্স, ব্লক-১, ৩য় ফ্লোর, ফ্ল্যাট নং- ১/৩জে।

২) পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের উত্তর ২৪ পরগনা জেলার রাজারহাট তহশিলের অন্তর্গত কলাবেড়িয়া মৌজায় অবস্থিত ১১৯৮ বর্গফুট পরিমাপের কিসাম ঘরবাড়ি জমি ও ভবনের সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, যা **শ্রীমতী স্নিগ্ধা মহান্তি,** স্বামী- শ্রী আশিস মহান্তির নামে রয়েছে; উক্ত সম্পত্তিটি খাতা নং- ৫৭৭, ৫৭৮ এবং ১০৩৪, প্লট নং- ৩১৭, ৩৮৬, ৩৮৭, ৩৮৮, ৩৮৯, ৩৯০, ৩৯১-এর ওপর নির্মিত, যার কমপ্লেক্সের নাম- মাউন্টহিল এসেন্স, ব্লক-১, ৩য় ফ্লোর, ফ্ল্যাট নং- ১/৩জি।

তারিখ: ১৮.০৪.২০২৬
স্থান: রাজারহাট

অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

बैंक ऑफ महाराष्ट्र Bank of Maharashtra भारत सरकार का उद्यम — एक परिवार एक बैंक

ব্যাংক অফ মহারাষ্ট্র
জোনাল অফিস কলকাতা
ম্যাকলিওড হাউস, ৩, এন.এস. রোড, কলকাতা - ৭০০০০১
ইমেল : dzmkolkata@mahabank.co.in
legal_cal@mahabank.co.in, recovery_cal@mahabank.co.in

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর অধীনে স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি, যা সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর বিধি ৮ (৬) এর শর্তাবলী সহ পঠিত।

এতদ্বারা সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদারদের কাছে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, ব্যাংক অফ মহারাষ্ট্রের কাছে বন্ধক/চার্জ করা নীচে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি, যার দখল ব্যাংক অফ মহারাষ্ট্রের অনুমোদিত কর্মকর্তা দ্বারা নেওয়া হয়েছে, পুনরুদ্ধারের জন্য **'যেমন আছে যেখানে আছে', 'যেমন আছে যা আছে' এবং 'যা আছে তাই আছে' ভিত্তিতে ১৪.০৫.২০২৬ তারিখে বিক্রি করা হবে।** সারণীতে উল্লিখিত ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদারদের কাছ থেকে ব্যাঙ্ক অফ মহারাষ্ট্রের কাছে বকেয়া বকেয়া পরিমাণ। ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদারদের বিবরণ, প্রদেয় পরিমাণ, স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ এবং এতে জানা দায়, দখলের ধরণ, সংরক্ষিত মূল্য এবং বায়না জমাও নিম্নরূপ দেওয়া হল :

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদাতার নাম	বকেয়া পরিমাণ	জ্ঞাত দায়বদ্ধতা সহ স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ	ক) দখলের ধরন খ) সংরক্ষিত মূল্য গ) বায়না জমা ঘ) ডাক বৃদ্ধির পরিমাণ
১.	**চিরশ্রী চক্রবর্তী শ্রী প্রশান্ত চক্রবর্তী** (সহ ঋণগ্রহীতা) **শাখা :** বিধান নগর (শাখা ম্যানেজার : অনূপ সিং, মো : ৮৯৬১৬০৮৬৪৫)	**৬,৭৪,৮০৭ টাকা** (ছয় লাখ চুয়াত্তর হাজার আটশ সাত টাকা) ১২.০৭.২০২২ থেকে প্রযোজ্য হারে অধার্য সুদ সহ	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ শ্রীমতি চিরশ্রী চক্রবর্তী এবং শ্রী প্রশান্ত চক্রবর্তী এর নামে ফ্ল্যাট ১০, ব্লক বি, ৫মতল, শিব কমপ্লেক্স, ৬১, এন এস বোস রোড, পো : রাজপুর, থানা : সোনারপুর, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা -৭০০১৪৯।	ক) কার্যকরী খ) **২৮,০০,০০০.০০ টাকা** (আঠাশ লাখ টাকা) গ) **২,৮০,০০০.০০ টাকা** (দুই লাখ আশি হাজার টাকা) ঘ) **ডাক বৃদ্ধি :** ১৫,০০০ টাকা
২.	**দীপঙ্কর গাঁতাইত, শুভঙ্কর গাঁতাইত** (সহ ঋণগ্রহীতা), **শাখা :** তমলুক (শাখা ম্যানেজার : জ্ঞান বর্মা, মো : ৭৯০৫২৭৭৭৪৬)	**১৬,৯৬,২৮৬ টাকা** (ষোলো লাখ ছিয়ানব্বই হাজার দুশো ছিয়াশি টাকা) ২৯.০৯.২০২৩ থেকে প্রযোজ্য হারে অধার্য সুদ সহ	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাপ আনুমানিক ২২৬৮.১৭ বর্গফুট তদস্থিত বসবাসের ভবন নির্মিত একতলা ভবন পরিমাপ আনুমানিক ১২৫০ বর্গফুট অবস্থিত নৈচাঁদপুর, ৯/২ নং জি পি মৌজা -নৈচানপুর, নারকেলদ সমবায় সমিতির নিকট, গ্রাম -পশ্চিম নৈপুর, থানা -ময়না, জেলা- পূর্ব মেদিনীপুর, পিন - ৭২১৬৪২, পশ্চিমবঙ্গ সাব রেজিস্ট্রার এডিএসআর ময়না অধিক্ষেত্রে প্লট নং ১৮০৩, জেএল নং ২৫০, খতিয়ান নং ৩৮৩১, ৩৮২৯ (এলআর)।	ক) কার্যকরী খ) **৩,২৭,৬০০ টাকা** (তিন লাখ সাতাশ হাজার ছশো টাকা) গ) **৩২,৭৬০ টাকা** (বত্রিশ হাজার সাতশ ষাট টাকা) ঘ) **ডাক বৃদ্ধি :** ১০,০০০ টাকা
৩.	**সবিতা মন্ডল, জগন্নাথ মন্ডল** (সহ- ঋণগ্রহীতা) **শাখা :** তমলুক (শাখা ম্যানেজার : জ্ঞান বর্মা, মো : ৭৯০৫২৭৭৭৪৬)	**১২,২০,৯৪৭ টাকা** (বারো লাখ কুড়ি হাজার নশো সাতচল্লিশ টাকা) ২৮.০৯.২০২৩ থেকে প্রযোজ্য হারে অধার্য সুদ সহ	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাপ ৪.৬৫৬ ডেসিমেল তদস্থিত বসবাসের ভবন নির্মিত/নির্মিত হবে অবস্থিত বারগোগোদর, জেলা -পূর্ব মেদিনীপুর, থানা -নাদকুমার সিটিএস/সার্ভে নং জেএল নং ০৭, খতিয়ান নং ৪৪৪ এবং প্লট নং ৩১৭০।	ক) কার্যকরী খ) **১৩,১১,১২০ টাকা** (তেরো লাখ এগার হাজার একশ কুড়ি টাকা) গ) **১,৩১,১০০ টাকা** (এক লাখ একত্রিশ হাজার একশ টাকা) ঘ) **ডাক বৃদ্ধি :** ১০,০০০ টাকা
৪.	**শেখ সৈয়ুব, রুবানা বিবি** (সহ-ঋণগ্রহীতা), **শাখা :** খড়গপুর (শাখা ম্যানেজার : নিশিকান্ত সিং, মো : ৭০১৯৪৬৮৮৭৯)	**১৬,৩৫,৭৬০ টাকা** (ষোলো লাখ পঁয়ত্রিশ হাজার সাতশ ষাট টাকা) ০২.০৩.২০২৪ থেকে প্রযোজ্য হারে অধার্য সুদ সহ	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাপ আনুমানিক ০.০২ একর (৮৭১.২ বর্গফুট) তদস্থিত ভবন নির্মিত, এলআর খতিয়ান নং ৪১০/৫ সংশোধিত এলআর খতিয়ান নং ১০৪০ প্লট নং ৪০১, জেএল নং ৩৫২- গ্রাম -দহরিস্বা, পো : বনপাটনা, থানা : খড়গপুর লোকাল, মেদিনীপুর পশ্চিম , পশ্চিমবঙ্গ - ৭২১৩০১।	ক) কার্যকরী খ) **১৫,৪১,৭০০ টাকা** (পনের লাখ একচল্লিশ হাজার সাতশ টাকা) গ) **১,৫৫,০০০ টাকা** (এক লাখ পঞ্চান্ন হাজার টাকা) ঘ) **ডাক বৃদ্ধি :** ১০,০০০ টাকা
৫.	**শিবশঙ্কর দিন্দা, মাধুরী দিন্দা** (সহ ঋণগ্রহীতা), **শাখা :** তমলুক (শাখা ম্যানেজার : জ্ঞান বর্মা, মো : ৭৯০৫২৭৭৭৪৬)	**১৪,৩২,৭০০ টাকা** (চোদ্দ লাখ বত্রিশ হাজার সাতশ টাকা) ১৫.০৭.২০২৩ থেকে প্রযোজ্য হারে অধার্য সুদ সহ	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাপ আনুমানিক ১৭৪২.৪০ বর্গফুট তদস্থিত বসবাসের ভবন নির্মিত, তিন কক্ষ বিশিষ্ট, পরিমাপ আনুমানিক ১১২০ বর্গফুট অবস্থিত জেলা : পূর্ব মেদিনীপুর, সাব রেজিস্ট্রার, এডিএসআর ময়না অধিক্ষেত্রে, এস নং/গ্যাট নং /সিটিএস নং জেএল নং ২৫০, প্লট নং ১২১১ খতিয়ান নং ৩৩০৯ (এলআর)।	ক) কার্যকরী খ) **৩৩,৪৭,০০০ টাকা** (তেত্রিশ লাখ সাতচল্লিশ হাজার টাকা) গ) **৩,৩৪,৭০০ টাকা** (তিন লাখ চৌত্রিশ হাজার সাতশ টাকা) ঘ) **ডাক বৃদ্ধি :** ২০,০০০ টাকা

বিক্রয়ের বিস্তারিত শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে ব্যাংকের ওয়েবসাইটে এবং পোর্টালে (https://baanknet.com) প্রদত্ত "https://www.bankofmaharashtra.in/AssetsforSale" লিঙ্কটি দেখুন।

তারিখ : ১৭.০৪.২০২৬
স্থান : কলকাতা

স্বা/-
চিফ ম্যানেজার এবং অনুমোদিত অফিসার

SBI — স্ট্রেসড অ্যাসেটস ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ II, কলকাতা
'জীবনদীপ বিল্ডিং' ১১তম তল, ১, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০৭১
ইমেল ঃ sbi.18192@sbi.co.in

ই-নিলাম নোটিশ

অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত ঃ নাম ঃ শম্ভু কুমার সিং, ইমেল আইডি ঃ clo3.samb2kol@sbi.co.in, **মোবাইল নং ঃ ৮১৩০৩৩৩২৪৮**

পরিশিষ্ট ৪এ
[রুল ৮(৬) এবং রুল ৯(১) সংস্থান দ্রষ্টব্য]
স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য পরবর্তী বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি
২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিনকস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) এবং রুল ৯(১) সংস্থান অধীনে স্থাবর সম্পদ পরবর্তী বিক্রয় নোটিশ অনুযায়ী ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ]

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ) কে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট নিম্নোক্ত বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পত্তি যা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক দখলীকৃত ০৭.০৫.২০২৬ তারিখে (সময় সকাল ১১টা থেকে দুপুর ৩টে) 'যেখানে যেমন আছে', যেখানে যা আছে' এবং 'যেখানে যে অবস্থায় আছে' বিক্রি করা হবে ৩৬,৬৫,৭২,০২৮.২৫ টাকা (ছত্রিশ কোটি পঁয়ষট্টি লাখ বাহাত্তর হাজার আঠাশ টাকা এবং পঁচিশ পয়সা) টাকা ০৪.০৩.২০১৪ অনুযায়ী এবং ০৫.০৩.২০১৪ থেকে পরবর্তী সুদ সহ জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া আদায় করা হবে মেসার্স অম্বে কোক ইন্ডাস্ট্রিজ প্রা. লি. রেজিস্টার্ড অফিস ''১৩/২এ প্রিয় নাথ মল্লিক রোড, থানা ভবানীপুর, কলকাতা - ৭০০০২৬'' এবং জামিনদাতাগণ (ক) মেসার্স শ্রী মহালক্ষ্মী কর্পোরেশন প্রা. লি. (দেউলিয়াগ্রস্ত) (কর্পোরেট জামিনদাতা) ''৮এ, ময়রা স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০১৭'' (খ) শ্রী গোপাল কুমার আগরওয়াল, পিতা শ্রী বনওয়ারি লাল আগরওয়াল (জামিনদাতা) ''৮এ, ময়রা স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০১৭''(গ) শ্রী বনওয়ারিলাল আগরওয়াল, পিতা মতিলাল আগরওয়াল (জামিনদাতা) ''৮এ, ময়রা স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০১৭'' কাছ থেকে।
সম্পত্তি পর্যবেক্ষণের তারিখ এবং সময় : তারিখ - ০২.০৫.২০২৬ এবং ০৩.০৫.২০২৬, সময় : দুপুর ১টা থেকে দুপুর ৩টে পর্যন্ত।

জ্ঞাত দায়বদ্ধতা সহ স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ, যদি থাকে	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) বায়না জমা (ইএমডি)
সম্পত্তি ১ : ফ্যাক্টরি জমি এবং ভবন পরিমাপ ৬৬ শতক এবং তদস্থিত ভবন এবং শেড-জালান ইন্ডাস্ট্রিয়াল কমপ্লেক্স, গেট নং ১, লেন নং : ২, মৌজা -বিপ্রন্নপাড়া, জোমজুড়, হাওড়া, জেএল নং ২৭, দলিল নং ৫৪০৪/২০১১ (আরএস দাগ নং ৪৪১১ এবং ৪৪১২, এলএস দাগ নং ৪৪১৬ এবং ৪৪১৭, এরিয়া ১৬ ডেসিমেল), ৫৪০৫/২০১১(আরএস দাগ নং ৪৪০৮ এবং ৪৪০৯, এলএস দাগ নং ৪৪১৩ এবং ৪৪১৪, এরিয়া ২৯ ডেসিমেল) এবং ৫৪০৬/২০১১ (আরএস দাগ নং ৪৩৫২ এবং ৪৩৫৩, এলএস দাগ নং ৪৩৫৭ এবং ৪৩৫৮, এরিয়া ২১ ডেসিমেল) সম্পত্তি গোপাল আগরওয়াল -ব্যক্তিগত জামিনদাতা এর নামে। (কার্যকরী/প্রতীকী দখলীকৃত)	সম্পত্তি ১ ক) ১,৪০,০০,০০০.০০ টাকা (টিডিএস ছাড়া) খ) ১৪,০০,০০০.০০ টাকা
সম্পত্তি ২ : জমির অবস্থান মৌজা দেবীপুর, জেএল নং ১, পরিমাপ এরিয়া ৩.৩১ একর- প্লট নং ৬১, ৬৩, ৬৪, ৬৫, থানা : কুলটি, আরএস খতিয়ান নং ১০০, এলআর খতিয়ান নং ৯২, জেলা : বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ- ৭১৩৩৫৭, সম্পত্তি গোপাল আগরওয়াল ব্যক্তিগত জামিনদাতার নামে (দলিল নং ৩১৫/২০১০)। (স্বত্ব দখলীকৃত)।	সম্পত্তি ২ ক) ৮০,০০,০০০.০০ টাকা (টিডিএস ছাড়া) খ) ৮,০০,০০০.০০ টাকা
সম্পত্তি ৩ : খালি জমি চৌহদ্দি পরিমাপ ৯৯৮ শতক/ডেসিমেল (৬০৪ কাঠা আনুমানিক)-গ্রাম বেলডাঙ্গা, পশ্চিম গঙ্গারামপুর, থানা : কাঁকসা, পানাগড়, দলিল নং ০৫৫৩২/২০০৯, ০৫৫৩৩/২০০৯, ০৫৫৩৭/২০০৯, ০৫৫৩৮/২০০৯, ০৫৫৫০/২০০৯ (সম্পত্তি বনওয়ারিলাল আগরওয়াল-ব্যক্তিগত জমিনদাতার নামে)। (স্বত্ব দখলীকৃত)	সম্পত্তি ৩ ক) ১,৬২,০০,০০০.০০ টাকা (টিডিএস ছাড়া) খ) ১৬,২০,০০০.০০ টাকা
	ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ : ২,০০,০০০.০০ টাকা

ক) বিক্রয়ের দায়বদ্ধতা এবং বিস্তারিত শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া, সিকিউরড ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট **https://bank.sbi/ web/sbi-in-the-news/auction-notices/bank-eauctions, www.sbi.co.in, baanknet.com,** এবং **https://tenders.gov.in**-এ প্রদত্ত লিঙ্কটিদেখুন।
খ) আগ্রহী দরদাতা/দের নিলামের তারিখের অনেক আগে পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাইভেট লিমিটেডের সাথে রক্ষিত দরদাতার অ্যাকাউন্টে তৈরি চালানের মাধ্যমে **NEFT/RTGS** ট্রান্সফারের মাধ্যমে তাদের ইএমডি পরিমাণ স্থানান্তর করতে হবে। যেকোনো প্রশ্নের জন্য অনুগ্রহ করে **support.baanknet@psballiance.com**-এ যোগাযোগ করুন অথবা ৮২৯১২২০২২০ নম্বরে যোগাযোগ করুন।

তারিখ ঃ ১৬.০৪.২০২৬
স্থান ঃ কলকাতা

সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কোনও বিতর্কের সৃষ্টি হলে ইংরাজি মাধ্যমকেই সঠিক গণ্য করতে হবে

অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

এলাকা উন্নয়নে বাঁকুড়ায় বিজেপি বিধায়করা এগিয়ে!

নিজস্ব সংবাদদাতা, বাঁকুড়া: নিজের এলাকা উন্নয়নে ক্ষেত্র বাঁকুড়া জেলায় বিজেপি বিধায়করা এগিয়ে রয়েছেন। গত ২০২১ সালে নির্বাচনে জয়ী হওয়ার পর নিজের বিধানসভা এলাকার উন্নয়নের জন্য টাকা পেয়েছিলেন তা কাজে লাগানোয় বিজেপি বিধায়করা এগিয়ে। জেলার ১২ জন বিধায়কে গত ৫ বছরে ৩ কোটি ৩০ লক্ষ করে মোট ৩৯ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল। এই টাকার মধ্যে ৩৯ কোটি ৫৬ লক্ষ টাকা খরচ হয়েছে।জেলার ৪ বিধায়ক শালতোড়ার চন্দনা বাউরি, সোনামুখীর দিবাকর ঘরামি, ওন্দার অমর নাথ শাখা ও কোতুলপুরের হরকালী প্রতিহার তার বরাদ্দ অর্থের ৯৯.৯৯ শতাংশ উন্নয়নের কাজে লাগিয়েছে। এই ৪ জনই গত নির্বাচনে বিজেপির টিকিটে জয়ী হন।

পরবর্তীতে হরকালীবাবু শাসক দল তৃণমূলে যোগ দেন। জেলার ২ জন বিধায়ক ছাতনার সত্য নারায়ণ মুখার্জি ও বাঁকুড়া কেন্দ্রের নিলাদ্রি শেখর দানা বরাদ্দের ৯৯.৯৮ শতাংশ উন্নয়ণের কাজে লাগিয়েছেন। এই দু'জনই বিজেপির বিধায়ক। ইন্দাসের বিজেপি বিধায়ক নির্মল কুমার ধারা বরাদ্দ টাকার ৯৯.৯৬ শতাংশ উন্নয়নের কাজে লাগিয়েছেন।নিজস্ব এলাকা উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রথম তিনটি স্থান দখল করেছে বিজেপি বিধায়কেরা। প্রশাসন সূত্রে এখবর পাওয়া গিয়েছে।

অন্যদিকে তৃনমূল বিধায়কদের মধ্যে তালডাংরার অরূপ চক্রবর্তী ও ফাল্গুনী সিংহবাবু ৯৯.৯৪ শতাংশ এবং বড়জোড়ার অলোক মুখার্জি ও রাইপুরের মৃত্যুঞ্জয় মুর্মু ৯৯.৯৩ শতাংশ বরাদ্দ টাকা উন্নয়নের কাজে লাগিয়েছেন।বরাদ্দ অর্থ উন্নয়নের কাজে লাগানোর ক্ষেত্রে অনেকটাই পিছিয়ে রয়েছেন বিষ্ণুপুরের তন্ময় ঘোষ (বুম্বা) ৯৯.৭৩ ও রানিবাঁধের জ্যোৎস্না মান্ডি ৯৯.৪৩ শতাংশ। এ প্রেক্ষিতে উল্লেখ্য, তন্ময় ঘোষ গত ২০২১ নির্বাচনে বিজেপির টিকিটে জয়ী হয়ে ছিলেন এবং পরবর্তিতে তৃণমূলে যোগ দান করে।

এবারের নির্বাচনী প্রচারে প্রতিটি রাজনৈতিক দল উন্নয়নের রিপোর্ট কার্ড নিয়ে সরব। সেদিক থেকে বিজেপি বিধায়কেরা অল্প হলেও এগিয়ে রয়েছে। বিজেপি বিধায়কদের অভিযোগ এলাকার চাহিদা অনুসারে উন্নয়নের কাজ করতে দেওয়া হয় না। নীলাদ্রি বাবুর অভিযোগ, তার বিধানসভা এলাকার একটা বড় অংশ বাঁকুড়া পৌর এলাকা। এই এলাকায় তার বরাদ্দ অর্থে থেকে কোন উন্নয়ন মূলক কাজ করার ছাড়পত্র দেওয়া হয় না। তিনি এলাকাবাসীদের অনুরোধে মানকানালি সেতু করার উদ্যোগ নিয়ে ছিলেন ছাড়পত্র পাননি।

অন্যদিকে চন্দনা বাউরির অভিযোগ এলাকাবাসীদের চাহিদার ভিত্তিতে কিছু তৈরি ও মেরামত, পাণীয় জলের ব্যবস্থা করতে চেয়ে ছিলেন কিন্তু ছাড়পত্র পাননি। বিজেপি বিধায়কেরা এলাকার উন্নয়ন নিয়ে সচেতন। শাসকদলের বক্তব্য, অভিযোগ ঠিক নয়।

গঙ্গাজলঘাটিতে পুলিশের রুটমার্চে বাড়ছে আস্থা

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে ঘিরে রাজ্যের রাজনৈতিক আবহ ক্রমেই তীব্র হচ্ছে। তবে সেই উত্তাপের মাঝেও প্রশাসনের মূল লক্ষ্য;অবাধ, সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ ভোটগ্রহণ নিশ্চিত করা। নির্বাচন কমিশনের নির্দেশিকা মেনে আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখতে ইতিমধ্যেই রাজ্যজুড়ে জোরদার করা হয়েছে নিরাপত্তা ব্যবস্থা। মানুষের মধ্যে আস্থা ফেরাতে এবং ভোটারদের নির্ভয়ে বুথমুখী করতে প্রশাসনের এই উদ্যোগ তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছেন পর্যবেক্ষকরা। এই প্রেক্ষাপটে বাঁকুড়া জেলায় নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে আরও শক্তপোক্ত করতে পৌঁছে গিয়েছে কেন্দ্রীয় বাহিনী। গঙ্গাজলঘাটি থানার উদ্যোগে গঙ্গাজলঘাটি ব্লকের গোবিন্দধাম পঞ্চায়েতের বনগ্রাম, বড়জুড়ি ও গোবিন্দধাম-সহ একাধিক এলাকায় কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা রুটমার্চ করেন। তাঁদের সঙ্গে ছিলেন গঙ্গাজলঘাটি থানার আইসি সুদীপ ঘোষাল-সহ রাজ্য পুলিশের আধিকারিকরাও। এলাকাজুড়ে এই রুটমার্চ সাধারণ মানুষের মনে নিরাপত্তার বার্তা পৌঁছে দিয়েছে। গঙ্গাজলঘাটি থানার পুলিশের তৎপরতা ও পেশাদারিত্ব এই মুহূর্তে বিশেষভাবে প্রশংসিত হচ্ছে। ভোটের আগে যেভাবে তাঁরা নিরলসভাবে কাজ করে চলেছেন, নিয়মিত টহলদারি, এলাকায় উপস্থিতি, মানুষের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ, তা নিঃসন্দেহে এক ইতিবাচক দৃষ্টান্ত।

SBI অ্যাগ্রি অ্যান্ড এমএসএমই ক্রেডিট সেন্টার
প্রথম ফ্লোর, মালাতীর্থ ভবন, ক্ষুদিরাম সরণি, কোচবিহার - ৭৩৬১০১
ই-মেল: sbi.63004@sbi.co.in

SBI CAR BAZAR

ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি

সংশোধনী

'**একদিন**' সংবাদপত্রে **১৮.০৪.২০২৬** তারিখে প্রকাশিত ই-অকশন বিজ্ঞপ্তির প্রেক্ষিতে জানানো হচ্ছে। যানবাহন বাজেয়াপ্তকরণ এবং বিক্রয় সংক্রান্ত স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিউর (সংযুক্তি-১) অনুযায়ী যানবাহন বিক্রয়ের নোটিশে **প্রি-বিড ইএমডি জমা দেওয়ার শেষ তারিখে** কিছু মুদ্রণজনিত ত্রুটি ছিল। এটি **০৮.০১.২০২৬** -এর পরিবর্তে **২৭.০৪.২০২৬** হিসেবে পড়তে হবে। অবশিষ্ট বিষয় অপরিবর্তিত থাকবে। অনিচ্ছাকৃত অসুবিধার জন্য আমরা দুঃখিত।

Office of the Returning Officer
79-Palashipara Assembly Constituency
Nadia, West Bengal.

Memo No: 62/RO-79/WBLAE-26. **Date.18.04.2026.**

NOTICE

In connection with the General Election to West Bengal Legislative Assembly 2026, this is being notified to all that the scheduled dates of 2nd Training of PP and Functioning of PB Facilitation Centre at Training Venue/EDC Distribution, AVES PB Postal Voting Centre and Election Duty PB Facilitation Centre (PVCs/FCs) electors under 79-Palashipara Assembly Constituency as follows:-

(PVCs/FCs)	Date & Time for voting at (PVCs/FCs)	Venue of PVCs/FCs
2nd Training of PP and Functioning of PB Facilitation Centre at Training Venue/EDC Distribution	19-04-2026 & 20-04-2026 From 10:00 A.M to 5:00 P.M.	Tehatta High School, Tehatta (Room No. 12 Ground Floor), Nadia
AVES PB Postal Voting Centre	22-04-2026 TO 26-04-2026 From 9:00 A.M to 5:00 P.M.	Office of the Sub-Divisional Officer, 1st Floor, Room No. 4
Election Duty PB Facilitation Centre	26-04-2026 TO 28-04-2026 From 9:00 A.M to 5:00 P.M.	Office of the Sub-Divisional Officer, 1st Floor, Room No. 4

Sd/-
Returning Officer,
79-Palashipara Assembly Constituency,

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোবাইল ৯৩৩১০৫৯০৬০/ ৯০০৭২৯৯৩৫৩/৯৮৭৪০ ৯২২২০

Office of the Returning Officer
78-Tehatta Assembly Constituency
Nadia, West Bengal.

Memo No: 46/RO-78/WBLAE-26. **Date.18.04.2026.**

NOTICE

In connection with the General Election to West Bengal Legislative Assembly 2026, this is being notified to all that the scheduled dates of 2nd Training of PP and Functioning of PB Facilitation Centre at Training Venue/EDC Distribution, AVES PB Postal Voting Centre and Election Duty PB Facilitation Centre (PVCs/FCs) electors under 78-Tehatta Assembly Constituency as follows:-

(PVCs/FCs)	Date & Time for voting at (PVCs/FCs)	Venue of PVCs/FCs
2nd Training of PP and Functioning of PB Facilitation Centre at Training Venue/EDC Distribution	19-04-2026 & 20-04-2026 From 10:00 A.M to 5:00 P.M.	Sridam Chandra Balika Vidyalaya (H.S), Tehatta, Room-2 (Ground Floor)
AVES PB Postal Voting Centre	22-04-2026 TO 26-04-2026 From 9:00 A.M to 5:00 P.M.	Office of the Sub-Divisional Officer, 1st Floor, Meeting Hall
Election Duty PB Facilitation Centre	26-04-2026 TO 28-04-2026 From 9:00 A.M to 5:00 P.M.	Office of the Sub-Divisional Officer, 1st Floor, Meeting Hall

Sd/-
Returning Officer,
78-Tehatta Assembly Constituency

নিক্কো পার্কস অ্যান্ড রিসর্টস লিমিটেড
CIN : L92419WB1989PLC046487
রেজি. অফিস: "ঝিল মিল", সেক্টর ৪, সল্টলেক সিটি, কলকাতা- ৭০০ ১০৬
ফোন: (০৩৩) ৬৫২১ ৫৫১৮/০৪
ই-মেল: niccopark@niccoparks.com ওয়েবসাইট: www.niccoparks.com

ফিজিকাল শেয়ারের স্থানান্তর অনুরোধ পুনরায় তালিকাভুক্ত করার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা

সেবি সার্কুলার নং HO/38/13/11(2) 2026-MIRSD-POD/I/3750/2026 তারিখের ৩০ জানুয়ারী, ২০২৬, **"Ease of Doing Investment - Special Window for Transfer and Dematerialisation of Physical Securities"** শিরোনামে, সকল শেয়ারহোল্ডার, যাদের কাছে ফিজিক্যাল শেয়ার আছে, তাদের অবহিত করা হচ্ছে যে, **সেবি ০৫ ফেব্রুয়ারী, ২০২৬ থেকে ০৪ ফেব্রুয়ারী, ২০২৭ পর্যন্ত ১ (এক) বছরের জন্য একটি বিশেষ উইন্ডো প্রদান করেছে,** যা ১ এপ্রিল, ২০১৯ এর আগে বিক্রি/ক্রয় করা কিন্তু ডকুমেন্টেশন, প্রক্রিয়া বা অন্য কোনও কারণে প্রত্যাখ্যাত বা ফেরত দেওয়া হয়েছে এমন ফিজিক্যাল শেয়ার এর স্থানান্তর এবং ডিম্যাটারিয়ালাইজেশন ("ডিম্যাট") এর জন্য প্রযোজ্য।

এই বিশেষ উইন্ডো অনুসারে স্থানান্তরিত শেয়ারগুলি বাধ্যতামূলকভাবে শুধুমাত্র ডিম্যাটারালাইজড (ডিম্যাট) আকারে জমা করা হবে এবং স্থানান্তর নিবন্ধনের তারিখ থেকে ১ (এক) বছরের জন্য লক-ইন সাপেক্ষে। উক্ত লক-ইন সময়কালে, এই ধরণের সিকিউরিটিজ স্থানান্তর/ লিয়েন-মার্ক/ বন্ধক করা হবে না।

উক্ত সময়কালে, যোগ্য শেয়ারহোল্ডাররা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রয়োজনীয় নথিপত্র সহ তাদের স্থানান্তরের অনুরোধ কোম্পানি বা তার রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (আরটিএ)-এর কাছে জমা দিতে পারবেন।

পুনঃলজমেন্ট প্রক্রিয়া সম্পর্কিত যেকোনো প্রশ্ন বা সহায়তার জন্য, অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন :

শ্রী রাহুল মিত্র ম্যানেজিং ডিরেক্টর এবং সিইও নিক্কো পার্কস অ্যান্ড রিসর্টস লি. 'ঝিল মিল', সেক্টর ৪, সল্টলেক সিটি, কলকাতা - ৭০০১০৬ ফোন : ০৩৩ ৬৫২১ ৫৫১৮/৫৫০৪/৫৫২৮ ইমেল : rahul@niccoparks.com	আর অ্যান্ড ডি ইনফোটেক প্রা. লি. রেজিস্ট্রার অ্যান্ড শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (আরটিএ) ১৫/সি, নরেশ মিত্র সরণি (পূর্বতন বেলতলা রোড) কলকাতা - ৭০০ ০২৬ ফোন : ০৩৩ ২৪১৯ ২৬৪১/২৬৪২ ইমেল : info@rdinfotech.net

নিক্কো পার্কস অ্যান্ড রিসর্টস লিমিটেড -এর পক্ষে
স্বা/-
রাহুল মিত্র
ম্যানেজিং ডিরেক্টর এবং সিইও
(ডিন : ০৭১১৯৮৮১)

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ১৭.০৪.২০২৬

Office of the Returning Officer
77-Karimpur Assembly Constituency
Nadia, West Bengal.

Memo No: 53/RO-77/WBLAE-26. **Date.18.04.2026.**

NOTICE

In connection with the General Election to West Bengal Legislative Assembly 2026, this is being notified to all that the scheduled dates of 2nd Training of PP and Functioning of PB Facilitation Centre at Training Venue/EDC Distribution, AVES PB Postal Voting Centre and Election Duty PB Facilitation Centre (PVCs/FCs) electors under 77-Karimpur Assembly Constituency as follows:-

(PVCs/FCs)	Date & Time for voting at (PVCs/FCs)	Venue of PVCs/FCs
2nd Training of PP and Functioning of PB Facilitation Centre at Training Venue/EDC Distribution	19-04-2026 & 20-04-2026 From 10:00 A.M to 5:00 P.M.	Government General Degree College, Tehatta, Room-A (Ground Floor)
AVES PB Postal Voting Centre	22-04-2026 TO 26-04-2026 From 9:00 A.M to 5:00 P.M.	Office of the Sub-Divisional Officer, Ground Floor, Room No. 3
Election Duty PB Facilitation Centre	26-04-2026 TO 28-04-2026 From 9:00 A.M to 5:00 P.M.	Office of the Sub-Divisional Officer, Ground Floor, Room No. 3

Sd/-
Returning Officer,
77-Karimpur Assembly Constituency,

কলকাতা ডেটস রিকভারি ট্রাইবুনাল-২
জীবন সুধা বিল্ডিং ৮ম তল,
৪২সি, জওহরলাল নেহরু রোড, কলকাতা- ৭০০০৭১

কেস নং টিআরসি/৪/২০২৬
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া বনাম গ্রাফাইট ট্রেডলিঙ্ক প্রা. লি. এবং অন্যান্য

বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

রিকভারি অফিসার, ডিআরটি-২, কলকাতা, নিম্নবর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় করা হবে **১৬.০৪.২০২৬** তারিখের নির্দেশ অনুযায়ী :

"যেহেতু এটি একটি বৃহত্তর প্লটের বিভক্ত ও চিহ্নিত অংশ, যার পরিমাপ কমবেশি ২.৭৬ কাঠা আবাসিক প্লট নং ৭১ এবং এর সাথে তার উপর অবস্থিত ১০০ বর্গফুটের একটি শেড রয়েছে, এবং যা পৌরসভা প্রেমিসেস নং ৪/২কে/৭১, হো চি-মিন সরণি, থানা- বেহালা, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগনা, এবং ২০১২ সালের জন্য নং ০০৯৯৮ হিসেবে নথিভুক্ত বুক নং ১, সিডি ভলিউম নং ২, পৃষ্ঠা নং ১২৯১ থেকে ১৩০৩-এ থাকা হস্তান্তর দলিলের একটি জেরক্স সত্যায়িত অনুলিপি।"

ই-নিলামের মাধ্যমে "**যেখানে যেমন আছে**" ভিত্তিতে প্রকাশ্য নিলামের মাধ্যমে সম্পত্তিটি বিক্রি করা হবে এবং এটি ট্রাইব্যুনালের চূড়ান্ত অনুমোদনের অধীন থাকবে। আগ্রহী ক্রেতাদের সম্পত্তির সংরক্ষিত মূল্যের ১০ শতাংশ হারে বায়না জমা দিতে হবে। এই বায়না শুধুমাত্র রিকভারি অফিসার, ডিআরটি - ২, কলকাতা-এর অনুকূলে ডিমান্ড ড্রাফট/পে অর্ডারের মাধ্যমে অথবা সার্টিফিকেট হোল্ডার ব্যাংকের সাথে পরামর্শ করে নেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে জমা দিতে হবে। সফল দরদাতার ক্ষেত্রে উক্ত জমাকৃত অর্থ সমন্বয় করা হবে এবং ই-নিলাম প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর অন্যান্য দরদাতাদের ফেরত দেওয়া হবে। সফল দরদাতাকে বায়না সমন্বয়ের পর বিক্রয়লব্ধ অর্থের ২৫ শতাংশ বিক্রয়ের পরের দিন বিকাল ৪টার মধ্যে জমা দিতে হবে। যদি পরের দিন ছুটির দিন বা রবিবার হয়, তবে প্রথম কার্যদিবসের মধ্যে জমা দিতে হবে। অন্যথায়, বায়নার অর্থ বাজেয়াপ্ত করা হবে। ক্রেতাকে নিলাম বিক্রয়ের তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে বিক্রয়লব্ধ অর্থের অবশিষ্ট ৭৫ শতাংশ জমা দিতে হবে। সংরক্ষিত মূল্য, যার নিচে সম্পত্তিটি বিক্রি করা হবে না, তা হলো **১,১৯,১২,০০০ টাকা (এক কোটি উনিশ লক্ষ বারো হাজার টাকা)** এবং সংরক্ষিত মূল্যের ১ শতাংশ হবে বর্ধিত দর। অন্যান্য শর্তাবলী, নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক ১৮.০৪.২০২৬ তারিখের টিআরসি/৪/২০২৬-এ উল্লিখিত বিক্রয় ঘোষণার অনুরূপ।

এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, উক্ত সম্পত্তিটি অনলাইন নিলামের (ই-নিলাম) মাধ্যমে বিক্রি করা হবে, যা ২২.০৫.২০২৬ তারিখে বিকাল ৩.০০টা থেকে ৪.০০টা পর্যন্ত ৩ মিনিটের সীমাহীন বর্ধিত সময়সহ ই-নিলাম প্ল্যাটফর্মে **http//drt.auctiontiger.net** ওয়েবসাইটে অনুষ্ঠিত হবে। আগ্রহী দরদাতাকে **http//drt.auctiontiger.net** থেকে বিক্রয় ঘোষণা এবং বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি ডাউনলোড করতে হবে এবং **২০.০৫.২০২৬** তারিখ বা তার পূর্বে নিলামে অংশগ্রহণের জন্য তাদের নাম নিবন্ধন করতে হবে। এর সাথে তাদের প্রস্তাবের সাথে রিকভারি অফিসার, ডিআরটি-২, কলকাতা-এর অনুকূলে কলকাতায় প্রদেয় ডিমান্ড ড্রাফট/পে অর্ডারের মাধ্যমে বায়না জমা দিতে হবে।

তবে, নিলামের সময় নেটওয়ার্কের মাধ্যমে ঘটা কোনো ত্রুটির জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দায়ী থাকবেন না।

অনলাইনে লগইন এবং নিলামে অংশগ্রহণের জন্য, ই-নিলাম প্রদানকারী সংস্থা কর্তৃক নিবন্ধিত অংশগ্রহণকারী এবং আগ্রহী ক্রেতাদের কাছে ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড সরাসরি পাঠানো হবে এবং এর সাথে পরবর্তী নির্দেশাবলী (যদি থাকে) প্রদান করা হবে।

অনুমোদিত নিলাম পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থার বিবরণ ই-প্রকিউরমেন্ট টেকনোলজিস লিমিটেড। মোবাইল নম্বর ৯৯৭৮৫৯১৮৮৮, ই-মেইল **support@auctiontiger.net**।

আগ্রহী দরদাতারা ই-নিলাম সংক্রান্ত বিস্তারিত পদ্ধতি, শর্তাবলী এবং অন্য যেকোনো সহায়তা/সাহায্যের জন্য ওয়েবসাইট **http//drt.auctiontiger.net** দেখতে পারেন। পরিদর্শন এবং অন্যান্য বিবরণের জন্য, অনুগ্রহ করে অনুমোদিত কর্মকর্তা- **শ্রীমতী পারমিতা ব্যানার্জীর সাথে যোগাযোগ করুন, ফোন নম্বর ৯০৫১৯৩৫৭৯৫।**

স্বা/-
রিকভারি অফিসার
ডেটস রিকভারি ট্রাইব্যুনাল ২, কলকাতা

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ১৮.০৪.২০২৬

ইন্ডিয়ান ব্যাংক Indian Bank — ইলাহাবাদ ALLAHABAD

জোনাল অফিস : বহরমপুর
২য় তল, গৌর সুন্দর ভবন, পঞ্চাননতলা
বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ - ৭৪২১০১
ইমেল : zoberhampore@indianbank.bank.in

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় নিমিত্ত বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

পরিশিষ্ট - IV-A [দ্রষ্টব্য সংস্থান রুল ৮(৬) এবং ৯(১)]

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ স্থাবর সম্পদের জন্য ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্টর অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) এবং ৯(১) সংস্থান অধীনে

এতদ্বারা জনসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদারদের কাছে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে বন্ধক দেওয়া/চার্জ করা নিম্নোক্ত স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তি, যার **প্রতীকী দখল ইন্ডিয়ান ব্যাংক (সুরক্ষিত পাওনাদার)** অনুমোদিত কর্মকর্তা কর্তৃক গৃহীত হয়েছে, **"যেখানে যেমন আছে", "যেখানে যা আছে", "যেমন অবস্থায় আছে" ভিত্তিতে ১৫.০৫.২০২৬ তারিখে (ক্রম নং ১ এবং ২) এবং ২৭.০৫.২০২৬ (ক্রম নং ৩)** বিক্রি করা হবে বকেয়া আদায়ের জন্য নিম্নে বর্ণিত সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে ঋণগ্রহীতা(গণ)/জামিনদাতা(গণ) এর কাছ থেকে।

ই-নিলাম মোডের মাধ্যমে বিক্রয়ের জন্য আনার উদ্দেশ্যে সম্পত্তির নির্দিষ্ট বিবরণ নীচে তালিকাভুক্ত করা হল :

ক্রম নং.	ক) অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত	জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া পরিমাণ	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ গ) ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ ঘ) সম্পত্তির আইডি ঙ) সম্পত্তির দায়বদ্ধতা চ) দখলের ধরন
১	**ক) ১. মেসার্স আস্থা হার্ডওয়ার (ঋণগ্রহীতা)** **স্বত্বাধিকারী : রাহুলদেব ভট্ট,** গ্রাম -এনএইচ-৩৪,বিধানপল্লি, টি বি হসপিটাল, পো -গোবরকুলি, থানা -ধুবুলিয়া, জেলা -নদিয়া, পব, পিন - ৭৪১১৪০. **২. শ্রী রাহুল দেব ভট্ট, স্বত্বা : মেসার্স আস্থা হার্ডওয়ার (স্বত্বাধিকারী তথা জামিনদাতা)** গ্রাম -এনএইচ-৩৪,বিধানপল্লি, টি বি হসপিটাল, পো -গোবরকুলি, থানা -ধুবুলিয়া, জেলা -নদিয়া, পব, পিন - ৭৪১১৪০. **৩. প্রয়াত সবিতা ভট্ট এর এস্টেট, স্বামী প্রয়াত মনিলাল ভট্ট (বন্ধকদাতা তথা জামিনদাতা প্রয়াত এবং আইনি উত্তরাধিকারীগণ কর্তৃক প্রতিনিধিত্বকারী)** গ্রাম - নতুন দুর্গাপুর, কালিরহাট, জেলা -নদিয়া, পব, পিন - ৭৪১১০২। **৪. শ্রীমতি সোনালী দত্ত (জামিনদাতা)** স্বামী প্রদীপ কুমার দত্ত, গ্রাম - বেজিকালি, পো -কৃষ্ণনগর, থানা : কোতোয়ালি, জেলা - নদিয়া (পব), পিন ৭৪১১০১। **৫. শ্রীমতি রূপালী দাস (জামিনদাতা),** স্বামী তপন কুমার দাস, গ্রাম-বেজিখালি, ফ্ল্যাট নং ৪, তপোবন অ্যাপার্টমেন্ট, পো -কৃষ্ণনগর, থানা -কোতোয়ালি, জেলা র নদিয়া (পব), পিন - ৭৪১১০১। **খ) কৃষ্ণনগর মেন শাখা।**	এনএইচ-৩৪, বিধানপল্লি, টি বি হসপিটাল, পো : গোবরকুলি, থানা -ধুবুলিয়া, জেলা -নদিয়া, পব, পিন -৭৪১১৪০। সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত পাকা দোকান ঘর এবং গুদাম এবং তৎসহ খালি জমি, **সম্পত্তি প্রয়াত সবিতা ভট্ট এর নামে** মৌজা-গোবরকুলি, সাধনপাড়া গ্রামপঞ্চায়েত -২ অধীন, জেএল নং ১৯, থানা-ধুবুলিয়া, জেলা - নদিয়া (পব), পিন -৭৪১১৫৩। খতিয়ান নং আরএস ২০৩, এলআর ৩০৫/১, প্লট নং আরএস ৭৪৮/৯৬২, এলআর -১০১২/১১৩৭, জমির এরিয়া -৪.৩৫ ডেসিমেল এবং জমির শ্রেণি- বাড়ি, রেজিস্ট্রিকৃত বিক্রয় দলিল নং ১-৭৩৩/২০১৮। **চৌহদ্দি :** উত্তরে : কাপলি ঘোষ/নদিয়া ডায়গনস্টিক সেন্টারের সম্পত্তি। দক্ষিণে : ইলা রানি এর সম্পত্তি। পূর্বে : দাতার সম্পত্তি/প্রয়াত মনিলাল ভট্ট এর সম্পত্তি। পশ্চিমে : এনএইচ-৩৪।	**৫৬,৫০,১০০.০০ টাকা** (ছাপান্ন লাখ পঞ্চাশ হাজার একশ টাকা) (বিবি ৪৮,৫৯, ২৩২.০০ টাকা এবং এমএলই + এমওএক্স + এমওআই ৭,৯০, ৮৬৮.০০ টাকা) **১৮.০৪.২০২৬** অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, ব্যয়, অন্যান্য চার্জ, খরচ সহ	**ক) ৪০,৯২,০০০.০০ টাকা (*)** (চল্লিশ লাখ বিরানব্বই হাজার টাকা) **খ) ৪,০৯,২০০.০০ টাকা** (চার লাখ নয় হাজার দুশো টাকা) **গ) ১০,০০০.০০ টাকা** (দশ হাজার টাকা) **ঘ) IDIB10634633075** **ঙ) ব্যাঙ্কের জ্ঞাত নয়** **চ) কার্যকরি দখলীকৃত**
২	**ক) ১. ঋণগ্রহীতা : মেসার্স বিশ্বাস টেক্সটাইল,** **স্বত্বাধিকারী : শ্রী তাপস কুমার বিশ্বাস,** গ্রাম : নওপাড়া নতুন তারাপুর, বজড়ামারি মাসুন্দা, রানাঘাট, নদিয়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪১২০১। **২. স্বত্বাধিকারী তথা বন্ধকদাতা :** **শ্রী তাপস কুমার বিশ্বাস,** পিতা শ্যাম সুন্দর বিশ্বাস, গ্রাম নতুন তারাপুর, পশ্চিম নোয়াপাড়া, নদিয়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪১২৫৫। **৩. জামিনদাতা : শ্রীমতি চম্পা বিশ্বাস,** স্বামী তাপস কুমার বিশ্বাস, গ্রাম নতুন তারাপুর, পশ্চিম নোয়াপাড়া, নদিয়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪১২৫৫। **৪. জামিনদাতা : শ্রী অভয় মন্ডল,** পিতা দীনবন্ধু মন্ডল, গ্রাম -তারাপুর, রানাঘাট, নদিয়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪১৪০২। **৫. জামিনদাতা : শ্রী সুদীপ বিশ্বাস,** গ্রাম নতুন তারাপুর, নোয়াপাড়া, নদিয়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪১২৫৫। **৬. জামিনদাতা : শ্রী শৈলেন বিশ্বাস,** পিতা নরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, গ্রাম নতুন তারাপুর, নোয়াপাড়া, নদিয়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪১২৫৫। **খ) নদিয়া নোয়াপাড়া শাখা।**	**সম্পত্তি ১ : জমির বিস্তারিত :** মৌজা- পশ্চিম নোয়াপাড়া, জেএল নং ১৩০, প্লট নং এলআর এবং আরএস ৩৩৪, খতিয়ান নং এলআর ১৩৫৭, নোয়াপাড়া মাসুন্দা গ্রাম পঞ্চায়েত, এডিএসআরও -রানাঘাট-১, স্বত্ব/দান দলিল নং ১/৬৩০৫, তারিখ ১৩.০৯.২০১৯ এবং সংশোধিত স্বত্ব/দান দলিল নং ১/৩৫০ তারিখ ০১.১১.২০১৯ জমির এরিয়া ১৩.২০ ডেসিমেল (দলিল অনুযায়ী), জমির শ্রেণি - ভিটা। **উক্ত সম্পত্তির চৌহদ্দি :** উত্তরে : শ্রী আনন্দ ঘোষের সম্পত্তি। দক্ষিণে : ২৫ ফুট চওড়া মেটাল রোড।পূর্বে : মাধবী ঘোষের সম্পত্তি। পশ্চিমে : শ্রী অর্জুন ঘোষের সম্পত্তি। **সম্পত্তি ২ : জমি এবং ভবন :** একতলা আরসিসি কাঠামোর বসবাসের ভবন এরিয়া পুরানো ভবনের জিএফ -৬৬০ এবং নতুন ভবনের ১১৬১.২৩ বর্গফুট। ল্যান্ড মার্ক- নতুন তারাপুর প্রাইমারি স্কুল এর নিকট জমির মৌজা- পশ্চিম নোয়াপাড়া, জেএল নং ১৩০, জমির মোট এরিয়া ১২ ডেসিমেল - **ক)** জমির এরিয়া ৭ ডেসিমেল প্লট নং এলআর এবং আরএস -৬১, খতিয়ান নং এলআর ১৯৮২, নোয়াপাড়া মাসুন্দা গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, এডিএসআরও -রানাঘাট-১, স্বত্ব/দান দলিল নং ১/৩১১৮/-২০২০ সালের জমির শ্রেণি -বাড়ি। **উক্ত সম্পত্তির চৌহদ্দি :** উত্তরে : শ্রী নারায়ণ চন্দ্র বিশ্বাসের সম্পত্তি। দক্ষিণে : গোষ্ঠ বিহারী মন্ডল। পূর্বে : দাশরথী বিশ্বাসের সম্পত্তি। পশ্চিমে : ১০ ফুট চওড়া রোড। **খ)** জমির এরিয়া - ৫ ডেসিমেল, প্লট নং এলআর এবং আরএস ৬২ খতিয়ান নং এলআর ১৯৮২ নোয়াপাড়া মাসুন্দা গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন , এডিএসআরও -রানাঘাট-১, স্বত্ব/দান দলিল নং ১/১৯৬০ -২০০২ সালের তারিখ ২৬.১২.২০০১ জমির শ্রেণি -বাড়ি। **উক্ত সম্পত্তির চৌহদ্দি :** উত্তরে : পঞ্চায়েত রোড। দক্ষিণে: অশোক বিশ্বাসের সম্পত্তি। পূর্বে : হরপ্রসাদ। পশ্চিমে :সুনীল বিশ্বাসের সম্পত্তি।	**১,১১,৩৮,৩২৭.০০ টাকা** (এক কোটি এগার লাখ আটত্রিশ হাজার তিনশ সাতাশ টাকা) **১৭.০৪.২০২৬** অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, ব্যয়, অন্যান্য চার্জ, খরচ সহ	**ক)(১)২২,০০,০০০.০০ টাকা (*)** (বাইশ লাখ টাকা) **(২) ৫৪,৪৬,৮৪০.০০ টাকা** (চুয়ান্ন লাখ ছেচল্লিশ হাজার আটশ চল্লিশ টাকা) **ক)(১) ২,২০,০০০.০০ টাকা** (দুই লাখ কুড়ি হাজার টাকা) **(২) ৫,৪৪,৬৮৪.০০ টাকা** (পাঁচ লাখ চুয়াল্লিশ হাজার ছশো চুরাশি টাকা) **গ) ১০,০০০.০০ টাকা** (দশ হাজার টাকা) **ঘ) সম্পত্তি ১** **IDIB30299859365** **সম্পত্তি ২** **IDIB30299859365A** **ঙ) ব্যাঙ্কের জ্ঞাত নয়** **চ) প্রতীকী দখলীকৃত**
৩	**ক) ১. ঋণগ্রহীতা তথা বন্ধকদাতা :** **কাজি লুৎফুল হক,** পিতা প্রয়াত ফৈজুল হক, গ্রাম -গোকুলতা, পো -খেরুর, থানা - সাগরদিঘি, মুর্শিদাবাদ, পিন - ৭৪২২৩৭। **২. বন্ধকদাতা তথা জামিনদাতা :** **কাজি জহুরুল হক,** পিতা প্রয়াত ফৈজুল হক, গ্রাম -গোকুলতা, পো -খেরুর, থানা - সাগরদিঘি, মুর্শিদাবাদ, পিন - ৭৪২২৩৭। **খ) মোড়গ্রাম শাখা**	জমি এবং ভবন **সম্পত্তি কাজি লুৎফুল হক এবং কাজি জহুরুল হক এর নামে** মৌজা - গোকুলতা, জেএল নং ০৫৫, আরএস এবং এলআর প্লট নং ৮৮৫, খতিয়ান নং ১৩৩৯ এবং ১৩৪১, সাগরদিঘি ব্লক অধীন, এডিএসআরও-সাগরদিঘি,মোট জমির এরিয়া ১২.৪০ ডেসিমেল (দলিল অনুযায়ী) উল্লেখ্য স্বত্ব বিক্রয় দলিল নং ১-১২৬২-২০১৮ সালের তারিখ ১২.০৩.২০১৮, **সম্পত্তি শ্রী কাজি লুৎফুল হক এর নামে** জমির এরিয়া -৬.২০ ডেসিমেল (দলিল অনুযায়ী), জমির শ্রেণি - ভিটা এবং স্বত্ব বিক্রয় দলিল নং ১-১২৬৩চাকিথ১২.০৩.২০১৮, **সম্পত্তি শ্রী জহুরুল হক এর নামে,** জমির এরিয়া -৬.২০ ডেসিমেল (দলিল অনুযায়ী), জমির শ্রেণি -ভিটা, । উক্ত সম্পত্তি ১২.৪০ ডেসিমেল দুই দলিল অধীনে **চৌহদ্দি :** উত্তরে : ফৈজলুল হক এর ভবন। পূর্বে : ৮ ফুট চওড়া মাটির রাস্তা। দক্ষিণে : ৮ ফুট চওড়া মাটির রাস্তা। পশ্চিমে : মধু শেখ এর ভবন এবং কাজি আবদুল হক এর খালি জমি।	**১৭,৮২,৩৮৫.০০ টাকা** (সতের লাখ বিরাশি হাজার তিনশ পঁচাশি টাকা) (বিবি ১৬,৩৩, ৪৫৫.০০ টাকা এবং এমএলই + এমওএক্স + এমওআই ১,৪৮, ৯৩০.০০ টাকা) **১৬.০৪.২০২৬** অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, ব্যয়, অন্যান্য চার্জ, খরচ সহ	**ক) ১১,১৬,০০০.০০ টাকা (*)** (এগার লাখ ষোলো হাজার টাকা) **খ) ১,১১,৬০০.০০ টাকা** (এক লাখ এগার হাজার ছশো টাকা) **গ) ১০,০০০.০০ টাকা** (দশ হাজার টাকা) **ঘ) IDIB12275911160** **ঙ) ব্যাঙ্কের জ্ঞাত নয়** **চ) প্রতীকী দখলীকৃত**

(*) সংরক্ষিত মূল্যের উপরে বিক্রয় মূল্য হতে হবে।

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : তারিখ : ১৫.০৫.২০২৬ (ক্রম নং ১ এবং ২) এবং ২৭.০৫.২০২৬ (ক্রম নং ৩)
সময় - সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত
ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারীর প্ল্যাটফর্ম https://baanknet.com

দরদাতাদের অনলাইন বিডে অংশ নিতে আমাদের ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারী **পিএসবি অ্যালায়ান্স প্রা. লি.**-এর ওয়েবসাইট **https://baanknet.com** দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে ফোন করুন **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি. হেল্পডেস্ক নং ৮২৯১২ ২০২২০ ইমেল আইডি : support.BAANKNET@psballiance.com** এবং পরিষেবা প্রদানকারীর হেল্পলাইন নম্বরে। রেজিস্ট্রেশন স্ট্যাটাস এবং ইএমডি স্ট্যাটাসের জন্য মেল করুন **support.BAANKNET@psballiance.com**

সম্পত্তির বিশদ বিবরণ এবং সম্পত্তির ফটোগ্রাফ এবং নিলামের নিয়ম ও শর্ত্থাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন **https://baanknet.com** এই পোর্টাল সম্পর্কিত ব্যাখ্যার জন্য, অনুগ্রহ করে **যোগাযোগ নং ৮২৯১২২০২২০**-এ যোগাযোগ করুন।

দরদাতাদের https://baanknet.com-এর সাথে ওয়েবসাইটে সম্পত্তি অনুসন্ধান করার সময় উপরে উল্লিখিত সম্পত্তি আইডি নম্বর ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

দ্রষ্টব্য : সংশ্লিষ্ট এই নোটিশ ঋণগ্রহীতা(গণ)/বন্ধকদাতা(গণ)/জামিনদাতা(গণ)/আইনি উত্তরাধিকারী(গণ)-এর উদ্দেশ্যেও

তারিখ - ১৯.০৪.২০২৬
স্থান- বহরমপুর

অনুমোদিত অফিসার
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

SBI এসবিআই হোম লোন সেন্টার বিধাননগর (১৫৩৪২)
জোনাল অফিস বিল্ডিং (৫ম তল) ১/১৬ ভি আই পি রোড
কলকাতা - ৭০০০৫৪ ই-মেল - sbi.15342@sbi.co.in

২০০২ সালের সারফেসি আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে নোটিশ

এতদ্বারা নিম্নোক্ত ঋণগ্রহীতা(গণ)/জামিনদাতা(গণ) এর অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে ব্যাঙ্ক থেকে গৃহীত ঋণ সুবিধার মূল এবং সুদ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় তাঁর ঋণ অ্যাকাউন্ট নন পারফর্মিং অ্যাসেটস (এনপিএ) শ্রেণিভুক্ত হয়েছে। উক্ত নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে ইস্যু করা হয়েছে এবং সর্বশেষ জ্ঞাত ঠিকানায় প্রেরণ করা হয়েছিল, কিন্তু তা অবণ্টিত অবস্থায় ফিরে এসেছে ফলে এই নোটিশ মারফত অবগত করা হচ্ছে।

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদাতার নাম এবং ঠিকানা/শাখার নাম	স্বত্ব দলিল দ্বারা বন্ধকদত্ত সম্পত্তির বিস্তারিত	নোটিশের তারিখ	এনপিএ তারিখ	বকেয়া পরিমাণ (নোটিশের তারিখ অনুযায়ী)
১.	**ঋণগ্রহীতা :** **শ্রীমতি সঙ্গীতা রায়,** স্বামী শ্রী সঞ্জীব রায় **ঠিকানা :** ইটারনিয়া- মাঝেরগাঁও, ব্লক/ টাওয়ার ৭, ৪র্থতল, ফ্ল্যাট ৩ই, ২৩৩, বাদু রোড, উত্তর ২৪ পরগনা, মধ্যমগ্রাম পুরশবা অধীন, কলকাতা -৭০০০৭৩। **আরও ঠিকানা :** গণপতি পুর বসিরহাট, বসিরহাট-১, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ- ৭৪৩৪১১ **হোম লোন** **এ/সি নং ৪০৭৪৫৮৬৮৯১৫** **সুরক্ষা লোন** **এ/সি নং ৪০৭৬১১৭৬২২১** **শাখার নাম :** **এইচএলসি বিধাননগর**	**অংশ -১** (অনুগ্রহ করে উল্লেখ করুন দায়বদ্ধ সম্পত্তি, যেমন চালু সম্পদ, মজুত, বুক ডেটস, আদায়যোগ্য, ব্যবহারযোগ্য দ্র ব্যাদি এবং স্পেয়ার এবং দায়বদ্ধ অস্থাবর প্ল্যান্ট এবং মেশিনারি, ইত্যাদি নথিতে উল্লিখিত মতে (তপশিল বি) : প্রযোজ্য নয়। **অংশ -২** **(সম্পত্তির বিবরণ)** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি যৌথভাবে পরিমাপ ৯.৭৭১৯ একর কমবেশি বিভিন্ন এলআর দাগ নং , বিভিন্ন এলআর খতিয়ান নং মৌজা- কুতুলশাহী এবং দিগবেড়িয়া, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা, বিস্তারিত নিম্নোক্ত মতে অংশত অবস্থিত থানা বারাসত, এবং অংশত পো মধ্যমগ্রাম, অধিক্ষেত্রে হোল্ডিং নং ১০৪৮, কুতুলশাহী রোড, বারাসত পুরসভার ওয়ার্ড নং ২৯ অধীন, কলকাতা -৭০০১৫৫ এবং হোল্ডিং নং ২৩৩, বাদু রোড, মধ্যমগ্রাম পুরসভার ওয়ার্ড নং ৪(পূর্বতন পরিচিত ওয়ার্ড নং ১২ হিসেবে) , কলকাতা -৭০০১৫৫, সংশ্লিষ্ট সকল সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সহ যা পরিশিষ্ট -১ উল্লিখিত মতে সংযুক্ত এবং লাল কালিতে চিহ্নিত। **মৌজা -দিগবেড়িয়া :** দাগ নং ৮, ১৪, ১৫, ২১/৫৬০। **মৌজা কুতুলশাহী :** ৫৩৯, ৫৪০, ৫৪১, ৫৪২, ৫৪৩, ৫৪৪, ৫৪৪/৫৯৬, ৫৪৬, ৫৪৭, ৫৫১, ৫৫২, ৫৬৫, ৫৭০, ৫৭০/৫৯৫, ৫৭১, ৫৭২, ৫৭৩, ৫৭৪, ৫৭৫, ৫৪৫, ৫৪৮। **সম্পত্তির চৌহদ্দি :** উত্তরে : আরএস দাগ নং ৭, ৫৩৮ এবং ক্যানাল। দক্ষিণে : পুরসভা সড়ক (বাদু রোড)। পূর্বে : ক্যানাল আরএস দাগ নং ৩, ৩৬৪, ২১, ৫৭৬, এবং ৬। পশ্চিমে : আরএস দাগ নং ৫৪২ অংশত ৫৪৬, ৫৪৯, ৫৬৫, ৫৪৯, ৫৬৬। **(অ্যাপার্টমেন্টের বিবরণ)** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ অ্যাপার্টমেন্ট/ইউনিট নং ৩ই, পরিমাপ কার্পেট এরিয়া ৮৮৭ বর্গফুট কমবেশি বিল্ট আপ এরিয়া ১০২৩ বর্গফুট কমবেশি এবং সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ১২৬৮ বর্গফুটক কমবেশি, ৪র্থতলে, ব্লক -২৪ -ফেজ-৩, পার্কের অধিকার ১ খোলা স্বাধীন কার পার্কিং নং -০-১০৬ লার্জার জমির কার পার্কিং পরিচিত ইটারনিয়া হিসেবে (মাঝেরগাঁও রোড), উল্লিখিত তলের প্ল্যান লাল কালিতে চিহ্নিত পরিশিষ্ট -২। **সম্পত্তির চৌহদ্দি :** উত্তরে : আরএস দাগ নং ৭, ৫৩৮ এবং ক্যানাল। দক্ষিণে : পুরসভা সড়ক (বাদু রোড)। পূর্বে : ক্যানাল আরএস দাগ নং ৩, ৩৬৪, ২১, ৫৭৬, এবং ৬। পশ্চিমে : আরএস দাগ নং ৫৪২ অংশত ৫৪৬, ৫৪৯, ৫৬৫, ৫৪৯, ৫৬৬। সম্পত্তি **সঙ্গীতা রায় এর নামে। দলিল নং ১-০৬১২৩/২০২৩।**	০৭.০৪.২০২৬	২৯.০৩.২০২৬	**১৮,৮৪,৫৫৩ টাকা** **(আঠার লাখ চুরাশি হাজার পাঁচশ তিপান্ন টাকা)** **০৭.০৪.২০২৬** অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট তারিখ পর্যন্ত পুঞ্জীভূত সুদ সহ। আপনারা চুক্তি মোতাবেক হারে উক্ত পরিমাণের জন্য পরবর্তী সুদ, তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য, চার্জ ইত্যাদি দিতে দায়বদ্ধ।
২.	**ঋণগ্রহীতা : শ্রীমতি সঙ্গীতা রায়** স্বামী শ্রী সঞ্জীব রায় **ঠিকানা :** অশোকালয় অ্যাপার্টমেন্ট, ফ্ল্যাট এ৩, ৪র্থতলে, দীনেশ মজুমদার রোড, বিবেকানন্দ ক্লাবের নিকট, মৌজা - গণপতিপুর, জেএল নং ১০৩, এলআর দাগ নং ১১৫, এলআর খতিয়ান নং ১৫১৮, ২০০৫, ২০০৪, ১৫১৭, বসিরহাট পুরসভার ওয়ার্ড নং ৬, পিন - ৭৪৩৪১১, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা, পো এবং থানা : বসিরহাট। আরও ঠিকানা : গণপতিপুর, বসিরহাট, বসিরহাট-১, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ-৭৪৩৪১১। **হোম লোন এ/সি নং -৪১০৫০৮১৭৫০৭।** **সুরক্ষা লোন এ/সি নং ৪১০৫১৭৭৭২০৯।** **টপ আপ লোন এ/সি নং ৪১০৬৩৮৩৫০৩৪।** **টপ আপ লোন এ/সি নং ৪২২২০০১৫১৬৩।** **শাখার নাম : এইচএলসি বিধাননগর।**	**অংশ -১** (অনুগ্রহ করে উল্লেখ করুন সমুদয় দায়বদ্ধ সম্পত্তি যেমন চালু সম্পদ, মজুত , বুক ডেটস, আদায়যোগ্য, ব্যবহারযোগ্য দ্রব্যাদি এবং স্পেয়ারস এবং দায়বদ্ধ অস্থাবর প্ল্যান্ট এবং মেশিনারি ইত্যাদি নথিতে উল্লিখিত (তপশিল বি) : প্রযোজ্য নয়। সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্বয়ংসম্পূর্ণ বসবাসের অ্যাপার্টমেন্ট নং এ৩, ৪র্থতলে, পরিমাপ আনুমানিক ১১৫৮ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ এরিয়া বহুতল ভবন পরিচিত অশোকালয় অ্যাপার্টমেন্ট, নির্মিত জমির পরিমাপ ০৯.১০৫ ডেসিমেল কমবেশি অবস্থিত মৌজা- গণপতিপুর, জেএল নং ১০৩, আরএস নং ২৮৬, ৩১, সিএস/এলআর দাগ নং ১১৫, আরএস খতিয়ান নং ১৫১৭, ১৫১৮, ২০০৫, ২০০৪, ১৯৮০, ১৭০৪, ১৯৯২, হোল্ডিং নং ১১০২,দীনেশ মজুমদাক রোড, ওয়ার্ড নং ০৬, স্থানীয় বসিরহাট পুরসভা অধীন, থানা : বসিরহাট, এডিএসআরও বসিরহাট, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, চৌহদ্দি : উত্তরে : জয়হরি বিশ্বাস। দক্ষিণে : ১২ ফুট চওড়া দীনেশ মজুমদার রোড। পূর্বে : ৮ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ। পশ্চিমে : অশোক সেনগুপ্ত।	০৯.০৪.২০২৬	২৯.০৩.২০২৬	**৪২,০৫,৩৬৬ টাকা** **(বিয়াল্লিশ লাখ পাঁচ হাজার তিনশ ছেষট্টি টাকা)** **০৮.০৪.২০২৬** অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট তারিখ পর্যন্ত পুঞ্জীভূত সুদ সহ। আপনারা চুক্তি মোতাবেক হারে উক্ত পরিমাণের জন্য পরবর্তী সুদ, তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য, চার্জ ইত্যাদি দিতে দায়বদ্ধ।
৩.	**ঋণগ্রহীতা :** **ক) অলোক পর্ণ ব্যানার্জি বিশ্বাস,** স্বামী রাজীব বিশ্বাস। **খ) রাজীব বিশ্বাস** **উভয়ের ঠিকানা :** ৮৫,জেমস লং সরণি, পো - জোকা, থানা : ঠাকুরপুকুর, কলকাতা- ৭০০১০৪, পশ্চিমবঙ্গ। **আরও ঠিকানা :** পি-৬ ঠাকুরপুকুর রোড, রঘুনাথপুর, ১২৫, ঠাকুরপুকুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা- ৭০০০৬৩, পশ্চিমবঙ্গ। **হোম লোন এ/সি নং ৩০৯৫২৩৯৬৮৩৫।** **টপ আপ লোন এ/সি নং ৩৫১১৬৫২৩৩৮৫।** **শাখার নাম : এইচএলসি বিধাননগর।**	**অংশ -১** (অনুগ্রহ করে উল্লেখ করুন সমুদয় দায়বদ্ধ সম্পত্তি, যেমন চালু সম্পদ, মজুত, বুক ডেটস, আদায়যোগ্য, ব্যবহারযোগ্য দ্রব্যাদি এবং স্পেয়ার এবং দায়বদ্ধ অস্থাবর প্ল্যান্ট এবং মেশিনারি ইত্যাদি উল্লিখিত নথিতে (তপশিল বি) : অনুযায়ী দায়বদ্ধ মজুত এবং বুক ডেটস। **অংশ -২** (অনুগ্রহ করে উল্লেখ কুরু বিবরণ অস্থাবর সম্পত্তির বন্ধকদত্ত ব্যাঙ্কের নিকট নথিতে উল্লিখিত মতে উল্লেখ্য বন্ধকি নথি/দলিল) (তপশিল বি)। **সম্পত্তির বিস্তারিত :** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ পরিমাপ ০৫ কাঠা ০১ ছটাক ৩৯ বর্গফুট কমবেশি অবস্থিত মৌজা - পূর্ব বড়িশা, জেএল নং ২৩, তৌজি নং ১-৬, ৮-১০, ১২-১৬, আরএস নং ৪৩, খতিয়ান নং ৪৯০, অংশ দাগ নং ২৫১৮, জোকা-২ গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, থানা : ঠাকুরপুকুর, এডিএসআর অফিস -বেহালা, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, এবং সকল সুবিধা পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সহ। **চৌহদ্দি :** উত্তরে : ১৬ ফুট চওড়া রোড। দক্ষিণে : শ্রী নকুল দাস এর ভবন। পূর্বে : ১২ ফুট চওড়া রোড। পশ্চিমে : তপতী রোজি এবং অন্যান্য এবং বিশ্বানথ লাহিড়ীর জমি। **(ফ্ল্যাটের বিবরণ)** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ফ্ল্যাট নং সি-৩, সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৮৬০ বর্গফুট কমবেশি , দুই বেড রুম, এক ড্রইং তথা ডাইনিং রুম, এক কিচেন,এক টয়লেট, এক ডব্লুসি , এক ব্যালকনি তিনতলায়, উত্তর -পূর্ব দিকে, ফিটিংস, ফিক্সচার, নিকাশি, জল, বিদ্যুৎ বিদ্যুৎ লাইন সহ এবং উক্ত ফ্ল্যাট চিহ্নিত লাল কালিতে পরিশিষ্ট প্ল্যানে বা মানচিত্রে অংশ নথির, এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সহ প্রেমিসেস নং ৩৩, সত্যেন পার্ক, কলকাতা- ৭০০১০৪। **দলিল নং ১-৫০৬৪/০৯। সম্পত্তি শ্রী রাজীব বিশ্বাস এবং শ্রীমতি অলোকপর্না ব্যানার্জি বিশ্বাসের নামে।**	০৪.০৪.২০২৬	২৮.০৩.২০২৬	**৪,৮৪,২৩৫.১০ টাকা** অ্যাকাউন্ট ৩০৯৫২৩৯৬৮৩৫ (এইচবিএল) + **২,০৯,৩৪০.৩৪ টাকা** অ্যাকাউন্ট ৩৫১১৬৫২৩৩৮৫ (এইচবিএল টপ আপ) = মোট **৬,৯৩,৫৭৫.৪৪ টাকা (ছয় লাখ তিরানব্বই হাজার পাঁচশ পঁচাত্তর টাকা এবং চুয়াল্লিশ পয়সা)** **০৪.০৪.২০২৬** অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট তারিখ পর্যন্ত পুঞ্জীভূত সুদ সহ। আপনারা চুক্তি মোতাবেক হারে উক্ত পরিমাণের জন্য পরবর্তী সুদ, তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য, চার্জ ইত্যাদি দিতে দায়বদ্ধ।

নোটিশের বিকল্প পদ্ধতিতে জারির জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে। উপরোক্ত ঋণগ্রহীতা(গণ)কে এতদ্বারা এই নোটিশ প্রকাশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে বকেয়া অর্থ পরিশোধ করার জন্য আহ্বান জানানো হচ্ছে, অন্যথায় এই নোটিশের তারিখ থেকে ৬০ দিন অতিবাহিত হওয়ার পর 'সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২'-এর ১৩ ধারার উপধারা (৪)-এর অধীনে পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

তারিখ : ১৯.০৪.২০২৬
স্থান - কলকাতা

অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া

বিজেপিতে বিশ্বনাথ পাড়িয়াল

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: কখনও এক দল, কখনও অন্য দলে যোগ এই ঘনঘন অবস্থান বদল তাঁর রাজনৈতিক আদর্শ নিয়েই তুলছে বড়সড় প্রশ্ন। ভোটের মুখে আবার তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগদান এ কি আদর্শগত পরিবর্তন, নাকি ক্ষমতার সমীকরণে নতুন হিসাব? সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়, ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে যাঁর কাছে পরাজিত হয়েছিলেন, সেই বিজেপি প্রার্থী লক্ষণ ঘড়ুইয়ের হাত ধরেই শনিবার সন্ধ্যা ৬ টায় প্রাক্তন সাংসদ সুরন্দর সিং আলুওয়ালিয়ার বাসভবনে তাঁর গেরুয়া শিবিরে প্রবেশ। একসময়ের প্রতিদ্বন্দ্বীর সঙ্গে এই আকস্মিক সখ্যতা রাজনৈতিক মহলে বাড়িয়েছে জল্পনা।

এখন সাধারণ মানুষের মনে বড় প্রশ্ন এ কী আদর্শের রাজনীতি, নাকি সুযোগ বুঝে অবস্থান বদলের কৌশল? রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, এই ধরনের ঘনঘন দলবদল শুধু একজন নেতার ব্যক্তিগত বিশ্বাসযোগ্যতাকেই প্রশ্নের মুখে ফেলে না, গণতান্ত্রিক রাজনীতির ওপর মানুষের আস্থাকেও নাড়া দেয়।

দুলাল মুর্মুর সমর্থনে সভা, প্রচারে দেব

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: তীব্র গরম উপেক্ষা করেই নয়াগ্রামের বালিগেড়িয়া পীরবাবা মাঠে শনিবার বিকেলে তৃণমূল প্রার্থী দুলাল মুর্মুর সমর্থনে উপচে পড়া ভিড়ের সামনে সভা করলেন তৃণমূল সাংসদ তথা অভিনেতা দেব।

সভা শুরুর আগে তাঁকে হলুদ গামছা পরিয়ে বরণ করেন নয়াগ্রাম ব্লক সভাপতি রমেশ রাউত। মঞ্চে উঠে তিনি হাত নেড়ে জনতাকে অভিবাদন জানান এবং ফুলের তোড়া ছুঁড়ে দেন দর্শকদের দিকে। সভা শেষে একটি হলুদ উত্তরীয় ছুঁড়ে দেওয়ায় উপস্থিতদের মধ্যে উৎসাহ দেখা যায়।

প্রচণ্ড গরমের মধ্যেও বিপুল জনসমাগমে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে দেব বলেন, তএই গরমে অপেক্ষা করার জন্য ধন্যবাদ। দলের হয়ে, দিদির হয়ে পাশে থাকার জন্য ধন্যবাদ।দ তিনি স্পষ্ট করেন, ভোট চাইতে নয়, আশীর্বাদ চাইতে এসেছেন এবং প্রার্থী দুলাল মুর্মুর জয়ের ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসী। রাজনৈতিক আক্রমণ এড়িয়ে কাজের নিরিখে বিচার করার বার্তা দেন তিনি। তাঁর কথায়, কোনও দলকে ছোট করে নয়, কাজ ও আচরণই দলের পরিচয়। ভোট দেওয়ার আগে মানুষকে ভেবে সিদ্ধান্ত নেওয়ার আহ্বান জানান তিনি।

রাজ্য সরকারের প্রকল্পের প্রসঙ্গ তুলে দেব বলেন, লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, কন্যাশ্রী, সবুজসাথী ও রূপশ্রী প্রকল্প সাধারণ মানুষের জীবনে সরাসরি প্রভাব ফেলেছে।

তৃণমূলকে সমর্থনের বার্তা এক কুড়মি সংগঠনের

নিজস্ব সংবাদদাতা, বাঁকুড়া: আদিবাসী কুড়মি সমাজের এক সংগঠনের পক্ষ থেকে আসন্ন নির্বাচনে তৃণমূল প্রার্থীদের সমর্থনের কথা বলেন। গত শুক্রবার রানিবাঁধে পূর্বাঞ্চল আদিবাসী কুড়মি সমাজের পক্ষ থেকে এক সভার আয়োজন করে তৃণমূল সরকারের পাশে থাকার আহ্বান জানানো হয়। কুড়মিদের আদিবাসী তালিকাভুক্ত করার দাবিতে দীর্ঘদিন ধরে রাজ্য সরকারের অবহেলার অভিযোগ তুলে আন্দোলন চালিয়ে আসা হচ্ছে। তখন সভার আয়োজন করে ভিন্ন সুরে কথা বলায় জল্পনা ছড়িয়েছে এলাকায়। এই সভার আয়োজন করেন স্থানীয় তৃণমূল নেতা তথা জেলা পরিষদের বন কর্মাধ্যক্ষ চিত্ত রঞ্জন মাহাতো।

পূর্বাঞ্চল আদিবাসী কুড়মি সমাজের রাজ্য সম্পাদক শুভেন্দু মাহাতো বলেন যে, কুড়মিরা প্রকৃতির পূজারী। গাছ,পাহাড়, পাথর, নদী ইত্যাদি প্রকৃতিকে দেবতা মেনে পূজা করে কুড়মিরা। তারা আদিবাসী। বর্তমান তৃণমূল সরকার তাদের আদিবাসী হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া এবং তাদের ভাষা ও সংস্কৃতির কল্যানে উদ্যোগী হয়েছে। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার উগ্র হিন্দুত্ব রীতি নিয়ে চলছে। কুড়মিদের আদিবাসী স্বীকৃতি দিতে এবং তাদের ভাষা ও সংস্কৃতির বিষয়ে গুরুত্ব দিতে তারা রাজি নয়।

কেন্দ্রীয় সরকার এসটি, এসসি ও ওবিসি সম্প্রদায়ের স্বীকৃতি মুছে দিতে ইউসিসি ইউনিভার্সাল সিভিল কোড আনতে চলেছে। কুড়মি ও আদিবাসী সমাজের একাংশ নিজেদের স্বার্থে বিজেপিকে ভোট দেওয়ার কথা বলছেন। এই সব কথায় ভুললে চলবে না। সুনীল মাহাতো বলেন যে, তৃণমূল সরকার কুড়মিদের ভাষা ও সংস্কৃতিকে গুরুত্ব দিয়েছে। তাই তাদের পাশে থাকা দরকার। এই সভায় কুড়মিদের আবেগকে বারবার তুলে ধরতে দেখা যায়। জয় গরাম লেখা হলুদ পতাকায় মুড়ে ফেলা হয় এলাকা। স্লোগানও দেওয়া হয় জয় গরাম বলে। শুভেন্দুবাবু, সুনীল মাহাতো, চিত্তরঞ্জন মাহাতোদের বলতে শোনা যায় জয় হিন্দ ও বন্দেমাতরম মন্ত্রের জন্য তারা যেমন প্রাণ দিতে পারেন তেমনি জয় গরাম ও হলুদ পতাকার জন্য জীবন দিতে পারেন। তাই এই দুটোকে সাক্ষী রেখে তৃণমূলকে সমর্থনের কথা বলা হচ্ছে। যারা বিজেপিকে সমর্থনের কথা বলছেন তাদের বলব রাজনৈতিক জীবনেই থাকতে সামাজিক জীবনে না ঢুকতে। তবে কুড়মিদের অন্য সংগঠনগুলির বক্তব্য, শুক্রবারের সভা রাজনৈতিক। এতে বৃহত্তর কুড়মি সমাজের কোনও সম্পর্ক নেই।

জামুড়িয়ায় প্রচারে অভিনেত্রী কোয়েল মল্লিক

নিজস্ব প্রতিবেদন, জামুড়িয়া: আগামী ২৩ এপ্রিল প্রথম দফার বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে জেলার জামুড়িয়া বিধানসভা কেন্দ্রে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রচারে ফের একবার দেখা গেল বাংলা সিনেমা জগতের খ্যাতনামা অভিনেত্রী কে । প্রার্থী হরেরাম সিং এর সমর্থনে রাজ্যসভার সাংসদ তথা বাংলা চলচ্চিত্র জগতের খ্যাতনামা অভিনেত্রী কোয়েল মল্লিকের রোড শো ঘিরে এলাকায় তৈরি হয় তুমুল উল্লাস।

শনিবার সকালে জামুড়িয়া বিধানসভার মণ্ডলপুর ছোট বটতলা থেকে জামুড়িয়া বাসস্ট্যান্ড পযর্ন্ত এই রোড শো অনুষ্ঠিত হয়। প্রখর রোদকে মাথায় করে সড়কপথে এগিয়ে চলা এই প্রচারে হুডখোলা গাড়িতে অংশগ্রহণ করেন অভিনেত্রী কোয়েল মল্লিক সঙ্গে তৃণমূল প্রার্থী হরেরাম সিং। টলিউড অভিনেত্রী তথা রাজ্যসভার সাংসদকে এক ঝলক দেখতে রাস্তার উভয় পাশে তৃণমূল কর্মী সমর্থকদের পাশাপাশি অভিনেত্রীর অনুগামীদেরও ব্যাপক ভিড় লক্ষ্য করা যায়। অনেকে মুহূর্তটিকে মুঠোফোনেও বন্দি করে রাখেন।

নির্বাচনী প্রচারে ভাঙড় আর সোনারপুরে জনপ্লাবনে ভাসলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

Format C-1
(For candidate to publish in Newspapers, TV)
(As per the Judgment dated 25th September, 2018, of Hon'ble Supreme Court in WP (Civil) No. 536 of 2011 (Public Interest Foundation & Ors. Vs. Union of India & Anr.)
Name and address of candidate: **SOMENATH MITRA and 201/1-201/1/1, Nirmal Rekha Apartment, Banerjee Para Road, Post office:- Shyamnagar, Police Station:- Jagatdal District:-North 24 Parganas, Pin. 743127 (W.B)**
Name of political party: **INDEPENDENT**
(Independent candidates should write "Independent" here)
Name of Election: - **WEST BENGAL LEGISLATIVE ASSEMBLY**
*Name of Constituency: - **106- JAGATDAL ASSEMBLY CONSTITUENCY**
I, **SOMENATH MITRA** (name of candidate), a candidate for the abovementioned election, declare for public information the following details about my criminal antecedents:

	Pending Criminal Cases			
S.L. NO.	Name of court	Case No. and Date	Status of Case	Section(s) of Acts concerned and brief description of offences (s)
1	Pending before the learned court of A.C.J.M. at Barrackpore	Jagatdal PS Case No-534/23 dated 2023	Pending before the learned court of A.C.J.M. at Barrackpore	U/S 323/341/34 IPC Punishment for wrongful restraint, Punishment for voluntarily hurt, Act done by several persons in furtherance of common intention
2	Pending before the learned court of A.C.J.M. at Barrackpore	Jagatdal PS Case No - 04/23 dated 2023	Pending before the learned court of A.C.J.M. at Barrackpore	U/S 448/506/34 I.P.C, House-trespass Criminal Intimation, Act done by several persons in furtherance of common intention.

(B) Details about cases of Conviction for criminal offences

Sl.no	Name of Court & Date of orders (s)	Description of offences (s) & Punishment imposed	Maximum Punishment Imposed
	NIL	NIL	NIL

In the case of election to Council of States or election to Legislative Council by MLAs, mention the election concerned in place of name of constituency.

Format C-1
(for candidate to publish in Newspapers, TV)
Declaration about criminal cases
(As per the judgment dated 25th September, 2018, of Hon'ble Supreme Court in WP (Civil) No. 536 of 2011 (Public Interest Foundation & Ors. Vs. Union of India & Anr.)
Name and address of candidate: Dr. Pranat Tudu , Ghoradhara P.O. , PS, DIST: - Jhargram Pin: 721507
Name of political party: Bharatiya Janata Party
(Independent candidates should write "Independent" here)
Name of Election: West Bengal Legislative Assembly Election-2026
Name of Constituency: 237- Binpur (ST)
I, Dr. Pranat Tudu , a candidate for the abovementioned election, declare for public information the following details about my criminal antecedents:

SI. No.	Pending criminal cases			Details about cases of conviction for criminal offences	
	Name of Court	Case No. and Status of Case	Section(s) of Acts concerned and brief description of offence(s)	Name of Court & date(s) of order(s)	Description offence(s) punishment of & imposed
1	Ld. ACIM, Garbeta, Paschim Medinipur	Garbeta P.S Case No: 146 /24, Dt:- 25/05/2024	Under section 341/323/326/307 /354 /506/34 of I.P.C. These offences are relating to causing grievous hurt, attempt to murder, wrongful restraint, criminal intimidation, Assault or using criminal force with intent to outrage modesty of a women.	NIL	NOT APPLICABLE

***In the case of election to Council of States or election to Legislative Council by MLAs, mention the election concerned in place of name of constituency.**

Format C-I
(for candidate to publish in Newspapers, TV)
Declaration about criminal cases
(As per the judgment dated 25th September, 2018, of Hon'ble Supreme Court in WP (Civil) No. 536 of 2011 (Public Interest Foundation & Ors. Vs. Union of India & Anr.)
Name and address of Candidate: **SMT. SUBRATA DUTTA,**
15/1 B, Surah East Road, Kolkata 700010
Name of Political Party: **INDIAN NATIONAL CONGRESS**
Name of Election: **General Election to Legislative Assembly of West Bengal**
Name of Constituency: **147 Sonarpur Dakshin Assembly**
I **SMT. SUBRATA DUTTA,** a candidate for the abovementioned election, declare for public information the following details about my criminal antecedents

(A) Pending criminal cases				**Details about cases of conviction for criminal offences:**	
Sl. No.	Name of Court	Case No. and Status of Case (s)	Section(s) of Acts concerned and brief description of offence	Name of Court & date(s) of order(s)	Description of offence(s) & punishment imposed
01	LD. 20th JM, BANKSHALL	**GR 168/2019 Charge not framed**	**143,149,283 IPC Unlawful assembly, causing danger, obstruction in a public way, defamation, abetment of an offence, criminal intimidation**	Not Applicable	Not Applicable
02	**LD. JM, RAMPURHAT COURT**	**GR 1870/2022 Charge not framed**	**115, 153, 189, 500, 504. 525, 526 IPC Unlawful assembly, causing danger, obstruction in a public way, defamation, abetment of an offence, criminal intimidation**	Not Applicable	Not Applicable

Format C-1
(For candidate to publish in Newspapers, TV)
(As per the Judgment dated 25th September, 2018, of Hon'ble Supreme Court in WP (Civil) No. 536 of 2011 (Public Interest Foundation & Ors. Vs. Union of India & Anr.)
Name and address of candidate: **SAJAL KARMAKAR and 972A, Bhutbagan P.O.:- Kanchrapara & P.S. Bijpur, District:-North 24 Parganas, Pin. 743145 (W.B))**
Name of political party: **INDEPENDENT**
(Independent candidates should write "Independent" here)
Name of Election: - **WEST BENGAL LEGISLATIVE ASSEMBLY**
*Name of Constituency: - **103- BIJPUR ASSEMBLY CONSTITUENCY**
I, **SAJAL KARMAKAR** (name of candidate), a candidate for the abovementioned election, declare for public information the following details about my criminal antecedents:

	Pending Criminal Cases			
S.L. NO.	Name of court	Case No. and Date	Status of Case	Section(s) of Acts concerned and brief description of offences (s)
1	Pending before the Learned court of A.C.J.M. at Barrackpore	BIZPUR PS GDE NO-559/2021 dated 10-11-2021	Pending before the Learned court of A.C.J.M. at Barrackpore	Under Section 420/406/506/34 IPC Cheating, Breach of Trust, Criminal Intimation, acts done by several persons in furtherance of a common intention
2	Pending before the learned court of A.C.J.M. at Barrackpore	BIZPUR PS CASE NO-371/2019 Dated 07-07-2019	Pending before the learned court of A.C.J.M. at Barrackpore	Under Section 341/323/324/307/506/34 IPC and 25/27 Arms Act Wrongful Restrain, grievous hurt, punishes the offense of voluntarily causing hurt, attempt to murder, Criminal Intimation and acts done by several persons in furtherance of a common intention and Whoever acquires, has in his possession or carries any prohibited arms or prohibited ammunition in contravention of section 7(Seven) shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than 7[seven years but which may extend to fourteen years] and shall also be liable to fine
3	Pending before the learned court of A.C.J.M. at Barrackpore	Bizpur PS Case No-177/2020 Dated 10-05-2020	Pending before the learned court of A.C.J.M. at Barrackpore	Under Section 188 IPC penalizes knowingly disobeying a lawful order promulgated by a public servant

(B) Details about cases of Conviction for criminal offences

Sl.no	Name of Court & Date of orders (s)	Description of offences (s) & Punishment imposed	Maximum Punishment Imposed
	NIL	NIL	NIL

In the case of election to Council of States or election to Legislative Council by MLAs, mention the election concerned in place of name of constituency.

Format C-1
(For candidate to publish in Newspapers, TV)
(As per the Judgment dated 25th September, 2018, of Hon'ble Supreme Court in WP (Civil) No. 536 of 2011 (Public Interest Foundation & Ors. Vs. Union of India & Anr.)
Name and address of candidate: **PREM BANSFORE and 972A, Bhutbagan P.O.:-Kanchrapara & P.S. Bijpur, District:-North 24 Parganas, Pin. 743145 (W.B)**
Name of political party: **INDEPENDENT**
(Independent candidates should write "Independent" here)
Name of Election: - **WEST BENGAL LEGISLATIVE ASSEMBLY**
*Name of Constituency: - **103- BIJPUR ASSEMBLY CONSTITUENCY**
I, PREM BANSFORE (name of candidate), a candidate for the abovementioned election, declare for public information the following details about my criminal antecedents:

	Pending Criminal Cases			
S.L. NO.	Name of court	Case No. and Date	Status of Case	Section(s) of Acts concerned and brief description of offence(s)
1	Pending before the Learned court of Executive Magistrate at Barrackpore	BIZPUR PS GDE NO-700 & 712 dated 01-04-2023	Pending before the Learned court of Executive Magistrate at Barrackpore	Under Section 110 CRP.C Habitual offenders
2	Pending before the learned court of A.C.J.M. at Barrackpore	BIZPUR PS CASE NO-248/2019 Dated 11-05-2019	Pending before the learned court of A.C.J.M. at Barrackpore	Under Section 147/148/325/341 IPC punishment for rioting, rioting while armed with a deadly weapon, grievous hurt , wrongful restrain \

(B) Details about cases of Conviction for criminal offences

Sl.no	Name of Court & Date of orders (s)	Description of offences (s) & Punishment imposed	Maximum Punishment Imposed
	NIL	NIL	NIL

In the case of election to Council of States or election to Legislative Council by MLAs, mention the election concerned in place of name of constituency.

Format C-1
(For candidate to publish in Newspapers, TV)
(As per the Judgment dated 25th September, 2018, of Hon'ble Supreme Court in WP (Civil) No. 536 of 2011 (Public Interest Foundation & Ors. Vs. Union of India & Anr.)
Name and address of candidate: **SUPRIYO DEY and 32, Jahar Colony, P.O.Bengal Enamel, & P.S. Noapara, District:-North 24 Parganas, Pin. 743122 (W.B)**
Name of political party: **INDEPENDENT**
(Independent candidates should write "Independent" here)
Name of Election: - **WEST BENGAL LEGISLATIVE ASSEMBLY**
*Name of Constituency: - **107- NOAPARA ASSEMBLY CONSTITUENCY**
I, **SUPRIYO DEY** (name of candidate), a candidate for the abovementioned election, declare for public information the following details about my criminal antecedents:

	Pending Criminal Cases			
S.L. NO.	Name of court	Case No. and Date	Status of Case	Section(s) of Acts concerned and brief description of offence(s)
1	Pending before the learned court of A.C.J.M. at Barrackpore	Noapara PS Case No-300/2019 dated 2019	Pending before the learned court of A.C.J.M. at Barrackpore	U/S 341/325/427/506/34 IPC Punishment for wrongful restraint, Punishment for voluntarily hurt, mischief causing damage to property amounting to ₹50 or more , Criminal Intimation, Act done by several persons in furtherance of common intention
2	Pending before the learned court of A.C.J.M. at Barrackpore	Noapara PS Case No 142/2020 dated 2020	Pending before the learned court of A.C.J.M. at Barrackpore	Under Section 145/147/149/186/188/353/269/270/ 120B IPC and 51 D.M. Act Unlawful assembly, punishment for rioting,, Unlawful assembly, penalizes knowingly disobeying a lawful order promulgated by a public servant, penalizes the voluntary obstruction of a public servant performing their lawful duty, penalizes assaulting or using criminal force against a public servant to prevent or deter them from discharging their duties, negligent acts likely to spread infection of a dangerous disease., malignant acts likely to spread infection of a dangerous disease. Criminal Conspiracy, punishment for obstructing officials or refusing to comply with directions given by authorities (Central, State, or District) during a disaster Persons in furtherance of common intention.
3	Pending before the learned court of A.C.J.M. at Barrackpore	Noapara PS Case No 41/2021 dated 2021	Pending before the learned court of A.C.J.M. at Barrackpore	Under Section 341/323/506/ IPC Punishment for wrongful restraint, Voluntarily causing Grievous Hurt, Criminal Intimation, Act done by several persons in furtherance of common intention.
4	Pending before the learned court of A.C.J.M. at Barrackpore	Noapara PS Case No - 335/19 dated 2019	Pending before the learned court of A.C.J.M. at Barrackpore	U/S 324/325/506/427/34 I.P.C., Punishment for wrongful restraint, Voluntarily causing Grievous Hurt, Criminal Intimation, Act done by several persons in furtherance of common intention. making or keeping explosive with intent to endanger life or property, any person commits any subversive act
5	Pending before the learned court of A.C.J.M. at Barrackpore	Noapara PS Case No - 146/19 dated 2019	Pending before the learned court of A.C.J.M. at Barrackpore	U/S 448/325/308/427/379/506/34 I.P.C House trespass, voluntarily causing Grievous Hurt, attempt to commit culpable homicide. Act done by several persons in furtherance of common intention. .

(B) Details about cases of Conviction for criminal offences

Sl. No	Name of Court & Date of orders (s)	Description of offences (s) & Punishment imposed	Maximum Punishment Imposed
	NIL	NIL	NIL

In the case of election to Council of States or election to Legislative Council by MLAs, mention the election concerned in place of name of constituency.

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email- dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত। **RNI No. WBBEN/2006/17404,** ফোন: ০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল: dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক: সন্তোষ কুমার সিং**

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন ৯৮৩১৯১৯৭৯১

Format C-1
(For candidate to publish in Newspapers, TV)
(As per the Judgment dated 25th September, 2018, of Hon'ble Supreme Court in WP (Civil) No. 536 of 2011 (Public Interest Foundation & Ors. Vs. Union of India & Anr.)
Name and address of candidate: **PRAMOD SINGH and Holding No.18, BL No.18, P.O. & P.S. Jagatdal, District:-North 24 Parganas, Pin. 743125 (W.B)**
Name of political party: **INDEPENDENT**
(Independent candidates should write "Independent" here)
Name of Election: - **WEST BENGAL LEGISLATIVE ASSEMBLY**
*Name of Constituency: - **106- JAGATDAL ASSEMBLY CONSTITUENCY**
I, **PRAMOD SINGH** (name of candidate), a candidate for the abovementioned election, declare for public information the following details about my criminal antecedents:

	Pending Criminal Cases			
S.L. NO.	Name of court	Case No. and Date	Status of Case	Section(s) of Acts concerned and brief description of offence(s)
1	Pending before the learned court of A.C.J.M. at Barrackpore	Jagatdal PS Case No-284/2019 dated 01-04-2019	Pending before the learned court of A.C.J.M. at Barrackpore	U/S 341/323/34 IPC Punishment for wrongful restraint, Punishment for voluntarily hurt, Act done by several persons in furtherance of common intention
2	Pending before the learned court of A.C.J.M. at Barrackpore	Jagatdal PS Case No - 302/19 dated 08-04-2019	Pending before the learned court of A.C.J.M. at Barrackpore	U/S 341/324/325/506/34 I.P.C, Punishment for wrongful restraint, Voluntarily causing hurt by dangerous weapons or means, Voluntarily causing Grievous Hurt, Criminal Intimation, Act done by several persons in furtherance of common intention.
3	Pending before the learned court of A.C.J.M. at Barrackpore	Jagatdal PS Case No - 646/19 dated 18-07-2019	Pending before the learned court of A.C.J.M. at Barrackpore	U/S 341/325/506/34 I.P.C., Punishment for wrongful restraint, Voluntarily causing Grievous Hurt, Criminal Intimation, Act done by several persons in furtherance of common intention.
4	Pending before the learned court of A.C.J.M. at Barrackpore	Jagatdal PS Case No - 663/19 dated 24-07-2019	Pending before the learned court of A.C.J.M. at Barrackpore	U/S 147/148/149/307 I.P.C., &25/27 Arms Act & 34 E.S. Act. & 9 MPO Act. Rioting, Rioting armed with deadly weapon, Every member of unlawful assembly guilty of offence committed in prosecution of common object, attempt to murder, Punishment for causing explosion likely to endanger life or property. Section 4. Punishment for attempt to cause explosion, or for making or keeping explosive with intent to endanger life or property, any person commits any subversive act
5	Pending before the learned court of A.C.J.M. at Barrackpore	Jagatdal PS Case No - 990/19 dated 21-11-2019	Pending before the learned court of A.C.J.M. at Barrackpore	U/S 448/325/308/427/379/506/34 I.P.C. House trespass, voluntarily causing Grievous Hurt, Attempt to commit culpable homicide, Mischief causing damage to amount of fifty Rupees, Theft, Criminal Intimation, Act done by several persons in furtherance of common intention.
6	Pending before the learned court of A.C.J.M. at Barrackpore	Jagatdal PS Case No - 142/2022 dated 27-02-2022	Pending before the learned court of A.C.J.M. at Barrackpore	U/S 341/506/186/34 I.P.C & 131 Representative of the People's Act 1951. Punishment for wrongful restraint, Criminal Intimation, Obstructing public servant in discharge of his public functions, Act done by several persons in furtherance of common intention and Penalty for disorderly conduct in or near Poling Station.
7	Pending before the learned court of A.C.J.M. at Barrackpore	Jagatdal PS Case No - 146/22 dated 22-02-2022	Pending before the learned court of A.C.J.M. at Barrackpore	U/S 341/323/506/504/34 I.P.C Punishment for wrongful restraint, voluntarily causing Grievous Hurt, Criminal Intimation, Insult intended to provoke breach of the peace, Act done by several persons in furtherance of common intention
8	Pending before the learned court of A.C.J.M. at Barrackpore	Jagatdal PS Case No-339/22 dated 26-05-2022		U/S 341/325/307/506/34 I.P.C & 25/27 Arms Act. Punishment for wrongful restraint, Voluntarily causing Grievous Hurt, attempt to murder, Criminal Intimation, Act done by several persons in furtherance of common intention. Whoever acquires, has in his possession or carries any prohibited arms or prohibited ammunition in contravention of section 7(Seven) shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than [seven years but which may extend to fourteen years] and shall also be liable to fine.
9	Pending before the learned court of A.C.J.M. at Barrackpore	Jagatdal PS Case No - 355/22 dated 03-06-2022	Pending before the learned court of A.C.J.M. at Barrackpore	Jagatdal PS Case No -355/22 dated 03-06-2022 U/S 448/384/506/120B/34 I.P.C House trespass, Whoever commits extortion shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to three years, or with fine, Criminal Intimation, Criminal conspiracy, Act done by several persons in furtherance of common intention
10	Pending before the learned court of A.C.J.M. at Barrackpore	Jagatdal PS Case No - 372/22 dated 11-06-2022.	Pending before the learned court of A.C.J.M. at Barrackpore	Under Section 341/323/506/34 IPC Punishment for wrongful restraint, Punishment for voluntarily hurt, Criminal Intimation and Act done by several persons in furtherance of common intention
11	Pending before the learned court of A.C.J.M. at Barrackpore	Jagatdal PS Case No-107/2024 dated 02-04-2024	Pending before the learned court of A.C.J.M. at Barrackpore	U/S 447/427/323/325/307/506/34 IPC Criminal trespass, Mischief causing damage to amount of fifty Rupees, Punishment for voluntarily hurt, Voluntarily causing Grievous Hurt, Attempt to murder, Crimination Intimation, Act done by several persons in furtherance of common intention.

(B) Details about cases of Conviction for criminal offences

Sl.no	Name of Court & Date of orders (s)	Description of offences (s) & Punishment imposed	Maximum Punishment Imposed
	NIL	NIL	NIL

In the case of election to Council of States or election to Legislative Council by MLAs, mention the election concerned in place of name of constituency.

চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য • তৃণমূল প্রার্থী

উত্তর দমদমে হেভিওয়েট চন্দ্রিমাকে চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছেন সৌরভ ও দীপ্সিতা

দীপ্সিতা ধর • সিপিএম প্রার্থী

শুভাশিস বিশ্বাস

আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে এবারও উত্তর দমদমে তৃণমূল প্রার্থী রাজ্যের মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। এবারও তৃণমূলের প্রার্থী। তাঁকে চ্যালেঞ্জ জানাতে পদ্ম শিবির থেকে লড়ছেন সৌরভ শিকদার। এই সৌরভ দমদমের প্রাক্তন সাংসদ প্রয়াত তপন শিকদারের ভাইপো। স্যাফ্রন শিবিরের অন্দরে কান পাতলে শোনা যায়, সাংগঠনিক সূত্রে সৌরভ বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি নীতিন নবীনেরও অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ।অন্যদিকে সিপিএম প্রার্থী করেছে তরুণ প্রজন্মের লড়াকু মুখ ছাত্রনেত্রী দীপ্সিতা ধরকে। ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে বালি কেন্দ্রে সিপিএম-এর প্রার্থী ছিলেন এই দীপ্সিতা। এরপর ২০২৪ সালের লোকসভায় এই দীপ্সিতাই ছিলেন শ্রীরামপুরে সিপিএমের প্রার্থী। ২০২৬ সালের বিধানসভায় আবার তাঁকেই করা হয়ছে উত্তর দমদমে সিপিএমের প্রার্থী। তবে বঙ্গের নির্বাচনী রাজনীতিতে সে ভাবে দাগ কাটতে পারছেন না এখনও। অনেকেই মনে করছেন, ঠাকুর্দা পদ্মনিধি ধর ডোমজুড়ের প্রাক্তন সিপিএম বিধায়ক ছিলেন ঠিকই তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজনীতির প্রভাব থেকে এখনও নিজেকে কিছুতেই যেন মুক্ত করতে পারছেন না তিনি। কারণ, ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনের ফল বলছে, শ্রীরামপুর কেন্দ্রে যেখানে তৃণমূলের কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় পেয়েছেন ৪৫.৬৫ শতাংশ ভোট, সেখানে বিরাট ফারাকে তৃতীয় স্থানে দীপ্সিতা রয়েছেন ১৬.২ শতাংশ ভোট পেয়ে। দ্বিতীয় স্থানে ছিলেন বিজেপির কবীর শঙ্কর বসু। তিনি পান ৩৩.৮ শতাংশ ভোট। আর ২০২১-এর বিধানসভা নির্বাচনে বালি থেকে দাঁড়িয়ে পেয়েছিলেন ১৭.৫১ শতাংশ ভোট। সেবারও ছিলেন তৃণমূল ও বিজেপির পিছনে। অর্থাত, তিনে থাকার গেরো কোনওভাবেই কাটিয়ে উঠতে পারছেন না দীপ্সিতা।

আর এখানেই অনেকের ধারনা, বঙ্গ রাজনীতিতে তিনি লড়ছেন ঠিকই তবে সর্বসাধারণের কাছে তাঁর গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে উঠছে প্রশ্ন। হয়তো বর্তমান প্রজন্মের কাছে তাঁর বিশেষ একটা জায়গা থাকলেও মন জয় করতে তিনি অক্ষম সর্বসাধারণের।

এদিকে বিধানসভা নির্বাচনের আগে সিপিএম শিবিরে কান পাতলে শোনা যাচ্ছিল, তাঁকে প্রথমে ভবানীপুরে দাঁড়াতে বলা হয়েছিল। কিন্তু 'দিদি'র বিরুদ্ধে লড়তে রাজি হননি। যদিও এই খবরে কোনও আনুষ্ঠানিক সিলমোহর নেই। তবে উত্তর দমদমের প্রচারে তিনি তাঁর নাম-পদবির আদ্যক্ষর জুড়ে প্রচার কর্মসূচির নাম দিয়েছেন 'ডিডি-কে বলো'। সিপিএম-এর কেউ কেউ সমাজমাধ্যমে 'ডিডি'র ছবি দিয়ে লিখছেন, 'চোখ বন্ধ করে ভরসা করা যায়।' তবে এটা দলমত নির্বিশেষে বোধহয় সবাই মানেন, তৃণমূল সুপ্রিমোর ভাবমূর্তির ধারে কাছে পৌঁছানোর মতো এখনও কেউ তৈরি হননি বামেদের মধ্যে।

অন্যদিকে এই উত্তর দমদম থেকেই লড়ছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আস্থার পাত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। মমতার অধীন থাকা স্বাস্থ্য ও অর্থ দফতরের প্রতিমন্ত্রী। ২০১১ সালে জিতেছিলেন উত্তর দমদমে। কিন্তু পরের ভোটেই সিপিএমের তন্ময় ভট্টাচার্যের কাছে হেরে যান। তবে মন্ত্রিত্ব যায়নি। কারণ, তিনি দিদির 'আস্থাভাজন'। উত্তর দমদমে হেরে যা ওয়ার পর জিতেছিলেন কাঁথি দক্ষিণ আসনে। সৌজন্যে 'শান্তিকুঞ্জ'। অর্থাৎ অধিকারী পরিবার। তখন শুভেন্দু অধিকারী তৃণমূলে। সে বার শুভেন্দুকে লোকসভা থেকে বিধানসভায় আনেন মমতা। শুভেন্দু ছিলেন তমলুকের সাংসদ। শুভেন্দুর ছেড়ে আসা সেই লোকসভা আসনে উপনির্বাচনে মমতা দাঁড় করান শুভেন্দুর ভাই দিব্যেন্দু অধিকারীকে। দিব্যেন্দু ছিলেন কাঁথি দক্ষিণের বিধায়ক। তিনি সেই আসন ছেড়ে দেন। চন্দ্রিমা সেই আসনে জেতেন। মন্ত্রিত্ব থেকে যায় তাঁর। ২০২১ সালে অবশ্য ফিরে এসেছিলেন উত্তর দমদমে। জেতেনও। এ বারও সেখানেই লড়াই। আর চন্দ্রিমা মানেই তাঁর শাড়ি নিয়ে নিয়ে তৃণমূলের মহিলামহলে জোর আলোচনা। সিঁদুর পরায় তাঁর নিজস্ব 'সিগনেচার' রয়েছে। শাড়ির সঙ্গে রং মিলিয়ে কখনও কখনও ললাটে জোড়া টিপও শোভা পায়। শাড়ির বিজ্ঞাপনের সঙ্গে জুড়ে তৃণমূলের অনেকে বলেন, 'মাঝারি টিপ, গাঢ় লিপস্টিক আর চন্দ্রিমাদি!' হিন্দুস্তান পার্কের পুজোর সঙ্গে জুড়ে আছেন। মন্ত্রিত্বের সঙ্গে হিডকো চেয়ারম্যানত্বও সামলান। তাঁর আমলেই তো ভিতপুজো হল নিউ টাউনে দুর্গা অঙ্গন এবং শিলিগুড়িতে মহাকাল মন্দিরের।

তবে এটাও ঠিক, প্রখর গরমকে উপেক্ষা করে ৭২ বছরের চন্দ্রিমা ভট্টাচারযকে পায়ে হেঁটেই প্রচার চালাতে দেখা যাচ্ছে। চোখে মুখে ক্লান্তির ছাপ স্পষ্ট হলেও লড়াইয়ের ময়দান ছাড়ার পাত্রই নন বিদায়ী মন্ত্রী। বিরোধী শিবির বিজেপি সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য, 'সব কিছুকে গ্রাস করতে চাইছে। যা গণতন্ত্রের পক্ষে অত্যন্ত বিপজ্জনক। এ বারের লড়াই বাংলার সংস্কৃতি রক্ষার লড়াই।' এরই পাশাপাশি তৃণমূলের তরফে বিরাটি এমবি রোড সংস্কার থেকে মৃণালিনী দত্ত মহাবিদ্যালয়ের দ্বিতীয় ক্যাম্পাস চালু, উত্তর দমদম এবং নিউ ব্যারাকপুরের জন্য প্রায় ২০৮ কোটি টাকা ব্যয়ে দু'টি জল প্রকল্প সহ উন্নত রাঙ্গা স্তাঘাট, নিকাশি, নিউ ব্যারাকপুর পুর হাসপাতালকে ঢেলে সাজার কথাও তুলে ধরছেন প্রচারে। সঙ্গে সাড়ে পাঁচ কোটি টাকা বরাদ্দ হওয়া সত্ত্বেও রেলের অনুমতি না মেলায় বিরাটি স্টেশন সংলগ্ন ফতেসা খাল সংস্কার করা যাচ্ছে না বলেও বিজেপির বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন চন্দ্রিমা।

অন্যদিকে প্রয়াত তপন শিকদারের ছায়াকে সঙ্গী করে আত্মবিশ্বাসী বিজেপি প্রার্থী সৌরভ শিকদার। কাকার চেনানো অলিগলি ঘুরে অনুন্নয়নের অভিযোগের সঙ্গে বাঙালির অস্তিত্ব রক্ষার লড়াইকে সামনে রেখে নিউ ব্যারাকপুর অঞ্চলে প্রচার চালাচ্ছিলেন সৌরভ। প্রচারে দিল্লি, মুম্বই বিমানবন্দর সংলগ্ন এলাকার উদাহরণ তুলে ধরে কলকাতা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর কেন্দ্রিক মানুষের জীবনযাত্রার মান নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন সৌরভ। তাঁর অভিযোগ, সংলগ্ন এলাকার খোলা নর্দমা নিয়ে। খাল সংস্কার না হওয়ায় ঘরের মধ্যেই কয়েক মাস আগে জমা জলা পড়ে একরত্তির মৃত্যু প্রসঙ্গের সঙ্গে বিমানবন্দরে কাজের জন্য স্থানীয়দের অগ্রাধিকার না দেওয়ার অভিযোগও তুলছেন তিনি।আর সিপিএম প্রার্থী দীপ্সিতাকে প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করতেই নারাজ সৌরভ। তাঁর চোখে 'পলিটিক্যাল ট্যুরিস্ট' ছাড়া আর কিছুই নন তিনি। দমদম উত্তরের রাজনৈতিক ইতিহাস বলছে, একটি জেনারেল ক্যাটাগরির বিধানসভা কেন্দ্র। এটি উত্তর ২৪ পরগনা জেলায় অবস্থিত। এই কেন্দ্রটি দমদম লোকসভা আসনের অংশ। এই কেন্দ্রের অধীনে রয়েছে উত্তর দম দম পৌরসভা এবং নিউ ব্যারাকপুর পৌরসভা। এটি মোটের উপর একটি শহুরে কেন্দ্র। এখানে কোনও গ্রামীণ ভোটার নেই। কলকাতার উপনগর হিসেবে কলকাতা মেট্রোপলিটন ডেভেলপমেন্ট অথরিটির আওতায় এই কেন্দ্রটি রয়েছে। ২০০৮ সালের ডিলিমিটেশন কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী ২০১১ সালে এই কেন্দ্রটি গঠিত হয়। এর আগে, এই এলাকা বৃহত্তর দমদম বিধানসভা কেন্দ্রের অংশ ছিল। এই কেন্দ্র তৈরি হওয়ার পর থেকে ৩ বার ভোট হয়েছে। ২০১১ সালে তৃণমূল এই আসনে জিতেছিল। টিএমসি প্রার্থী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য সিপিআই(এম)-এর রেখা গোস্বামীকে ১৯,০২৬ ভোটের ব্যবধানে পরাজিত করেন। যদিও ২০১৬ সালে সিপিআই(এম) আসনটি পুনরায় জয় পায়। তন্ময় ভট্টাচার্য চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যকে ৬,৫৪৯ ভোটের ব্যবধানে হারান। তবে ২০২১ সালে আবার চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য আসনটি জিতে নেন বিজেপির ডাঃ অর্চনা মজুমদারকে ২৮,৪৯৯ ভোটে পরাজিত করে। এই প্রসঙ্গে এটাও বলে রাখা দরকার, বর্তমানে চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য রাজ্যমন্ত্রিসভার সদস্যও বটে।

এদিকে এটাও ঠিক খুব ধীরে হলেও বিজেপি দমদম উত্তরে বেশ ভালোমতোই প্রভাব বিস্তার করছে। আর তার প্রতিফলনও দেখা গেছে লোকসভা নির্বাচনের ফলাফলে।২০১৯ এবং ২০২৪ সালের নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস এই কেন্দ্র থেকে বিজেপির থেকে খুব কম ব্যবধানে এগিয়ে ছিল। এক্ষেত্রে ২০১৯ সালে ৫,৬৪৯ ভোট এবং ২০২৪ সালে ৬,৩০২ ভোটে এগিয়ে ছিল তৃণমূল। আর এই তথ্য দেখলেই বোঝা যায় যে বিজেপি যখন-তখন দখল নিতেই পারে উত্তর দমদমের। এদিকে নির্বাচন কমিশন সূত্রে খবর, দমদম উত্তরে ২০২১ বিধানসভা নির্বাচনে মোট ভোটার সংখ্যা ছিল ২,৭৩,০১৫। ও দিকে ২০১৯ সালের লোকসভা ভোটে ২,৫৬,৩৫২ ভোটার ছিল। এই কেন্দ্রে ৮০ শতাংশের বেশি মানুষ ভোট দিয়ে এসেছেন। তবে উত্তর দমদমের বাসিন্দারা ব্যতিব্যস্ত জমা জল থেকে পানীয় জল, খোলা নর্দমা, বেহাল রাস্তাঘাট ও নিকাশি, স্বাস্থ্যব্যবস্থার বেহাল দশা নিয়ে। সঙ্গে বোঝার ওপর শাকের আঁটি মশার উপদ্রব, স্থানীয় একাংশের নেতাদের দাদাগিরি, পুকুর ভরাট, বেআইনি নির্মাণ নিয়ে একের পর এক অভিযোগ তুলে বিজেপি ও সিপিএম ভোট প্রচারে ছুটছে। আর তৃণমূল মনে করাচ্ছে ১৫ বছর আগে উত্তর দমদমের কী অবস্থা ছিল, আর এখন মানুষের জীবনযাত্রার মান কতটা উন্নত হয়েছে তা। সাংসদ তৃণমূলের, দুই পুরসভা উত্তর দমদম এবং নিউ ব্যারাকপুরও তৃণমূলের দখলে। ফলে শাসক শিবির প্রচারে এই বার্তাও দিচ্ছে ২০১৬,র যাতে পুনরাবৃত্তি না হয়। কারণ, ওই বছর সিপিএমের তন্ময় ভট্টাচার্য এই কেন্দ্র থেকে জিতে বিধায়ক হয়েছিলেন। তবে ভোট প্রচারে প্রতি মুহূর্তে শাসকদলের তরফ থেকে দাবি করা হচ্ছে, উত্তর দমদমে উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে গেলে তৃণমূলই বিকল্প।

নজরকাড়া কেন্দ্র

২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের ভোটের হিসাব

প্রার্থীর নাম	দল	ভোট	ভোট শতাংশ
চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য	তৃণমূল কংগ্রেস	৯৫,৪৬৫	৪৫.০২ %
ডাঃ অর্চনা মজুমদার	বিজেপি	৬৬,৯৬৬	৩১.০৭ %
তন্ময় ভট্টাচার্য	সিপিএম	৪৫,৭২৮	২১.০৭ %

২০২৬ সালের বিধানসভা ভোটারের হিসেবনিকেশ

কেন্দ্র	২০২৪ সালের ভোটার লিস্টে মোট ভোটার	২০২৬ সালের এসআইআর-এ খসড়া তালিকা	২০২৬ সালের এসআইআর-এ চূড়ান্ত তালিকা
উত্তর দমদম	২,৭০,৬৭২	২,৪৭,৬৭২	২,৪৩,৯০৮

এছাড়াও বিচারাধীন রয়েছেন বেশ কিছু ভোটার

সৌরভ শিকদার • বিজেপি প্রার্থী

যাদুর কপালে ভোট দিয়ে যা, ভোট দিয়ে যা, আয় ভোটার আয়...

প্রচারে রাসবিহারী কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী স্বপন দাশগুপ্ত।

উত্তরপাড়া কেন্দ্রে জনসংযোগে সিপিএম প্রার্থী মীনাক্ষি মুখোপাধ্যায়।

প্রচারে মানিকতলা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী শ্রেয়া পাণ্ডে।

চন্দ্রকোনার বিজেপির প্রার্থী সুকান্ত দোলুই এর সমর্থনে ঝাকরায় মহিলা মহামিছিল।

প্রচারে সবংয়ের তৃণমূল প্রার্থী মানস ভুঁইয়া।

প্রচারে চৌরঙ্গি কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী সন্তোষ পাঠক।